চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 288 Sunday, 17 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৮৮ সংখ্যা ✱ ৩০ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস। সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় শনিবার এই দিনটি উদযাপন করা হয় গোটা বিশ্ব জুড়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগে রাজ্য পুলিশের এক কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর মতে, বিরোধীদের জোট ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ, মানুষ কখনও তা বরদাস্ত করবে না। ...বিস্তারিত পাতা ৬

রবিবাসরীয় এশিয়া কাপের ফাইনালের আগে ভারতীয় শিবিরে চোটের ছায়া। তড়িঘড়ি তাই ভারত থেকে ডেকে পাঠানো হল ওয়াশিংটন সুন্দরকে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

যাদবপুর কাণ্ডে জড়িত ১৩৬!

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে একাধিক সুপারিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ যাদরপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় প্রকাশ্যে এল বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ছাত্র মৃত্যু ঘটনায় ১৩৬জন পড়ুয়ার যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। ৪৬ পাতার তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বেশ কিছু সুপারিশও করা হয়েছে। ১৩৬ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৬ প্রাক্তন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার সুপারিশ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। পাশাপাশি তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার করা বলা হয়েছে ওই রিপোর্ট। এ ছাড়া পাঁচজন পুড়য়াকে এই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য চারটি সেমিস্টার বহিস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া হস্টেল থেকেও তাদের পাকাপাকি ভাবে তাদের বহিস্কারে কথা বলা হয়েছে। ১৩৬ জন পড়ুয়াদের মধ্যে ১১ জনকে দুটি সেমিস্টার থেকে বহিস্কার এবং হস্টেল থেকে স্থায়ী ভাবে বহিস্কারের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। এ

ছাড়া ১৫ জনকে একটি সেমিস্টার এবং হস্টেল থেকে চিরতরে বহিস্কার করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ৯৫ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেল থেকে বহিস্কার এবং সতর্ক করার সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি। যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানা গিয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক বসছে। সেই বৈঠকেই তদন্ত কমিটির সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হবে। তার পরই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িতে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, গত ৯ আগস্ট যাদপুরের মেন হস্টেল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক প্রথমবর্ষের ছাত্রের। এই ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদের মধ্যে একজনের সম্প্রতি জামিন হয়েছে। ঘটনার পর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অভ্যান্তরীণ তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়। তারা তদন্ত করে প্রাথমিক ভাবে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। পরে এই ৪৬ পাতার রিপোর্ট জমা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তকারী কমিটি। ঘটনার পর ইউজিসির প্রতিনিধিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে যায়। ক্যাম্পাস ও হস্টেল ঘুরে দেখার পাশাপাশি তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠকও করে। র‍্যাগিং রোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। ৩৩ জনের একটি র‍্যাগিং বিরোধী কমিটিও তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই কমিটিতে যাদবপুর এবং বিধানর থানার ওসিকেও রাখা হয়েছে।

কলকাতা পুরসভায় তৃণমূল-বিজেপি কাউন্সিলরদের মারামারি

অশান্তি থামাতে আসরে ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ লজ্জার ছবি! ধিক্কারের ছবি! কলঙ্কতি অধ্যায়ের ছবি! শনিবার বারবেলায় কলকাতা পুরসভার অধিবেশন চলাকালীন যে দৃশ্য দেখা গেল, এই সব বিশেষণও কম পড়ে যায় বলে মনে করছেন অনেকে। অধিবেশন চলাকালীন তুমুল বচসায় জড়ালেন শাসক-বিরোধী কাউন্সিলররা। এক কথায় চুলোচুলি বেধে যায়। তৃণমূলের অসিত বসুর সঙ্গে বিজেপি-র সজল ঘোষ, বিজয় ওঝার কার্যত হাতাহাতি বাধে। একে অপরের উদ্দেশে কটূ কথা ছুড়ে দেন। কলার ধরাধরি-ধাক্কা-ঠেলাঠেলি কোনওটাই বাদ পড়ল না। শেষমেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়দানে নামতে হয় মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেও। অভিযোগ, হেনস্থার শিকার হতে হয় মেয়রকে। শনিবার কলকাতা পুরসভার অধিবেশন চলছিল। সেই সময় বিরোধীদের কোনও প্রশ্ন ছিল না। অভিযোগ, সেই তৃণমূলের মালা রায় সজল ঘোষকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে "আপনাদের বিরোধীদের কেন কোনও প্রশ্ন থাকে না?" তার উত্তরে বিজেপি নেতা বলেন, "বলেও কোনও লাভ হয় না। মেয়র-ডেপুটি মেয়র কোনও উত্তর দেয় না।" সেই সময় সজল ঘোষ এবং বিজয় ওঝার দিকে তৃণমূল কাউন্সিল অসীম বসু তেড়ে যান বলে অভিযোগ। তাঁর দাবি মেয়রকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা যায় না। এরপরই শুরু হয় বাকযুদ্ধ। তারপর তা গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে, মহেশ শর্মা সহ একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর বিজেপি কাউন্সিলরদের উপর চড়াও হন। মারধরের অভিযোগ ওঠে।

এরপর মালা রায় উঠে বেরিয়ে যান। মেয়র-ডেপুটি মেয়র থামাতে গেলে তাদেরও ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ গণ্ডগোল চলার পর পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়। এই ঘটনা পুরসভার ইতিহাসে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যটাকে গোয়াল ঘরে পরিণত করেছে তৃণমূল। দোসর হয়েছে বিজেপি। ওইখানে মেয়র-চেয়ারম্যান রয়েছেন তাঁরা কী করছিলেন? শুধু লুঠের ব্যবসা চলে।" বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "ওরা এত গালাগালি করেছে কান থেকে রক্ত বেরবে। ওরা মেরেছে। মালা রায় হাউসের মায়ের সমান। হাউসের অভিভাবিকা। তিনি একচোখে দেখছে। আমরা একটা বিতর্কে অংশ নিয়েছিলাম। তার জেরে সরাসরি গায়ে হাত দিয়ে দিল। প্রমাণ করে দেব ওরা কতটাকা চুরি করেছে।" তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসু বলেন, "কাউকে মারা হয়নি। সজল ছোট ভাইয়ের মতো। ওকে মারব কেন? ওকে ভালবাসি। কিন্তু মাঝেমধ্যে ওর মাথা বিগড়ে যায়। কারোর দিকে আঙুল তুললে দেখবেন বাকি চারটে আঙুল আপনার দিকে রয়েছে। আর সবাই মিলে কি মেরেছে ওকে? আর ও সুস্থ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? সবার দরকার নেই। আমি একাই একশো।"

ছুটির দিনে রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের মাঠে মমতা, সঙ্গী দাদা

মাদ্রিদ, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ শুক্রবারই জানা গিয়েছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবিউতে। সেই মোতাবেক শনিবার তিনি পৌঁছে গেলেন স্টেডিয়ামে। দিদির সঙ্গে ছিলেন দাদা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। মমতা ও সৌরভ প্রথমেই ঘুরে দেখেন রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব। ক্লাবের অন্দরেই রয়েছে রিয়ালের ট্রফি ক্যাবিনেট। সেই ক্যাবিনেটের জ্বলজ্বল করছে একাধিক ট্রফি। সৌরভের সঙ্গে সেই ট্রফি ঘুরে দেখেন মমতা। কথা বলেন ক্লাবের অন্যান্য কর্তাদের সঙ্গেও। তারপর সেখান থেকে সোজা চলে যান রিয়ালের নতুন স্টেডিয়াম সান্তিয়াগোতে। স্পেন সফরে শনিবার ছিল মমতার 'ছুটি'র দিন। অর্থাৎ সফরসূচিতে এদিনের পাশে ছিল হলিডে লেখা। কিন্তু শুক্রবারই জানা যায়, মমতা যাবে রিয়ালের ঘরের মাঠ দেখতে। এদিন রিয়ালের ফুটবল পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় লগ্নি আনতে স্পেনে গেছেন মমতা। তাঁর সঙ্গেই গেছেন কলকাতা ময়দানের তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের কর্তারা। বাংলার

ফুটবলকে উন্নতি, কীভাবে করা যায় সেটাও ছিল এই সফরে আলোচ্য বিষয়। গত বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে লা লিগার। সেদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার তেভাজ। বাংলায় আকাডেমি খোলার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। ১২০ বছরের পুরনো ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ইতিহাসের এক অন্যতম নাম। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের ভক্তরা। ভারতেও সেই সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। সেই ক্লাবের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবিউওকেও নতুন করে সাজানো হয়েছে। সেই মাঠেই শনিবার ঘুরে দেখলেন মমতা ও সৌরভ।

অসম্মান লাগলে মাথা ঠান্ডা রাখা সম্ভব না ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা পুরনিগমে অধিবেশন চলাকালীন বিজেপি ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের মধ্যে ঝামেলা। বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের কলারে হাত দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুর বিরুদ্ধে। "যা হয়েছে, তা একেবারেই উচিত নয়", মন্তব্য করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে তিনি বলেন, "অসভ্যতার একটা সীমা আছে। এনাফ ইজ এনাফ। সব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গরিমা আছে। তবে আত্মসম্মানে লাগলে, সকলে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে না। আত্মসম্মান চলে গেলে, সামাজিক সম্মান টেনে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন মাথা ঠান্ডা রাখা সম্ভব হয় না।" ফিরহাদের হাকিমের কথায়, অভিযুক্ত কাউন্সিলর অসীম বসু তাঁর চেম্বারে গিয়েছিলেন। 'দুঃখিত'ও বলেছেন। একইসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, "যে নেত্রীকে আমরা ভগবান বলি, তাঁর সম্পর্কে যা তা বলবে আর মাথা ঠান্ডা করে রাখব, মাথায় বরফ দিয়ে রাখব, হয় না।" একইসঙ্গে ফিরহাদের খোঁচা, "আমাদের সদস্যদের তো এখন বিরোধীদের কাজও করতে হয়। কলকাতার মানুষ এমনিই পুরনিগম বিরোধীশূন্য করে দিয়েছে। ৩-৪ জন আছে। তাঁরাও তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তাঁদের কাজ হচ্ছে, কোনটায় সংবাদমাধ্যম আকৃষ্ট হবে, সেটা করা।" মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দাবি, অধিবেশনে বিরোধীরা তাদের ভূমিকা নিতে পারে না। ব্যক্তি সমালোচনা করে কুৎসার চেষ্টা করে। ফিরহাদের প্রশ্ন, "বাড়ির লোকেরা এরপর কোনও ভদ্রলোকের ঘরের ছেলেকে রাজনীতি করতে দেবে? দমবন্ধ পরিবেশ হয়ে গিয়েছে।" এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, "একটা দমবন্ধ পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে। কখনও এজেন্সিকে দিয়ে ডাকছে। পরে সেটা নিয়েই হাইলাইট করছে। কেস হওয়ার পর ছাড় পেলে এত বছরের যে সামাজিক অসম্মান, তার দাম কে ফেরত দেবে? শুধু খুঁচিয়ে দিয়ে সামাজিক অসম্মান করছে। রাজীব গান্ধির মতো অবস্থা। বোফর্সের চোর, বোফর্সের চোর! পরে দেখা গেল তা নয়। অথচ মানুষটা বেঁচে নেই শোনার জন্য যে উনি নির্দোষ।" ফিরহাদ হাকিমের কথায়, "এই ধরনের কথাবার্তায় সামাজিক অসম্মান ঘটে। পারিবারিক সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয়।" মেয়র বলেন, "এত বছর ধরে সামাজিক অসম্মান। ছেলেপুলের বিয়ে হবে না ভাল জায়গায়। কোন অপরাধে? মানুষ সেবার নেশা ছোটবেলা থেকে, সেটাই সর্বনাশ করেছে আমাদের?"

ওদের পেটে গ্যাস হয়েছিল, বললেন মালা রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশন চলাকালীন বিজেপি ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের গন্ডগোল। বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুর বিরুদ্ধে। পুরনিগমের চেয়ারপার্সন মালা রায়ের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও তিনি সাফ জানান, যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁরাই একমাত্র এর ভাল বিবরণ দিতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "ওদের পেটে গ্যাস হয়েছিল কি না ওরাই ভাল জানবেন।" শুধু তাই নয়, চেয়ারপার্সনের সাফাই, লোকসভা-বিধানসভাতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে। তাই পুরনিগমের এই মারামারি 'ছোট' ঘটনা। আর চেয়ারপার্সনের মন্তব্যের পর আরও দানা বেঁধেছে বিতর্ক। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, যে কোনও আইন সভাতে এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। অন্তত পক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে এমন ঘটনা কি আদৌ ছোটখাটো? এই ধরনের ব্যবহার করার জন্যই ভোট দেওয়া হয় জনপ্রতিনিধিদের? আজ গন্ডগোলের সূত্রপাত নিয়ে বারংবার বিজেপি কাউন্সিলররা অভিযোগ করেন, তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হয় না। আর কিছু বললেও কাজ হয় না। এ প্রসঙ্গে চেয়ারপার্সনের দাবি, "বিরোধীদের কোনও প্রশ্ন-প্রস্তাব থাকে না। তৃণমূলেরই যাঁরা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তাঁরাই প্রশ্ন করেন। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরেই দেখছি বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই নগণ্য। কোনও কিছু জানতে চান না। প্রশ্ন জমা দেন না, প্রস্তাবও জমা দেন না। আমার মনে হয়, তাঁদের ওয়ার্ডের কোনও অভাব অভিযোগ নেই। যদি থাকত তাহলেই উত্থাপন করার চেষ্টা করতেন। সকলকেই বলতে দেওয়া হয়।" এরপর অধিবেশন কক্ষের ঝামেলা প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি সাফ জানান, যাঁরা গন্ডগোল করেছেন সকালে তাঁরা কী খেয়ে বেরিয়েছিলেন তাঁরাই ভাল জানেন। মালা বলেন, "তাঁদের পেটে গ্যাস হয়েছিল কি না তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন।" এখানেই শেষ নয়। এই গন্ডগোল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাফাইয়ের সুরে মালা বলেন, "এই ঘটনা বহুবার হয়েছে। বিধানসভাতে হয়েছে। লোকসভাতেও হয়েছে। সুতরাং এটা যদি মহামারি হয় তাহলে লোকসভাতেও দীর্ঘদিন ধরে এই রোগ রয়েছে। সেখানে কলকাতা পৌরনিগমে ছোট-খাটো ঘটনা যদি ঘটে তাও দেখবেন সকলে।" উল্লেখ্য, এ দিনের ঘটনার পর ইতিমধ্যেই বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ ও তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুকে শোকজ করেন মালা রায়।

'বিরোধী দলনেতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নষ্ট করেছেন!' শুভেন্দুকে নিয়ে অভিযোগ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে একের পর এক নিশানা করলেন রাজ্য সরকাররে দুই মন্ত্রী। এদিন শশী পাঁজা বলেন, "বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এক লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার বঞ্চনা। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা করতে গিয়েছিলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে। কেন্দ্রের সরকার দেখা করেনি। পঞ্চায়েতের আগে নবজোয়ার যাত্রা হয়েছিল। সেখানে বঞ্চনা নিয়ে নানা অভিযোগ আসে। দিল্লিতে কর্মসূচী তাই নেওয়া হয়েছে। শশী পাঁজা আরও বলেন, "বিরোধী দলনেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী নিয়ে বলেছে দেখুন। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট দেখা হওয়া নিয়ে মিম করলেন। তিনি ক্ষতি করলেন। এই বিরোধী দলনেতা আবার বলেন গ্রামের টাকা বন্ধ করে দাও। আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নষ্ট করছেন। এই জন্য আমরা চিঠি দিয়েছি। দিল্লিতে কর্মসূচি করতে চেয়ে বারবার পুলিশকে চিঠি দিয়েছি। যন্তর মন্তরে আমাদের কর্মীরা অবস্থান করতে চেয়ে অনুমতি চেয়েছে। ওরা ভিত তাই অনুমতি দিচ্ছে না। তবে প্রতিবাদ কর্মসূচি চালু থাকছে।" চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "২ অক্টোবর

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে দিল্লিতে বড় কর্মসূচি হবে। আমরা বারবার চিঠি দিয়েছি। দুঃখিত যে আমাদের দিল্লি পুলিশ অনুমতি দেয়নি। কেন্দ্রের সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুলিশ। এতে রাজনীতি আছে। তবে দিল্লিতেই হবে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। রাজঘাটে শ্রদ্ধা জানানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। সব বিধায়ক, সাংসদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থাকবেন। পরের দিন ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে যাব। আমরা আজ চিঠি দিয়েছি তাঁর কাছে। আশা করি ভারতের প্রতিবাদ জানানোর পদ্ধতি মনে রেখে সময় দেবেন।"

ইন্ডিয়া জোটের ভোপালের সভা বাতিল, কারণ নিয়ে তরজায় বিজেপি-কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ইন্ডিয়া জোটের প্রথম সভা মধ্যপ্রদেশে রাজধানী ভোপালে হচ্ছে না। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কমলনাথ শনিবার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। অক্টোবরের গোড়ায় এই সভা হওয়ার কথা ছিল। গত বুধবার দিল্লিতে শরদ পাওয়ারের দিল্লির বাড়িতে ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে ভোপালে প্রথম সভা করার ব্যাপারে সব দল সহমত হয়েছিল। রাজস্থান, ছত্তীসগড়ের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশেও নভেম্বরে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। ভোটমুখী রাজ্য হিসাবেই মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালকে বাছা হয়েছিল রাজ্যের বিজেপি সরকার হটানোর ডাক দিতে। কিন্তু কেন

ভোপালের সভা বাতিল করা হল তার ব্যাখ্যা দেননি কমলনাথ। তিনি বলেন, "এই ব্যাপারে যা বলার কংগ্রেস হাইকমান্ড বলবে।" কংগ্রেসের মধ্যপ্রদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত রণদীপ সিং সুরজেওয়ালাও কারণ জানাননি। তিনি বলেন, "কংগ্রেস সভাপতি খাড়্গের সঙ্গে আলোচনা করে সভার জায়গা জানানো হবে।" ভোপালের পরিবর্তে ভোটমুখী অন্য রাজ্যগুলিতে কি সভা হতে পারে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই সম্ভাবনা কম। আসলে ইন্ডিয়া'র মঞ্চে ডিএমকে সুপ্রিমো এমকে স্ট্যালিন থাকবেন। সনাতন ধর্ম নিয়ে ডিএমকে'র তৈরি বিতর্ক হাতিয়ার করে বাজার গরম করে দিয়েছে বিজেপি। এই অবস্থায় ভোটমুখী রাজ্যে সভা করে সনাতন বিতর্ক টেনে আনতে চাইছে না কংগ্রেস। শনিবার কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানার পর বিজেপি এই ইস্যুতেই কংগ্রেসকে নিশান করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, "কংগ্রেস ভয় পেয়েছে। সনাতন বিতর্কে মুখ দেখাতে পারছে না পার্টি। তাই ভোপালের সভা বাতিল করা হয়েছে।" অন্যদিকে, কংগ্রেস সূত্র মারফ দাবি করছে, মধ্যপ্রদেশের পার্টি এখন ভোটের প্রচারে ব্যস্ত। ভোপালের মতো শহরে মেগা র‍্যালির আয়োজন করতে হলে আরও আগে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল। এখন দলের নেতা-কর্মীদের একটি মেগা র‍্যালির জন্য ব্যস্ত রাখতে চাইছে না রাজ্য নেতৃত্ব।

ট্রেন ভর্তি করে দিল্লিতে? রামলীলা ময়দানে ৫০ হাজার কর্মীর জন্য তাঁবু খাটাতে চায় তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই হুঁঙ্কার দিয়ে রেখেছেন, ট্রেন ভর্তি করে দিল্লিতে লোক নিয়ে যাওয়ার। একুশের মঞ্চ থেকেই সেই সুর বেঁধে

দিয়েছিলেন তিনি। তাহলে কি এবার সত্যি সত্যিই ট্রেন ভর্তি করে লোক নিয়ে দিল্লি যাচ্ছে তৃণমূল? গান্ধীজয়ন্তীতে রাজধানীর বুকে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচির তোড়জোড় অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। পুলিশকে ফের চিঠি পাঠিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। ৫০ হাজার কর্মী ও সমর্থকদের থাকার বন্দোবস্ত করতে চেয়ে দিল্লির দায়রাগঞ্জ থানার ডিপিসিকে চিঠি লিখেছেন সাংসদ। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লির রামলীলা ময়দানে প্রায় ৫০ হাজার কর্মী-সমর্থকের রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করতে চায় তৃণমূল। সেই মতো রামলীলা ময়দানে প্যান্ডেল ও তাঁবু খাটাতে চাইছে তৃণমূল শিবির। এদিকে গান্ধী জয়ন্তীর জন্য হাতে আর বেশি সময় নেই। দু'সপ্তাহ বাকি। এত কর্মী-সমর্থকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করতে, তাই তেড়েফুড়ে আসরে নেমে পড়েছেন ডেরেক ও ব্রায়েনরা। রামলীলা ময়দানে তাঁবু খাটানোর অনুমতি চেয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে ফের চিঠি পাঠালেন তৃণমূল সাংসদ। উল্লেখ্য, একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে আগামী ২ অক্টোবর দিল্লির বুকে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। দিল্লির একাধিক জায়গায় ধরনা কর্মসূচির টার্গেট নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতজন কর্মী-সমর্থকের থাকার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করতে পুলিশের থেকে কোনও সবুজ সংকেত এখনও পাননি তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল শিবির থেকে ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, গান্ধী জয়ন্তীতে দিল্লির বুকে প্রতিবাদ কর্মসূচি হবেই। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে এর আগে কলকাতাতেও দু'দিনের ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, আগামীতে দিল্লিতে গিয়ে প্রতিবাদ চলবে। তারপর একুশের মঞ্চ থেকে দিনক্ষণ ঘোষণা হয়। ২ অক্টোবর দিল্লিতে ধরনা। আর তার জন্য এবার জোরকদমে প্রস্তুতি চালাচ্ছে শাসক শিবির।

কোন কোন আইনে পরিবর্তন আনতে হবে? 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে প্রথম বৈঠক ২৩ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশনে কী নিয়ে আলোচনা হবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। কেন্দ্রের তরফে আলোচ্যসূচি প্রকাশ করা হলেও বিরোধীদের দাবি, 'আসল তথ্য' লুকিয়ে রাখছে সরকার। বিশেষ অধিবেশনের মাঝেই বড়সড় বোমা ফাটাতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। যাবতীয় এই জল্পনার মাঝেই 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে বড় ঘোষণা করা হল। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে প্রথম অফিসিয়াল বৈঠক হতে চলেছে ২৩ সেপ্টেম্বর। এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এক দেশ, এক নির্বাচন নিয়ে জল্পনা শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরই কেন্দ্রের তরফে এই প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আট সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ছাড়াও এই কমিটির সদস্যরা হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যসভার প্রাক্তন

সদস্য গুলাম নবি আজাদ, অর্থ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এনকে সিং, লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল সুভাষ সি কাশ্যপ, আইনজীবী হরিশ সালভে ও সঞ্জয় কোঠারী। লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকেও এই কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলেও, তিনি সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। কেন্দ্রের তরফে এই কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে একই সময়ে দেশে লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন করা সম্ভব কি না, তা যথা সম্ভব দ্রুত খতিয়ে দেখতে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর এই কমিটি প্রথমবার বৈঠকে বসবে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে এই কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন। প্যানেলের সেক্রেটারি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন লিগাল অ্যাফেয়ারস সেক্রেটারি নীতেন চন্দ্র। কেন্দ্রীয় সূত্রে খবর, এই কমিটি প্রথম বৈঠকে এক দেশ, এক নির্বাচনের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংবিধানে কী কী সংশোধনী প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখবে। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ও অন্যান্য আইনগুলিতে কী কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তাও পর্যালোচনা করা হবে। রাজ্যগুলিকেও কোনও নিয়মে সংশোধন করতে হবে কি না, তা খতিয়ে দেখে প্রস্তাবনা পাঠানো হবে। একই সময়ে সমস্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনাস্থা প্রস্তাব, সংসদ মুলতুবি সহ অন্যান্য বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ইস্পাত কারখানা করার ঘোষণায় প্রশ্ন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ শালবনিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইস্পাত কারখানা করার ঘোষণায় প্রশ্ন তুললেন ডেলয়েট এবং প্রাইস ওয়াটারহাউস-দুই বিশ্বখ্যাত পরামর্শদান সংস্থার প্রাক্তন এম ডি তথা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট রূপেন্দ্র নারায়ণ রায়।শনিবার রূপেনবাবু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত কারখানার ঘোষণা করেছেন সৌরভ। তাঁর সাথে একজন নাম না জানা সঙ্গী রয়েছেন। হতে পারে গোয়েঙ্কা বা জিন্দাল বা আগরওয়ালা। কিন্তু কোনো স্প্যানিশ বিনিয়োগ বা সহযোগিতা নেই। আমি ভাবছি কেন মাদ্রিদে ঘোষণা করা হচ্ছে। স্প্যানিশ বিনিয়োগ কোথায়? মিলিয়ন ডলার প্রশ্নঃহ্যামবার্গারে গরুর মাংস কে?প্রসঙ্গত, শালবনিতে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ইস্পাত কারখানা গ।তে চলেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। কাজ খুব দ্রুতই শুরু হবে। ক্রিকেট তারকা, ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি, বাঙালির দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি শুক্রবার তাঁর ' দেখালেন হোটেল ওয়েস্ট ইন মাদ্রিদের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের সভামঞ্চে।

মুম্বইয়ের কুরলায় আগুন লাগল একটি বহুতলে, ৫০-৬০ জনকে নিরাপদে উদ্ধার

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ মুম্বইয়ের কুরলা এলাকায় আগুন লাগল একটি বহুতলে। শনিবার ওই বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। প্রথমেই বহুতলের বিভিন্ন ফ্লোরে আটকে থাকা ৫০-৬০ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৩৯ জনকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল।বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম জানিয়েছে, শনিবার মুম্বইয়ের কুরলা এলাকায় একটি বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। দমকল কর্মীরা সেখানে পৌঁছে বহুতলের বিভিন্ন ফ্লোরে আটকে থাকা ৫০-৬০ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। তাঁদের মধ্যে ৩৯ জনকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল।

গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত ৪

মথুরা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের মথুরায় দিল্লি-আগ্রা জাতীয় সা।কের ওপর গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ বন্ধু-সহ ৪ জনের। শুক্রবার গভীর রাত একটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। অজ্ঞাত একটি গাড়িতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি ধাক্কা মারে, আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৪

ফুটবলমঞ্চে মেসিপুত্রের অভিষেক

মিয়ামি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ বাবা-ছেলের ফুটবলার হয়ে ওঠার উদাহরণ নতুন কিছু নয়। এরকম উদাহরণ অনেক আছে। কখনো বাবার মতন হতে পারে না ছেলে , আবার কখনো বাবাকে ছাড়িয়ে খ্যাতিমান হয়ে উঠেন ছেলে। আর সাফল্য বা ব্যর্থতার সেই পথে হাঁটতে এসেছে মেসির ছেলে থিয়াগোও। আগস্টে হন্টার মায়ামির একাডেমিতে অনূর্ধ্ব-১২ দলে যোগ দিয়েছে লিওনেল মেসির ছেলে থিয়াগো। এবার ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলের হয়ে অভিষেকও হল তার। ম্যাচের তার অভিষেকের মুহূর্তও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যেখানে সতীর্থদের সঙ্গে তাকেও গোল উদ্যাপন করতেও দেখা গেছে।১০ বছর বয়সী থিয়াগো বয়সভিত্তিক দলের একজন হিসেবেই ফ্লোরিডা ব্লু ট্রেনিং সেন্টারের ম্যাচটিতে মাঠে নামে। ফ্লোরিডা ব্লুতে থিয়াগোর অভিষেক হয়েছে ওয়েস্টন এফসির বিপক্ষে। যেখানে তার দল জিতেছে ২-১ গোলে। আজেন্টাইনদের সমর্থকদের মধ্যে দারুণ উচ্ছ্বাস দেখা গেছে তাকে নিয়ে। অনেকেই থিয়াগোকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছে। তাঁদের আশা মেসির পর তাঁর ছেলেও ফুটবলমঞ্চে ঝলক দেখাবে।

১৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রের ডাকে সর্বদলীয় বৈঠক, ১৮-তে বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার। তার আগে ১৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। রবিবার বিকেল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সমস্ত দলের নেতাদের ই-মেইল মারফত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আগেই।সেপ্টেম্বরের ১৮ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর মাত্র ৫ দিনের জন্য বসতে চলেছে সংসদের এই বিশেষ অধিবেশন। অমৃতকালে এই অধিবেশন ফলপ্রসূ হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছে শাসকদল। বিরোধী দলের কাছে কেন্দ্রের আশা, তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা ও বিতর্কে অংশ নেবেন। শোনা যাচ্ছে, ১৮ সেপ্টেম্বর পুরানো বিল্ডিংয়ে বসবে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর নতুন ভবনে স্থানান্তর হবে সংসদের বিশেষ অধিবেশন।সংসদের বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদীয় রাজনীতির ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে স্মৃতি-অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। এই অধিবেশনেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন বিল পেশ করা হতে পারে। এছা।াও অ্যাডভোকেট সংশোধনী বিল, প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ পিরিওডিকালস বিল এই অধিবেশনে লোকসভায় তোলা হতে পারে। উল্লেখ্য, রাজ্যসভায় পেশ করা পোস্ট অফিস বিলটিও এই অধিবেশনে লোকসভায় আনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।।

প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস, স্নায়ুচাপের যুক্তি উত্থাপন পবন খেরার

হায়দরাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ফের একবার বিশ্বের সেরা নেতার শিরোপা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই জনপ্রিয়তা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস। শনিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেছেন, যখন একটি দল এই কৌশলগুলি ব্যবহার করে, তখন আমাদের বোঝা উচিত পরবর্তীতে কী ঘটতে চলেছে। তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) বিশ্বনেতা হযে. ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককে পেছনে ফেলেছেন? ঋষি সুনকের সঙ্গে নির্বাচন লড়তে হবে না। কেন আপনি মার্কিন প্রেসিডেঃট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন? এটি তাদের মধ্যে স্নায়ুচাপের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনছে।বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের অ্যাঙ্করদের বয়কট করা প্রসঙ্গে পবন খেরা বলেছে, আমরা কাউকে নিষিদ্ধ, বয়কট অথবা কালো তালিকাভুক্ত করিনি। এটি একটি অসহযোগ আন্দোলন, সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানো কাউকে আমরা সহযোগিতা করব না...তারা আমাদের শত্রু নয়। কিছুই স্থায়ী হয় না, যদি তারা বুঝতে পারে যে তারা যা করছে তা ভারতের জন্য ভালো নয়, আমরা আবার তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া শুরু করব।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহ এবং যোগী অনেকে

দেহরাদূন, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং যোগী আদিত্যনাথ সহ অনেক নেতা-মন্ত্রীরা।মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনি উত্তরাখণ্ডের উন্নযনে প্রশংসা করার মতো কাজ করছেন। মোদী এক্স-এ পোস্ট করে জানান, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি যুবকদের আশা-আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নের জন্য প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের কামনাও করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, আপনার নির্দেশনায় আমরা উত্তরাখণ্ডকে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে ক্রমাগত কাজ করে চলেছি। উত্তরাখণ্ডের প্রতি আপনার বিশেষ সংযুক্তিঃ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনার সাহচর্য আমাকে সবসময় শক্তিঃশালী উত্তরাখণ্ড গঠনে শক্তিঃ এবং অনুপ্রেরণা জোগায়।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী ধামিকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেবভূমির উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর এই ধরনের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, ধামিকে একজন কঠোর পরিশ্রমী রাজনীতিবিদ এবং একজন দক্ষ বক্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নীতিন গডকরি, স্মৃতি ইরানি, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, ড. মনসুখ মান্ডোভিয়া, গিরিরাজ সিং, জিতেন্দ্র সিং, অর্জুন মুন্ডা, মনোহর লাল খাট্টার, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, দেবেন্দ্র ফড়নবিস, উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রিজেশ পাঠক, প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল, পেমা খান্ডু, সর্বদানন্দ সোনেওয়াল, তরুণ চুগ, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শীমন্ত শংকরদেবের ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি, শ্রীনাম-কীর্তনে মাতাল অসম

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তিঃ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক অসমের আধ্যাত্মিক গুরু শীমন্ত শংকরদেবের শনিবার ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি। এ উপলক্ষ্যে মহাপুরুষের জন্মস্থান নগাঁও জেলার অন্তর্গত বটদ্রবা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সত্র, নামঘর বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত সব সত্র ও নামঘরে ভক্তঃপ্রাণ জনতা মহাপুরুষের গুনানুকীর্তনে মাতাল হয়ে পড়েছেন।গুরু বন্দনায় মুখরিত সত্রনগরী মাজুলির আকাশ-বাতাসও। মাজুলির ভোগপুর, উত্তর কমলাবাড়ি, নতুন কমলাবাড়ি সত্রের চারদিনে নানা কার্যসূচির মাধ্যমে পালিত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের তিরোধান তিথি। মাজুলির ৩৩টি সত্র ও চার শতাধিক নামঘরে আজ শনিবার ভোররাত থেকে চারনাম চৌদ্দ প্রসঙ্গ, খোল-তাল, কীর্তনঘোঁষা, গায়ন-বায়ন, বিহার নৃত্য, ওজাপালি, গুরুদেবের অমর সৃষ্টি ভাওনা, বরগীত ইত্যাদির অমীয় সুরে মুখরিত হয়ে পড়েছে। প্রথমে দিনের কার্যক্রমে ' ভোজনি থাপনি' হিসেবে মূল তিথি পালন হচ্ছে। আগামীকাল রবিবার উদযাপিত হবে ' উৎসব'এদিকে নিম্ন অসমের বরপেটা সত্তেও মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি পালন করা হচ্ছে। গুরুদেবের একান্ত শিষ্য মাধবদেবের স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপেটা সত্রেরও সম্পূর্ণ সত্রীরা রীতি পরম্পরায় শংকরদেবের তিরোধান তিথি মহোৎসব পালিত হচ্ছে।অনুরূপভাবে গোলাঘাটের শ্রীশ্রী আটখেলিয়া বড়নামঘরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তকুল এসে প্রদীপ প্রজ্বলন ও শরাই (পান-তাম্বুলের অর্ঘ্য) অর্চনা করেছেন। শ্রীশ্রী আটখেলিয়া বড়নামঘরে গতকাল রাত প্রায় ১০টা থেকে শুরু হয়েছে পান-তাম্বুলের অর্ঘ্য প্রদান।অন্যদিকে ভক্তিরস অমিয়া সুর গুঞ্জিত হচ্ছে রাজ্যের বস্ত্রনগরী শুয়ালকুচির প্রতিটি নামঘর ও সত্তে। বিশেষ করে শুয়ালকুচির ঐতিহাসিক তথা উত্তর অসমের একমাত্র উদাসীন সত্র ঈশ্বর শ্রীশ্রী হাটি সত্তে দিনজোড়া কার্যসূচির মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে গুরুজনার ৪৫৫-তম তিরোধান তিথি।

প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নেই, সেখানে ফের একবার মোদীজিই বসবেনঃঅমিত শাহ

মধুবনী, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ লালুপ্রসাদ ও নীতীশ কুমারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার বিহারের মধুবনীর ঝঞ্ঝারপুরের এক জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, ২০২৪ সালে নির্বাচন আসছে। আমি বিহারের জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, ২০১৪ সালে আপনারা ৪০ শতাংশ ভোট এবং ৩১টি আসন দিয়ে মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। ২০১৯ সালেও আপনারা ৫৩ শতাংশ ভোট এবং ৩৯টি আসন দিয়ে মোদীজিকে আবার প্রধানমন্ত্রী করেছেন।লালু ও নীতীশকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেছেন, এই জোট স্বার্থপরতার জোট। লালুজি নিজের ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান এবং নীতীশজি প্রতিবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চান। নীতীশবাবু, প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নয়, সেখানে আবার বসবেন নরেন্দ্র মোদীজি। বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে দাবি করে অমিত শাহ বলেছেন, বিহারে লালু-নীতীশের সরকার চলছে। কিন্তু অপহরণ, গুলি, লুটপাট, সাংবাদিক ও দলিত হত্যার ঘটনা প্রতিদিনই বাড়ছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায়.৯৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি আজও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের

বরপেটা (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ নিম্ন অসমের বরপেটায় জনৈক যুবককে খুনের অভিযুক্ত ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। মাত্র এক বছর পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে খুনঘটিত মামলার বিচার প্রক্রিয়া।বরপেটার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি নারায়ণ কুরি যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন তারা ইনজামামুল খান, সাইফুল ইসলাম, দারগ আলি, লাল মাহমুদ, বাদশাহ ফকির এবং ফরুদুল ইসলাম।ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া

অসম বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী বিধায়ককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রর্দশন মন্ত্রী চন্দ্রমোহনের

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ অসম বিধানসভার আজ শরকালীন অধিবেশনের চুতুর্থ দিন বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। কিন্তু তাঁর জবাবি ভাষণ না শুনে উল্টো শোরগোল তুলে তাঁকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করছিলেন বিরোধী নির্দলীয় (রাইজর দল) বিধায়ক অখিল গগৈ। এতে মেজাজ হারিয়ে অখিলের উদ্দেশ্যে উর্ধ্ববাহু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান সংখ্যালঘু কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং বন ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী মন্ত্রী চন্দ্রমোহন। ঘটনাকে দৃষ্টিকটূ এবং অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে বিধানসভায় শোরগোল তুলে জোটবদ্ধভাবে পরিস্থিতি উত্তাল করে তুলেন বিরোধীরা।বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের দেবব্রত শইকিয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক সরকারি তহবিলের ব্যবহার সংক্রান্ত এক প্রশ্ন করেছিলেন। এর জবাব দিচ্ছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। জবাবি ভাষণ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে স্বভাবসুলভ আচরণ করে উত্তরদাতাকে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করতে থাকেন বামনেতা অখিল গগৈ। বক্তব্য পেশে বাধা পেয়ে এক সময় মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মন্ত্রী পাটোয়ারি। তিনি বিরোধী বেঞ্চ, বিশেষ করে অখিলের উদ্দেশ্যে দু হাত তুলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রর্দশন করে কিছু বলছিলেন।এ ঘটনার প্রতিবাদে বিরোধী কংগ্রেসের বিধায়করা চার মিনিটের জন্য সদন থেকে ওয়াকআউট করেন। তাঁদের প্রশ্ন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের ব্যবহারিক প্রমাণপত্র প্রদানে সরকার ব্যর্থ হওয়ার কী কারণ? এর জন্য দায়ী জেলাশাসকদের বিরুদ্ধে সরকার কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি? বিরোধীদের এ সব প্রশ্নের সদুত্তর মন্ত্রী দেননি বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা।মন্ত্রী বলছিলেন, তাঁর বিভাগের জন্য বরাদ্দ তহবিলের ব্যবহার দৈনিক পর্যবেক্ষণ হয়। কিন্তু মন্ত্রী পাটোয়ারি যখন বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন অখিল গগৈ দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, মন্ত্রী খারাপ উত্তর দিচ্ছেন, এর মধ্যে সত্যতা নেই। মন্ত্রী কিছুই জানেন না।অখিল গগৈয়ের অভিযোগ শুনে তেঁতে ওঠেন মন্ত্রী পাটোয়ারি। মন্ত্রী দু হাত তুলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন, ' গগৈ, আপনি আমাকে কিছুই জানি না বলেছেন। আমার অখিল গগৈয়ের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।' পাটোয়ারির এই আচরণের প্রতিবাদ করেন বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া। সদনে একজন সিনিয়র মন্ত্রী কর্তৃক বিরোধী বিধায়ককে এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রর্দশনকার্য পবিত্র বিধানসভার গরিমা ম্লান করেছে বলে একযোগে অভিযোগ তুলেন বিরাধীরা।মন্ত্রী পাটোয়ারির বিরুদ্ধে বিধানসভার অনুশাসন ভঙ্গের অভিযোগে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অধ্যক্ষ বিশ্বজি দৈমারির কাছে অনুরোধ জানান বিরোধী বিধায়করা।

১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা কৌশল যোজনা প্রকল্পের সূচনা, খুশির আবহ কারিগর মহলে

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতীক্ষিত ''বিশ্বকর্মা কৌশল যোজনা প্রকল্প''-র সূচনা হচ্ছে ১৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার। ওই দিন বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন এবং এক্সপো সেন্টারে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই প্রকল্পকে ঘিরে খুশির আবহ দেশের কারিগর মহলে। ১৩ হাজার কোটি টাকার বিশ্বকর্মা যোজনায় দেশের ' কারিগরেরা' ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকিযুক্ত ঋণ পাবেন। এ বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকর্মা যোজনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ঘটনাচক্রে ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। ওই দিনই ১৩ হাজার কোটি টাকার বিশ্বকর্মা প্রকল্প চালু হবে, এই প্রকল্পের ফলে প্রায় ৩০ লক্ষ কারিগর উপকৃত হবেন।এই প্রকল্পে প্রথম দফায় ৫ শতাংশ সুদে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন কারিগরেরা। দ্বিতীয় ধাপে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর বাজেটে ' যোজনা প্রকল্পে'র কথা ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি জানিয়েছিলেন, এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি, কারিগরদের প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও পণ্যের প্রচার কী ভাবে হয়, তা শেখানো হবে।

তৈরি হয়েছে প্রায় ৮.৯ লক্ষ বর্গমিটারজুড়ে, রবিতে দেশ পাচ্ছে ''যশোভূমি''

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির দ্বারকার ''যশোভূমি'' জাতির উদ্দেশে উসর্গ করবেন। তিনি দিল্লি এয়ারপোর্ট মেট্রো এক্সপ্রেস লাইনের সম্প্রসারণেরও উদ্বোধন করবেন। এর মাধ্যমে দ্বারকা সেক্টর টোয়েন্টি ওয়ান মেট্রো পরিষেবা দ্বারকা সেক্টর টুয়েন্টি ফাইভ-পর্যন্ত বাড়ানো হবে। ৮ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গ মিটার এলাকাজু।ে এই ''যশোভূমি'' গড়ে তোলা হয়েছে।বৈঠক, আলোচনা এবং প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য এটি ব্যবহার করা হবে। মূল প্রেক্ষাগৃহে থাকছে ৬ হাজার অতিথির বসার ব্যবস্থা এবং একটি সম্মেলন কক্ষ। কনভেনশন সেন্টারটি ৭৩ হাজার বর্গ মিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে নির্মিত, এতে ১৫টি সম্মেলন কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রধান অডিটোরিয়াম, গ্র্যান্ড বলরুম এবং মোট ১১ হাজার প্রতিনিধি ধারণ ক্ষমতা-সহ ১৩টি বৈঠক কক্ষ।

কাশ্মীরের সন্ত্রাসী উপদ্রব বেড়েই চলেছে, এবার বারামুল্লায় এনকাউন্টারে নিকেশ এক জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীরে বিগত কিছু দিন ধরে জঙ্গিদের উপদ্রব বে।েই চলেছে। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরির হাথলাঙ্গা এলাকায় এনকাউন্টার শুরু হয়।সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও বারামুল্লা পুলিশের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এই এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। ওই এলাকায় সম্ভবত আরও কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তা গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান জারি রয়েছে।

নুহ হিংসায় ফের গ্রেফতারি পুলিশের, এবার পাকড়াও হরিয়ানার কংগ্রেস বিধায়ক মাম্মান খান

গুরুগ্রাম, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ হরিয়ানার নুহ জেলায় হিংসার ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এবার পুলিশের জালে ধরা প।ছে হরিয়ানার কংগ্রেস বিধায়ক মাম্মান খান। গত ৩১ জুলাইয়ের হিংসার ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস বিধায়ক মাম্মান খানকে।নুহ হিংসার ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছিল পুলিশ, সেই এফআইআর-এ ফিরোজপুর ঝিরকার বিধায়কের নাম ছিল। ফিরোজপুর ঝিরকা ডেপুটি পুলিশ সুপার ও বিশেষ তদন্তকারী দলের প্রধান সতীশ কুমার এই গ্রেফতারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মাম্মান খানকে শুক্রবারই আদালতে পেশ করা হবে।

তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানার ৩০টি স্থানে অভিযান এনআইএ-এর

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানার ৩০টি স্থানে অভিযান চালায়। আইএসআইএস রিক্রুটমেন্ট মামলায.শনিবার এই অভিযান চালানো হয়। সেইসব স্থানেই অভিযান চালানো হয় যেখানে সন্দেহজনক বিষয়বস্তুর প্রমাণ পাওয়া যায়।কোয়েম্বাটোরের ২১টি স্থানে, চেন্নাইয়ের ৩টি স্থানে, হায়দ্রাবাদের ৫টি স্থানে এবং টেনকাসির ১টি স্থানে অভিযান চালানো হয়। যেখানে আইএসআইএস-এর সংযোগ পাওয়া গিয়েছে সেইসব স্থানেই অভিযান চালানো হয় শনিবার। কোয়াম্বাটুরে কিছু সন্দেহজনক বিষয়বস্তুর প্রমাণ পাওয়ার পরই অনুসন্ধান শুরু করে এনআইএ।

মহারাষ্ট্রের থানেতে ভাঙা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার হওয়া ২ ব্যক্তির মৃত্যু

থানে, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের থানেতে ডোম্বিবলির বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় যে তিনজন বাড়ির ভিতরে আটকে পড়েছিল তাদের উদ্ধার করা হয়েছে শনিবার। থানে বিপর্যয় মোকবিলা বাহিনীর এক আধিকারিক শচীন দুবে শনিবার এই তথ্য জানিয়েছেন।ডোম্বিবলির ওই বাড়িটি শুক্রবার ভেঙে পড়ে। ঘটনায় ২জনের মৃত্যু হয়েছে। বাড়িটির ধ্বংসাবশেষ থেকে শনিবার তিনজনকে উদ্ধার করেছে থানে বিপর্যয় মোকবিলা বাহিনীর দল। এখনও উদ্ধার অভিযান চলছে। বাড়িটির তিনতলা ভেঙে পড়ে ২ জন অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। ৫৮ বছরের সুনীল লোথিয়াকে বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করার পর শাস্ত্রীনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আর একজনকেও উদ্ধার করে শাস্ত্রীনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়। দুর্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বিকেল ৫টা নাগাদ।

গ্রেটার নয়ডায় লিফট ভেঙে মৃত্যু বেড়ে ৮, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন একজন

নয়ডা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় নির্মীয়মান সাইটে লিফট ভেঙে প।ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮-এ পৌঁছেছে। এখনও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, রীতিমতো মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে সে। শুক্রবার গ্রেটার নয়ডার অম্রপালি বিল্ডার্স-এর একটি নির্মীয়মান সাইটে লিফট ভেঙে পড়ে। শুক্রবারই মৃত্যু হয় ৪ জনের। ৫ জনের চিকিসা চলছিল হাসপাতালে।শনিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন ৫ জনের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজনের চিকিৎসা চলছে। মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮-এ পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, লিফট ভেঙে পড়ার ঘটনায় ১০ জনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে রয়েছে-গিরিধারী লাল কনস্ট্রাকশনের জিএম হরিশ শর্মা, ঋষভ অরোরা, লাভজি, বিকাশ, আদিত্য চন্দ্র এবং মেকানিক্যাল ইনচার্জ রাহুল, সাইট ইনচার্জ দেবেন্দ্র শর্মা, সুনীল, শৈলেন্দ্র এবং অন্যান্য কর্মকর্তা। বিসরাখ থানায় ৩০৪, ৩০৮, ৩৩৭, ৩৩৮, ২৮৭, ৩৪ নম্বর ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ৩০ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৩০ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৩০ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৯শতকরা এবং ৬৬শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টো ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। শুভ দিন হবে
বৃষভ রাশিঃঅতিরিক্তঃ খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। শুভদিন
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি
কর্কট রাশিঃসংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যৌথ ব্যবসায়ে এবং সন্দেহজনক আর্থিক স্কিমে বিনিয়োগ করবেন না। মেজাজ না সামলাতে পারলে পরিবারের সদস্যদের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেলতে পারেন।
কন্যা রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে। ।
তুলা রাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি
বৃশ্চিক রাশিঃভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ মুছে দিয়ে আমাদের কার্যকারিতাকে পঙ্গু করে দেয়- কাজেই এটি আপনাকে কা
ধনু রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। দিনের পরেরভাগে টাকাপয়সার অবস্থার উন্নতি হবে।
মকর রাশিঃপরিশ্রমের বিকল্প নেই। সন্তান হতে পারে আজ
কুম্ভ রাশিঃবন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্তঃ খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। শুভদিন
মীন রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। কিছু মানুষ তারা যা সম্পাদন করতে পারেন তার থেকেও বেশি ইতিবাচক

আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবসে সমুদ্র সৈকত পরিষ্কারে নামল ছাত্র-ছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক উপকূল পরিছন্নতা দিবস। সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় শনিবার এই দিনটি উদযাপন করা হয় গোটা বিশ্ব জুড়ে। গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হল গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণ চত্বরে। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল সেন্টার ফর পোস্ট রিসার্চ অফ সাইন্স দফতরের পক্ষ থেকে এই দিনটি পালন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মঃিদর প্রাঙ্গণ সহ সাগরের সমুদ্র সৈকত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হাত লাগান । মূলত মেলা প্রাঙ্গণ ও কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন স্নান ঘাট গুলিতে যে সকল আবর্জনা রয়েছে সেই সকল আবর্জনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করাতে হাত লাগান ওই ছাত্র-ছাত্রীরা। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করার একমাত্র লক্ষ্য এই ছাত্রছাত্রীদের। এদিনের এই কর্মসূচিতে হাত লাগিয়েছে সাগর ব্লকের বেশ কিছু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ক্রমাগত পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানুষ যদি নিজের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য সচেতন নাহয় তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এই মানবজাতিকে। এই বিষয়ে সাগর ব্লকের সেবা সমিতির সম্পাদক রামকৃষ্ণ দাস বলেন, পরিবেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ বাঁচলে তবেই মানবজাতি বাঁচবে। নাহলে মানবজাতি ধ্বংসের পথে চলে যাবে। আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস আর সেই উপলক্ষে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির প্রাঙ্গন ও গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগিয়েছেন। শুধু

একদিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করলে হবে না। সারা বছর এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে আমাদের সামিল হতে হবে। পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে নিজেদেরকে। মহামানবের সাগর তীরে এই পূণ্য বেলাভূমিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পূন্যার্থীরা এসে ভিড় জমান। মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এই সমুদ্র সৈকত। সমুদ্রকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। এক ছাত্রী রিঙ্কি মন্ডল বলেন, গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকতকে দূষণমুক্ত করার জন্য স্কুল থেকে সকলে মিলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। সঙ্গে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরাও রযেছেন। সমুদ্র সৈকতে জৈব-অজৈব বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেই জৈব-অজৈব বর্জ্য পদার্থ গুলি সুনির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে যাতে সমুদ্র সৈকত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সাধারণ মানুষ সচেতন হলে তবেই বিশ্বকে রক্ষা করতে পারব আমরা। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর কর্মসূচিতে অংশ নেবে পরিবেশকে রক্ষা করতে। আমরা চাই আমাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজ এই মহতী কর্মযজ্ঞে এগিয়ে আসুন।

গঙ্গার জেটি থেকে উদ্ধার দেহ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গঙ্গার জেটি থেকে উদ্ধার দেহ, চাঞ্চল্য হাওড়ায়। হাওড়ায় গঙ্গায় জেটিতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। হাওড়ার বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির বন্ধ জেটি থেকে ওই মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। শনিবার বিকেলে ঘটনার খবর পেয়ে আসে হাওড়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। বন্ধ জেটিতে কিভাবে মৃতদেহ এল সেই নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার স্থানীয় মানুষজন দেহটি দেখতে পান। মৃতের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। দেহটিতে পচন ধরেছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান কয়েকদিন আগে থেকেই দেহটি সেখানে প।ছেিল। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রেজিস্ট্রিকৃত সবাইকে গাছের চারা রোপণের আহ্বান

হাইলাকান্দি (অসম) ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কর্মসূচির জন্য ইতিমধ্যে নির্ধারিত ওয়েব বা অ্যাপ-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রিকৃত সবাইকে আগামীকাল রবিবার গাছের চারা রোপণের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। গাছের চারা রোপণের ফটো অর্থা সেলফি নির্ধারিত ওয়েব এবং অ্যাপ-এর মাধ্যমে আপলোড করার মেয়াদ ২০ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে ফটো অর্থাৎ নির্ধারিত ওয়েব এবং অ্যাপ-এর মাধ্যমে সেলফি ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল চারটার মধ্যে তুলে রাখতে হবে। হাইলাকান্দি জেলায় শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৮ হাজার চারটি গাছের চারা বণ্টন করা হয়েছে। এজন্য জেলায় নির্ধারিত অ্যাপ-এর মাধ্যমে ৮৫ হাজার ৭৬৮ জন ব্যক্তি নির্ধারিত অ্যাপ-এ রেজিস্ট্রেশন করেছেন। রাজ্যে এক দিনে এক কোটি গাছের চারা লাগানোর কর্মসূচি অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনে রবিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৪-টার মধ্যে সম্পন্ন হবে। এদিকে যাঁরা ১১ সেপ্টেম্বরের পর নির্ধারিত অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাঁদেরকে নিকটবর্তী জিপি অফিস অথবা পুরসভা কার্যালয় থেকে চারা গাছ সংগ্রহ করতে প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রীমদ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন শ্রী ডিডওয়ানা নাগরিক সভা তার প্রতিষ্ঠার ৭০তম বছরে প্লাটিনাম জয়ন্তী মহোসবের অংশ হিসাবে হাওড়ার বাঁধাঘাট-সালকিয়ায় অবস্থিত নতুন মন্দিরের প্রাঙ্গণে শ্রীমদ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ আয়োজন করতে চলেছে। অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে সংগঠনের সভাপতি অরুণ প্রকাশ মাল্লাওযাত জানান, প্রতিষ্ঠার গৌরবময় ৭০তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। পতিত-পাবনী, পুণ্য সলিলা ভগবতী, গঙ্গার তীরে অবস্থিত শেঠ বংশীধর জালান স্মৃতি মন্দির, বাঁধাঘাট-সালকিয়ায় প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই কথকতা চলবে । পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি মহারাজ(কোষাধ্যক্ষ জন্মভূমি ট্রাস্ট)-এর কৃপাধন্য শিষ্য হরিশ তিওয়ারি মঞ্চে বসবেন এবং তার শক্তিশালী কণ্ঠে আপনাকে গল্পের স্বাদ দেবেন। অভিবাসী ভামাশাহ নাগোরি পরিবার শ্রীমদ ভাগবত গল্পের প্রধান যজমান। ওম প্রকাশ বাঙ্গার, রাজগোপাল পসারি, ঈশ্বর ধ্যাওয়ালা, দীনেশ ভারুকা, ডাঃ শ্রীবল্লভ নাগোরি, দেবেন্দ্র বাঙ্গার, সম্পত মান্ধনা সহ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যকর্তারা অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে ব্যস্ত।

হকারদের বিক্ষোভ, রণক্ষেত্র হাওড়া স্টেশন চত্বরে

দুরন্ত বাতা, হাওড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রেলের হকারদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল হাওড়া স্টেশন চত্বর। শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। ট্রেনে হকারি করতে বাধা দেওয়ায় অভিযোগ তুলে এদিন হকাররা, ক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। বিভিন্ন জেলা থেকে হকাররা এদিন হাওড়া স্টেশনে জমায়েত করলে সেখানে আরপিএফ তাদের বাধা দেয়। হকারদের হাতাহাতিতে সংঘর্ষ বেধে যায়। আন্দোলনকারী হকারদের আরপিএফ হাওড়া স্টেশন থেকে সরিয়ে দেয়। হাওড়া স্টেশনে হকারদের আন্দোলন নিয়ে হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনা কখনোই মানতে পারছি না। আমি আজই দিল্লি যাচ্ছি এবং রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই বিষয়টি জানাবো।

সপ্তম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হলো হরিপালে

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সপ্তম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো। এবারের শিবিরেও উল্লেখযোগ্য ভাবে মানুষের ভিড়ে লক্ষ্য করা গেছে। দুয়ারে সরকার শিবির শুরু হতেই বিভিন্ন স্টলে লম্বা লাইন পড়ে যায়, বিশেষ করে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য মানুষের ভিড় লক্ষ্য করার মতো। সাথে সাথে লক্ষীর ভান্ডার এবং বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রকল্পে লাইন ছিল লক্ষণীয়। এবারের শিবিরে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নাম অন্তর্ভুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এই স্টলে উল্লেখযোগ্য লাইন না থাকলেও প্রায় ২৭ জন এই পোটালে নাম অন্তর্ভুক্ত করান। পাশাপাশি লক্ষীর ভান্ডারে ৩১৫ জন বার্ধক্য বিধবা ভাতা প্রকল্পে ৩৩০ জনের আবেদন জমা পড়ে। বিশেষ করে দুস্থ মানুষরা বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন পত্র জমা দেন সব মিলিয়ে আজকের এই দুয়ারে সরকার শিবিরে প্রায় ১৯৭৪ জন বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন পত্র জমা করেন। শিবির পরিদর্শনে আসেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী। সহ-সভাপতি বাবলু গায়েন ও নবনির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষগন। শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলে শিবিরে উপস্থিত থেকে মানুষকে পরিষেবা দিতে সহযোগিতা করেন। শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং উক্ত অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় ধাড়া সমগ্র শিবিরটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় লম্বাটে এক প্রাণীকে গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেলো

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলিতে কুমিরের আতঙ্ক। হুগলির হিন্দমোটর উত্তরপাড়া এলাকার গঙ্গায় লম্বাটে একটি প্রাণীকে গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেলো শুক্রবার। হিন্দমোটর বিবি স্ট্রিট ঘাট এলাকায় গঙ্গায় ভেসে থাকতে দেখা যায় একটি লম্বা কাঁটা যুক্ত লেজওয়ালা প্রাণীকে। কুমির আতঙ্ক ছড়ায়। এর আগে কোনদিনও দেখা যাযনি। গত দু-তিনদিন ধরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িযেছে কুমিরের। এর ফলে অনেকেই গঙ্গায় নামতে ভয় পাচ্ছেন। বালি থেকে শুরু করে শেওড়াফুলি পর্যন্ত গঙ্গার পার এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । বিষয়টি প্রশাসন কেউ জানানো হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে আসা এক বাসিন্দা, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন , 'আজকে দেখলাম গঙ্গার কাছাকাছি একটি কুমির ভাসছে। ঘাটে অনেকেই স্নান করে। অনেকেই আজ এই ভয়ে গঙ্গায় নামছেন না। ছোটবেলা থেকে গঙ্গায় স্নান করছি, কোনদিনও দেখা যায়নি এই প্রথম দেখলাম। বনদফতরের বিষয়টির উপর নজর দিক এবং প্রাণীটিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে।' এদিন জলচর চতুষ্পদ প্রাণীটিকে দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। ভয়ে শিবতলা শ্মশান ঘাটে স্নান করতে নামতে চায়নি অনেকে। স্থানীয় পুরসভা প্রশাসন থেকে বন দফতরকে খবর দেওয়া হয় প্রাণীটি কুমির না ঘড়িয়াল তা খতিয়ে দেখার জন্য। ওটি ঘড়িয়াল না কুমির তা এখনও জানা যায়নি।হুগলির বলাগ।রে চর খয়রামারি এলাকায় এক সময় অনেক ঘ।য়িালের দেখা মিলত। এখন তা বিলুপ্ত প্রায়। শিবতলা শ্মশান ঘাটে স্নান করতে নামতে চায়নি অনেকে।স্থানীয় পুরসভা প্রশাসন থেকে বন দফতরকে খবর দেওয়া হয় প্রাণীটি কুমির না ঘড়িয়াল তা দেখার জন্য।

অভিযোগ পেয়েই বাসিন্দাদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করালেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিনা পয়সায় গৃহস্থের বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই জল পৌঁছে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ। পানীয় জলের লাইন দিতে বেআইনি ভাবে টাকা তুলেছিলেন ঠিকাদার। ইচ্ছেমতো কারও থেকে দু'হাজার বা কারও থেকে তিনহাজার টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বিধায়কের কাছে অভিযোগ যায়। অভিযোগ পেয়েই ঠিকাদারকে নিয়ে গিয়ে বাসিন্দাদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করালেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। 'দুর্নীতিগ্রস্ত'-দের বিরুদ্ধে চড়া সুর ছিল বিধায়কের গলায়। যদিও এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। হুগলি জেলার চুঁচুড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের জগুদাসপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দিতে পাইপ লাইন বসাচ্ছে পুরসভা। একই হোল্ডিং নম্বরে একাধিক শরিক থাকলেও তাঁরা এই জল পাবেন বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ, জলের লাইন দেওয়ার নাম ঠিকাদার রসিদ ছাড়াই স্থানীয়দের থেকে টাকা নিচ্ছিলেন। চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে খবর যায়। এরপরই শুক্রবার কাউন্সিলর মৌসুমী বসু, জল দফতরের সিআইসি দিব্যেন্দু অধিকারী ও অভিযুক্ত ঠিকাদার স্বর্ণাভ ঘোষকে নিয়ে জগুদাসপাড়ায় যান অসিত মজুমদার । মানুষের অভিযোগ শোনেন এবং যাঁদের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল সব টাকা নদগে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন। বিধায়কের এই ভূমিকায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। টাকা ফেরতের বন্দোবস্ত করার জন্য তাঁরা তৃণমূল বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই পুরসভার সব কাউন্সিলর ও ঠিকাদারদের নিয়ে মিটিং ডেকেছেন বিধায়ক যদিও এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'ঠিকাদার বললো পাইপ বসাতে টাকা দিতে হবে। পাইপের যা মাপ বললো হিসাব করে দেখলাম আড়াই হাজার টাকা হয়েছে। এরপরই তাঁকে টাকা দিয়ে দিই। রসিদ ছাড়া টাকা নিয়ে গিয়েছে। টাকা ফেরত চেয়েছিলাম দেয়নি। বিধায়ক এসে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করেছেন।' অসিত মজুমদার বলেন, 'জলের লাইন বসানোর কাজ দেখার জন্য একজন নোডাল অফিসার রয়েছেন। কাউন্সিলর রয়েছেন সিআইসি রয়েছেন কেউ জানেনা টাকা নেওয়ার বিষয়ে। চেয়ারম্যান বা পুরসভাতেও কেউ অভিযোগ করেনি। আমি ঠিকাদারকে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছি। গরিব মানুষের পেটে যাঁরা লাথি মারবে, আমি তাঁদের পেটে লাথি মারব।' অন্যদিকে বিজেপি হুগলি জেলার সাধারন সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'তৃণমূলের শাসনে টাকা এভাবেও ওঠে। তাঁর ভাগ যায় নেতাদের কাছে। তবে ঠিকাদার হয়তো এবার না বলে টাকা তুলেছেন। তাই টাকা ফেরতের নাটক করা হল।'

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, তিন বন্ধু ও হোটেল ম্যানেজার গ্রেফতার চুঁচুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ জন্মদিনের পার্টি আছে। বাড়িতে মেয়েকে ডাকতে এসে বলেছিল বন্ধু। ভরসা করে মেয়েকে ছেড়েও দিয়েছিলেন মা-বাবা। কিন্তু, রাত গভীর হলেও মেয়ে ঘরে ফেরেনি। তারপরই পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার। শেষে শহরের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার নাবালিকা। ঘরে ফিরে নাবালিকা জানাল তাঁর উপর যৌন নির্যাতন করেছে তার বন্ধুরাই। পুলিশে দায়ের অভিযোগ। অভিযোগ পেয়েই তিন বন্ধু-সহ হোটেল ম্যানেজারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের ধারা দেওয়ার পাশাপাশি পকসো আইনেও রুজু হয়েচে মামলা। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়াতে। ১৫ বছরের ওই নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা জানান, বুধবার সন্ধ্যায় মেয়েটির এক বন্ধু তাকে ডাকতে আসে। তার বাড়ি কাপাসডাঙা এলাকায়। বাড়িতে এসে জানায়। এক বন্ধুর জন্মদিন আছে। সেই পার্টিতেই যাবে তারা। ভরসা করে মেয়েকে ছেড়েও দেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু, ঘড়ির কাটা ১০টা পেরিয়ে গেলেও ঘরে ফেরেনি ওই নাবালিকা। তাতেই চিন্তা বাড়ে তার পরিবারের সদস্যদের। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও কোনও সুরাহা হয়নি। শেষে চুঁচুড়া থানার দ্বারস্থ হন তাঁরা। মেয়েটির বন্ধুরাই তাকে অপহরণ করেছে বলে সংঃদহ হয় তাঁদের। সেই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশে। পুলিশ অভিযোগ পাওয়া মাত্রই খোঁজখবর শুরু হয়। হানা দেয় চুঁচুড়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি এলাকার একটি নামী হোটেলে। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় নাবালিকাকে। গ্রেফতার করা হয় নাবালিকার তিন বন্ধুকে। তারা সকলেই নাবালক বলে জানা যাচ্ছে। এমনকি তারা নাবালিকার সঙ্গে একই পাড়ায় থাকত। জবানবন্দি নেওয়া হয় নাবালিকার। সেখানেই সে জানায় সে যৌন নির্যাতনের শিকার। হোটেলেই তার সঙ্গে কুকর্ম করা হয়েছে। তার জবানবঃি দ শুনেই হোটেলের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে পকসো আইন। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হচ্ছে।

প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজ্য পরিবহন দপ্তর আসন্ন পুজো পরিক্রমার আয়োজন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজ্য পরিবহন দপ্তর আসন্ন শারোদসবে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করেছে। কলকাতায় আজ রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী পুজো পরিক্রমা ২০২৩ প্রকাশ করেন। অন্যান্যবারের মত এবারও বাসে কলকাতা ও শহরতলীর বিখ্যাত পুজো দেখানোর পাশাপাশি এবার উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট পুজোগুলি জলপথের মাধ্যমে ঘোরানো হবে। জলপথে যাতায়াতে আহেরিটলা সংলগ্ন পুজোগুলি, শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো, কুমোরটুলি পার্ক ও সর্বজনিন জগৎ মুখার্জি পার্কের পুজো সহ উত্তর কলকাতার বিখ্যাত পুজো গুলি দেখানো হবে। এর পাশাপাশি এবার এসি ট্রামে পুজো পরিক্রমা করা হবে। ট্রামে এসপ্লানেড-শ্যামবাজার-এসপ্লানেড-গড়িয়াহাট-এসপ্লানেড রুটে এই পুজো পরিক্রমা হবে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রের খবর। তবে বনেদি বাড়ির পুজো বা বিশিষ্ট পুজো কমিটির পুজো পরিক্রমা তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় পত্র রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে WBTC র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনভীর সিং কাপুর জানিয়েছেন। পুজো পরিক্রমা র জন্য আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বুকিং শুরু হবে বলে তিনি জানান। অনলাইনে www.wbtconline.in এর মাধ্যমে বুকিং করা যাবে। পরিবহন মন্ত্রী বলেন, পুজোর কেনাকাটার জন্য এবারও চলতি মাসেই শপিং স্পেশাল বাস চালানো হবে। এছাড়া পুজোর দিন গুলিতে দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে সারারাত বাস সার্ভিস চলবে।শহরতলী মানুষদের সুবিধার জন্য এই বাস পরিষেবা হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ রেখেই এই বাস পরিষেবা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। পরিবহন মন্ত্রী বলেন, যাঁরা ভিড়ে আসতে চান না অথচ পুজো প্যান্ডেল দেখার ইচ্ছে আছে তাদের ক্ষেত্রে এবং বিদেশি মানুষ দের জন্য এবার প্রথম পুজো শুরুর আগে বিশেষ বাস পরিষেবা দেওয়া হবে।

আধার জালিয়াতির অভিযোগে প্রায় ১ লক্ষ টাকা খোয়ালেন আরামবাগের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ আধার কার্ডকে হাতিয়ার করেই হ্যাক হয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। অজান্তেই তুলে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে লাগাতার আসছে এই খবর। এবার দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে প্রায় ১ লক্ষ টাকা হারিয়ে ফেললেন আরামবাগের এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। অভিযোগ, একবার বা দু'বার নয়, গত একমাস ধরে ৯ দফায় ১০ হাজার টাকা করে ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে মোট ৯০ হাজার টাকা। তাতেই আতঙ্কে তাঁর গোটা পরিবার। আরামবাগের সালেপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকপাট গ্রামে বাড়ি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী পারিজাত পরামানিকের। স্থানীয় একটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কে পেনশনের অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁর।

হ্যাকারদের কবলে পড়ে সাফ হয়ে গিয়েছে সেই অ্যাকাউন্ট। পারিজাতবাবু জানান, প্রতিমাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে তিনি ব্যাঙ্কে পেনশনের টাকা তুলতে যান। সেই টাকাতেই চলে সংসার। বুধবারও সেই কাজে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে। কিন্তু, ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট দেখতেই চোখ কপালে উঠে যায় তাঁর। দেখেন অগস্ট মাসে ৪ দফায় ও সেপ্টেম্বর মাসে ৫ দফায় প্রতিবার ১০ হাজার টাকা করে তুলে নেওয়া হয়েছে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে। তা দেখেই চোখ কপালে উঠে যায় তাঁর। উত্তর দিতে পারেননি ব্যাঙ্ক কর্মীরাও। তাঁর মতে, আধার কার্ড ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতি করেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে টাকা। ইতিমধ্যেই তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। আরামবাগ থানার মাধ্যমে সাইবার পুলিশের কাছেও জানিয়েছেন অভিযোগ। কিন্তু, আদৌও আর টাকা ফেরত পাবেন কিনা এখন তা ভেবেই চিন্তায় দিন কাটছে তাঁর।

মোহরকুঞ্জের সামনে থেকে ভিন রাজ্যের যুবককে অপহরণের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ হাইসিকিওরিটি জোন মোহরকুঞ্জের সামনে থেকে ভিন রাজ্যের যুবককে অপহরণের অভিযোগ। এই ঘটনায় গতকাল গভীর রাতে একবালপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় ২ যুবককে। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ থেকে চিকিৎসা করাতে এসে পরিবারের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় ঘুরতে যান ওই যুবক। দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ, মোহরকুঞ্জের সামনে একা ঘুরছিলেন তিনি। সেই সময় এক যুবক তাঁকে ধাক্কা মারার অছিলায় নিজের মোবাইল মাটিতে ফেলে দেয়। অভিযোগ, এরপর গলায় ব্লেড ঠেকিয়ে মোবাইল সারানোর টাকা দাবি করে। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় গাড়িতে ভিন রাজ্যের ওই যুবককে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। একবালপুরে তাঁকে আটকে রেখে পরিবারকে ফোন করে টাকা দাবি করে। পরিবারের দাবি, অনলাইনে টাকা দেওয়ার পর যুবককে ছেড়ে দেয় দুস্কৃতীরা। এরপর হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানায় ধানবাদের ওই যুবকের পরিবার। তদন্তে নেমে গতকাল গভীর রাতে একবালপুর থেকে ২ জনকে গ্রেফতার করে হেস্টিংস থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হযেছিল, আদালতে সরকারি আইনজীবী আজ জানান - দুজনকে গ্রেফতার করা হযেছে এই মামলায। শহর কলকাতার বুকে এই ধরনের ঘটনা তাও ভিন রাজ্যের এক যুবকের সঙ্গে তাই এর আগে এই ধরনের কোনো কার্যকলাপের সঙ্গে এরা যুক্ত ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখা দরকার আছে। এর পাশাপাশি, আরো একজনের involvement আছে আমরা তদন্ত করে দেখেছি। তাই investigation এর জন্য পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেন আদালতে সরকারি আইনজীবী। এরপর আদালত ধৃত এই ২ জনকে আজ বিকাল ৪ টের সময় .২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সংসদের তহবিল থেকে তৈরি কমিউনিটি হল উদ্বোধন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর

গোপী কিশোর বেরা , নামখানা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের নামখানা ভিডিও অফিস চত্বরে উদ্বোধন করা হলো সংসদ তহবিলের কমিউনিটি হল। এই কমিউনিটি হলে পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং এবং কৃষি দপ্তরের মিটিং সহ যেকোনো সরকারি কাজের জন্য আলোচনা বিষয় সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগবে সেই জন্য এই কমিউনিটি হল তৈরি করা হযেছে। আজ সকালে এই কমিউনিটি হল উদ্বোধন করলেন সাগর বিধানসভার বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ফ্রিতে কেটে শুভ সূচনা করেন, সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সহ-সভাপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি এবং নামখানার যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রমিক ঘোষ ও নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস সহ অন্যান্য আধিকারিক গনেরা উপস্থিত ছিলেন। এই কমিউনিটি হল তৈরি করা জন্য রাজ্য সভার সংসদ দোলা সেনের তহবিল থেকে ৭ লক্ষ টাকা এবং আরো একজন রাজ্যসভার সংসদ এর তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা মোট ১১ লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরি হয়েছে এই কমিউনিটি হল এমনটি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়।

হুগলির বৈঁচিতে জিটি রোডের কাছে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ একজনের বাইকের পিছনে বসেছিল বন্ধু, একজনের স্ত্রী। হুগলির বৈঁচিতে জিটি রোডের কাছে বাইক দুটি মুখোমুখি হতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ। প্রাণ গেল দুই যুবকের। রাত ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বৈঁচি জিটি রোডে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বন্ধু প্রদীপ স্বর্ণকারকে নিয়ে শেখ হায়দার নামে এক যুবক পান্ডুয়া থেকে বৈঁচি ফিরছিলেন। অন্যদিকে সাহানিপাড়া থেকে জিটি রোডে উঠছিলেন দেবব্রত শর্মা। বাইকের পিছনে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অর্পিতা শর্মা। জিটি রোডে উঠতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি বাইকের। গুরুতরভাবে জখম হন চারজনেই। রক্তে ভেসে যায় রাস্তা। এলাকার বাসিন্দারাই তাঁদের উদ্ধার করে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও ততক্ষণে প্রাণবায়ু শেষ হয়ে গিয়েছে শেখ হায়দার (৩০) ও দেবব্রত শর্মার (২৬)। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে প্রদীপ স্বর্নকার ও অর্পিতা শর্মাকে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সূত্রের খবর, হায়দার কুয়েতে জুয়েলারির কাজ করতেন। সপ্তাহ দুয়েক আগে বাড়ি ফিরেছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধু প্রদীপকে নিয়ে গিয়েছিলেন পাণ্ডুয়া। সেখান থেকে বৈঁচি স্টেশন রোডে ধরে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ঘটে যায় এ ঘটনা। অন্যদিকে দেবব্রতর বৈঁচি তে রয়েছে ফাস্ট ফুডের দোকান। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সেখানেই যাচ্ছিলেন বলে খবর। মৃত্যুর খবরে দুই যুবকের পরিবারেই শোকের ছায়া।

সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি জন্য কমিটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি সহ তাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি তৈরি করেছে। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক দপ্তরের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত দশ সদস্যের এই কমিটিকে সচিবালয, ডাইরেক্টরেট, আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত কর্মীদের পদোন্নতি সহ অন্যান্য বিষয়গুলি দেখে ছয় মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলে অষ্টম স্বচ্ছতা পাখওয়াদা অনুষ্ঠান

গোরখপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ অষ্টম স্বচ্ছতা পাখওয়াদা উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর দফতর, গোরখপুর এবং লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জতনগর বিভাগে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ০২ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত আয়োজিত হচ্ছে, যার প্রথম দিন ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, গোরখপুর জংশনে। স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসি। মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমনের প্রধান আতিথেয়তায় লাউঞ্জের কাছে পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । এ উপলক্ষে মহাব্যবস্থাপক শ্রী রমন উপস্থিত রেলের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারণকে পরিচ্ছন্নতার শপথ পাঠ করান এবং পরিচ্ছন্নতা র‍্যালির পতাকা তুলেন। পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যদের দ্বারা পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তি করে একটি অনুপ্রেরণামূলক পথ নাটক 'তৌবা গন্দগি অর প্লাস্টিক' মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, যা সকলেই প্রশংসিত হয়েছিল।

জয়নগরে পরিবেশ বাঁচাতে পড়ুয়াদের হাতে পরিবেশ বান্ধব পেন তুলে দেওয়া হলো

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,১৬ সেপ্টেম্বর ঃ জয়নগর শ্রীকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশবান্ধব পেন তুলে দেওয়া হলো স্কুল পড়ুয়াদের হাতে। পরিবেশ বাঁচাতে ও প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে পরিবেশ বান্ধব পেন তৈরি করা হয় জয়নগর শ্রীকৃষ্ণ স্কুলের তরফে। আর সেই পেন এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হল।এদিন এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,স্থানীয় কাউন্সিলার মধুমিতা পাল, প্রাক্তন কাউন্সিলার দেবাশীষ পাল, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপঙ্কর মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার পরিবেশ বাঁচাতে এই ধরনের উদ্যোগের পাশাপাশি পৌরসভার অন্যান্য স্কুলগুলি এগিয়ে এসে পরিবেশ বান্ধব এই ধরনের পেন তৈরি করে পরিবেশ বাঁচাতে সহায়তা করুক এটাই চান। পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল এই ধরনের পেন ব্যবহারের পরে কি করতে হবে তা তুলে ধরেন পড়ুয়াদের সামনে। এই স্কুলে বর্তমানে ৬৫১ জন ছাএ ছাত্রী আছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮৮ সংখ্যা, রবিবার, ৩০ ভাদ্র ১৪৩০

অন্তর্বর্তী উপাচার্যরা ক্রীতদাস?

সম্পাদকীয় ১

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী হ্যাণ্ডেলে বলেছেন যে অন্তর্বর্তী উপাচার্যেরা ক্রীতদাস। কারণ এই সসব অন্তর্বর্তী উপাচার্যরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানে সঙ্গে দেখা করেছিলেন এমনকী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেছেন তাঁরা। সেই জন্যই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পাঁচ অন্তর্বর্তী উপাচার্যকে ক্রীতদাস। ক্রীতদাস কে নয়? বলতে গেলে সবাই ক্রীতদাস। যারা চাকরি করেন তারা কি ক্রীতদাস নয়? তাদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। চাকরি থেকে যে কোনও অজুহাতে এখন বহিস্কার করতে পারে কোম্পানির মালিক। তার ফলে যারা চাকরি করতে এসেছেন তারা কিন্তু বলতে গেলে ক্রীতদাসই। তবে অতীতের ক্রীতদাসের মতো নয়। ক্রীতদাস প্রথা দূর করে দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন। তিনি ক্রীতদাস প্রথা দূর করে ছিলেন বলেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আফ্রিকা দেশের মতো ক্রীতদাস বাংলায় নেই। বাংলার যারা চাকরি করেন তারা মালিকের কথা শুনে চলে বটে। তবে কাজ না পছন্দ হলে কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং অন্য কোথাও কাজ নিতে পারে। তাতে কোনও বাধা নেই। আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই ব্যবস্থায়। যারা চাকরি করে তাদেরকে সুবিধা দেওয়া এবং শ্রম আইন মেনে চলতে হয় কোম্পনির মালিকদের। তবে দেখতে পাওয়া যায় যে শ্রমিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। কৃষকদের ওপরে জোর জুলুম করতে শুরু করে দিয়েছে আড়তদাররা। বলতে গেলে যারা পরের অধীনে কাজ করে তারাই কিন্তু ক্রীতদাস। তবে অতীতের অর্থে ক্রীতদাস নয়। স্বাধীন মত নিয়ে কাজ করতে পারে। কারোর ওপরে জোর খাটানো চলে না। কারোর ওপরে জোর খাটাতে গেলে সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন বেসরকারিকরণ এসে গিয়েছে। বহু সেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। সেই সব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কারোর কোনও কথা বলতে শোনা যায় না। সব কথা শুনতে হয় যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যের দিকে গেলে কাটা পড়তে হবে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে গেলে কাটা পড়তে হবে। একটা দেহকে দুই ভাগে কাটা পড়ে থাকে। দেহের একটি অংশ রাজ্যের আর একটি অংশ কেন্দ্রের। এই এখন বাংলার শিক্ষার রাজনৈতিক হাল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী একজন পড়াশুনা ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে এই ধরনের শব্দ শোভা পায় না। এদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন তিনি রাজনীতির দিক দিয়ে বলেছেন। তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। কোনও রকমভাবে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে এই কথা বলেননি। বিজেপি দল শিক্ষায় গৈরিকীকরণ করার চেষ্টা করছে। বিজেপি দল দেশের আসল ইতিহাসকে একেবারে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন বিজেপি দল দেশের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। যেসব ইতিহাস এতকাল ধরে চেপে রাখা হয়েছিল তাদের কথা কেউই জানতো না। রানা প্রতাপ, শিবাজীর বীরত্বের কথা খুবই কম করে উল্লেখ ছিল ইতিহাসের পাতায়। বিপ্লবী অরবিন্দের কথা কম করে বলা ছিল। রাসবিহারী বোসের কথা কম করে ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরা হয়েছিল। ভারতকে স্বাধীন করতে বহু রক্ত দিতে হয়েছে তার ইতিহাসকে প্রকাশ করতে এখন কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মন্দির রাজনীতিতে ব্যস্ত গেরুয়া শিবির!

সম্পাদকীয় ২

১৯৫২ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস্তপের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে নেহরুর আপত্তি এবং অসহযোগিতার নিয়ে সরব রয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সব মিলিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নেহরু মন্দির মতাদর্শ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের কানহাইয়া কুমার মুন্সি তাঁর 'প্রিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম' বইটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য। তিনি বলেছেন, নেহরুর ভারতীয়ত্ব ছিল ইউরোপের চোখে দেখা ভারত। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভগবতগীতার আদর্শকে থেকে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় থেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা। পণ্ডিত নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শে ওপরে ভিত্তি করে নতুন ভারত গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার ফলে পণ্ডিত নেহরু কোনও সময়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতেন না। তিনি যেমন সোমনাম মন্দির ধ্বংসের প্রাচীন ইতিহাসকে সামনে নিয়ে একে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উস্কানি দিতে চাননি, ঠিক তেমনি তিনি আবার শিল্প কলকারখানার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে এগুলোকে এক একটি মন্দিরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে বাঁধ নির্মাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঠিক সেই রকম অটল বিহারী বাজপেয়ী আইটি পার্ক এবং সফট ওয়্যারকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে কোনও আলাদা করে ধর্মীয় আবেগ দেখা দেয়নি। কানাহাইয়া লাল মুন্সীর বইটিকে উল্লেখ করে আরআসএসের যুগ্ম সম্পাদক আরও বলেছেন, সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়ে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে সেই স্থানে যেতে নিষেধ করেছিলেন নেহরু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর কথাকে অগ্রাহ্য করে সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও রকমভাবে মন্দির নির্মাণ কাজে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি চাননি।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

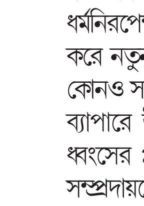

কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত তাঁর নাম করতেন। তাঁর রচিত গান শুনতেন। নরেনকে প্রায় বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড্ড ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তিগীতি গান ধররে নরেন।

স্বদেশ প্রেমিক কবি দাদাঠাকুরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ব্রিটিশদের কোপে

রবীন্দ্র কুমার শীল

দাদাঠাকুর বসবাস করতেন জঙ্গিপুরে। তাঁর সম্পাদনায় সেখান থেকে জঙ্গিপুর সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। এই 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ইংরেজ আমলে বেশ কয়েকবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য। 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর ওপরে ইংরেজ শাসকদের কড়া নজর ছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দাদাঠাকুর তার মধ্যে বেশ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে ইংরেজ শাসকদের শাসন ব্যবস্থার দিকে তাক করে গোলাগুলি বর্ষন করতেন। ইংরেজ শাসকদের কোপে পড়েছিল এই পত্রিকাটি। বেশ কয়েকবার জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ বন্ধও করে দিয়েছিল সরকার। কিন্তু দাদাঠাকুর সরস প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ডইংলেরজ সরকার জঙ্গিপুর সংবাদকে প্রকাশ করার অনুমতি দেয়। সুভাষচন্দ্র বোস এই সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন। নির্মল চন্দ্র চন্দ্রও দাদা ঠাকুরের জঙ্গিপুর সংবাদ পড়তেন। কলকাতায় আসলেই দাটাঠাকুর নির্মল চন্দ্র চন্দ্র বাড়িতে এসে উঠতেন এবং বসবাস করতেন। তাঁর জন্য একটি ঘর এবং খাবার বরাদ্দ ছিল। দাদা ঠাকুরের জীবদ্দশায় নলিনীকান্ত লিখিত 'দাদাঠাকুর' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬১ সালে প্রযোজক শ্যামলাল জালান দাদাঠাকুর ছবিটি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 'দাদাঠাকুর' ছবিটি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রাহক ছিলেন বিভূতি চক্রবর্তী। সম্পাদনায় ছিলেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন সেন। শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন সত্যেন রায়চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য গায়ক ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিশ্বজিৎ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, ছায়াদেবী, সুলতা চৌধুরী, শ্যাম লাহা, জীবেন বোস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। ১৯৬৩ সালে 'দাদাঠাকুর' ছবিটি রাষ্ট্রপতির 'স্বর্ণকমল' পুরস্কার লাভ করে। এই ছবিটি মুক্তি লাভ করেছিল ১৯৬২ সালে। দাদাঠাকুর জীবিত অবস্থায় এই ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু দাদাঠাকুর এতে কিন্তু খুব আনন্দলাভ করেননি। তিনি বলতেন, জীবিত দাদাঠাকুরের চেয়ে ছবির দাদাঠাকুর বেশি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। আসল দাদাঠাকুরের মান পড়তে শুরু করেছে।

দাদাঠাকুরের কথা লিখতে গিয়ে বাংলার সবচেয়ে সর্বকালের সেরা মনীষীর কথা এই মূহুর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর যেভাবে নিজের জীবন দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গিয়েছেন সেটাকে গ্রহণ করেছিলেন জঙ্গিপুরের দাদাঠাকুর। কোনও দিন কথার খেলাপ তিনি করেননি। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। সবাইকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জীবনে বহু কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা তিনি কাউকে বলেননি। তিনি অসাধারণ কায়িক পরিশ্রম করতে পারতেন যা বিদ্যাসাগর করতে সক্ষম ছিলেন। স্বদেশ প্রেমিক বাংলার ভোট রাজনীতি নিয়ে দাদাঠাকুর বহু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি একটি

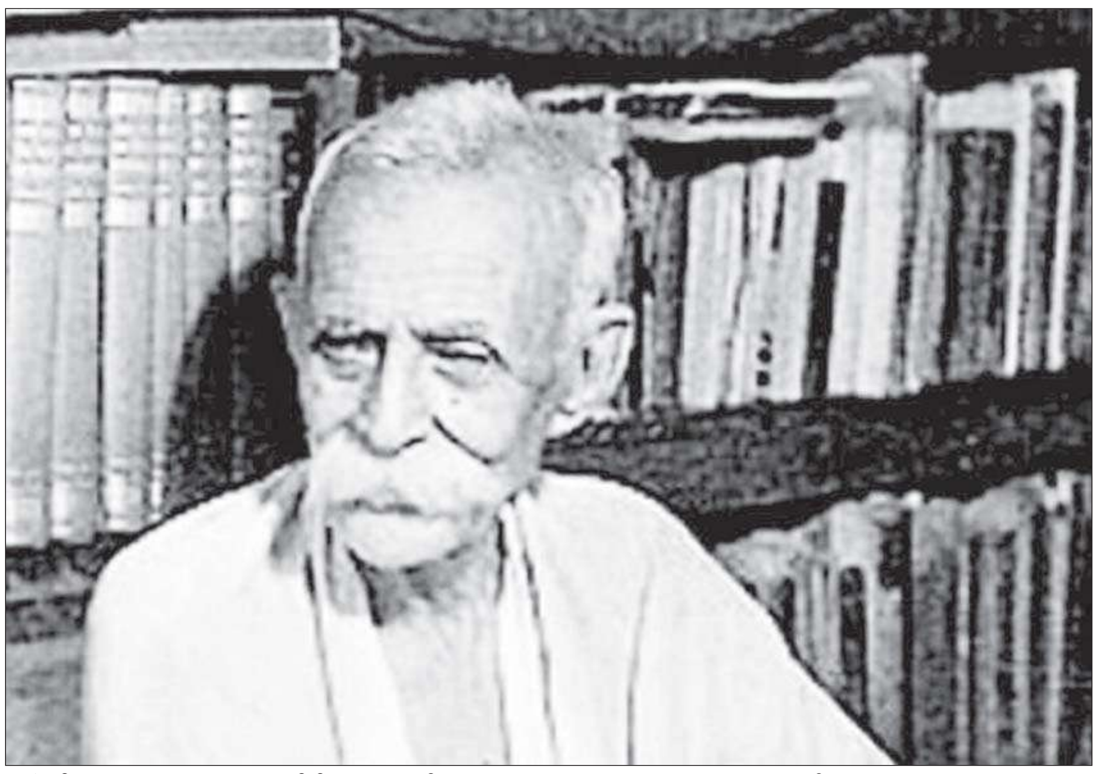

ভোট নিয়ে গানও রচনা করেন। ব্রিটিশ যুগে ভারতের শাসন কর্তা ব্রিটিশরা হলেও তারা কিন্তু আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে। তখন কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলররা নিজেদের নিজেদের ওয়ার্ডে কাজ করতেন। ছিল জেলা প্রশাসন দফতর। সেখানে চেয়ারম্যান নামে একটি পদ তৈরি করা হয়েছে। জেলার উন্নয়নের জন্য চেয়ারম্যান সব কিছু দেখভাল করতেন। তিনি জেলার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইংরেজরা শুধু দেশের দেশের প্রশাসনিক শাসন ক্ষমতার ধারক এবং বাহক ছিলেন। বাকি কাজ করতো নির্বাচিত দেশিয় প্রতিনিধিরা। ইংরেজ আমলে বাংলায় যত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে তা করেছে দেশিয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। সেখানে কিন্তু ইংরেজরা কোনও রকমভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। তারা শুধু দেখভাল করার দায়িত্বে ছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরা প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তারাই আইন বলবৎ করতেন এবং জেলার প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে জেলাকে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব নিতেন। জেলার উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থায় যাতে কোনও গলদ না থাকে তার জন্য নেটিভদের কাছে ব্যবহার করতেন সাহেবরা। আসলে সাহেবরা নেটিভদের দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তখন ভোট হতো। ভোট করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা হতো। সেই ভোট গ্রহণে সরাসরি অংশ গ্রহণ না করে গান রচনা করে গিয়েছেন দাদাঠাকুর। ভোট নিয়ে যে গান রচনা করে আজও তিনি অমর হয়ে রয়েছেন সকলের মনে। ব্যঙ্গ রসিকতা করতে ভালোবাসতেন দাদাঠাকুর। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্থানীয় বাসিঃদা কার্তিকচন্দ্রের ওপরে তিন আনা বদলে ছয় আনা কর দেওয়ার কথা বলা হয় তিন মাস অন্তর। তিন মাসে ছয় আনা পুরসভার ট্যাক্স দিতে হবে কার্তিকচন্দ্রকে। কার্তিকচন্দ্র এর প্রথাগত শিক্ষা ছিল না বলা যেতে পারে। কিন্তু সে ছিল পরোপকারী, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী। পুরসভার ওপরে গালমন্দ করতে শুরু করলে দাদাঠাকুর তাঁকে পরামর্শ দিল যে চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত করতে। দাদাঠাকুরের কথা শুনে কাঁপতে শুরু করলো কার্তিকচন্দ্র। কার্তিকচন্দ্র যখন বারবার দরখাস্ত করে তাঁর কর মকুব করলেন না চেয়ারম্যান যখন দাদাঠাকুর ঠিক করে ফেললেন যে কার্তিককে জঙ্গিপুরের চেয়ারম্যান করে ছাড়বেন। তখনকার আইনানুযায়ী যারা দেড় আনা টাকা করে কর দেয় তারা চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার অধিকার অর্জন করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও চলবে। কার্তিকের ট্যাক্স যেহেতু দেড় টাকা বেড়ে গিয়েছে তাই সে পদের জন্য সে প্রার্থী হওয়ার অধিকারী। দাদাঠাকুর কার্তিককে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রার্থী করে দিলেন। এদিকে পুরসভার উচ্চবর্ণ এবং অভিজাতদের কর্তাদের মাথায় হাত। কোনওদিন যে এরজন চানাচুরওয়ালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হবে সেটা কিন্তু তারা কল্পনা করতে পারেনি। তাদের মান সম্মান ধুলায় একেবারে লুটিয়ে যাবে সেই দিকে চিন্তাভাবনা করে তারা কার্তিকের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পেছনে দাদাঠাকুর মতো অমিত শক্তিশালী প্রতিভাধর ব্যক্তি রয়েছেন তখন তার খুঁত ধরবে কে? সুতরাং লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। দাদাঠাকুরের পরামর্শ মতো কার্তিক লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোট চাইতে শুরু করে দিল। দাদাঠাকুরের কথা মতো কার্তিক সবাইকে ভরসা দিয়েছিলেন যাদের পুর কর বেড়েছে তাদের কর কমিয়ে দেবে। বছরে এত কর দিতে হবে না গরিব পরিবারদের। দাদাঠাকুরের বলে দেওয়া কথাগুলো কার্তিক প্রচার করতে শুরু করলো। প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় কার্তিক তার সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী মিছিল করা করে তাকে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করতো। দাদাঠাকুর নির্বাচনী মিছিলের জন্য একটি গানও রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই বিখ্যাত গানটি হচ্ছে- 'ভোট দিয়ে যা আয় ভোটার আয়, মাছ কুটলে মুড়ো দিব, গাই বিয়োলে দুধ দিব, দুধ খেতে বাটি দিব, সুদ দিলে টাকা দিব, ফি দিলে উকিল হব চাল দিলে ভাত দিব, মিটি-এ যাব না, অবসর পাব না, কোনো কাজে লাগবো না, যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।' বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন অভিনব প্রচারে কার্তিকের তো কপাল খুলবে। ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে জঙ্গিপুর পুরসভার নির্বাচন সে বারে জয়ী হল চানাচুরওয়ালা কার্তিক। গাঁয়ের তেলেভাজার দোকানদার, হতদরিদ্র কার্তিক হল জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালের চেয়ারম্যান। সব কমিশনারদের মাথায় হাত পড়ে গেল। তাদের পাশে বসবে অশিক্ষিত কার্তিক। সবাই একযোগে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের কাছে গিয়ে নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানালো। তার ফলে নির্বাচনে জয়ী হয়েও ক্যালকাটা গেজেটে কার্তিকের নাম বের প্রকাশ হল না। সব দেখে শুনে দাদাঠাকুর সোজা কলকাতায় এসে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। মরা কুকুরের গল্প থেকে শুরু করে ট্যাক্স বাড়িয়ে কার্তিকের মতো গরিব মানুষকে নির্যাতন করা ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনা করলেন দাদা ঠাকুর। বিষয়টি অনুধাবন করে কমিশনার আদেশ দিলেন কার্তিকের নাম গেজেটে প্রকাশ করতে। দুই দিন পরে গেজেটে কার্তিকের নাম প্রকাশিত হলো। দাদাঠাকুর এক কপি কিনে জঙ্গিপুরে ফিরলেন। দাদাঠাকুর গেজেটটি কার্তিকের নাম প্রকাশ পেয়েছে শুনে সে সোজা দাদাঠাকুরের পায়ে প্রণাম করলেন। দাদাঠাকুর তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে দর্প করে যেসব পুরকর্তারা তখন ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের সঙ্গে নিরক্ষর এক তেলেভাজার দোকানিকে সমমর্যাদার আসনে বসিয়ে মনুষ্যেত্বের গরিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন দাদাঠাকুর। শুধু নিজের নামটা সই করতে পারতো কার্তিক। কার্তিক নিজের নাম সই করে শুধু নিচে লিখে দিত জং মং কং অর্থাৎ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনার। এইভাবে একজনকে মাটি থেকে টেনে নিয়ে এসে পুরসভার আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন দাদাঠাকুর।

বাংলায় লগ্নি আনছেন সৌরভ

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলার জন্য লগ্নি নিয়ে আসছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি যদিও ত্রিপুরার ব্রাণ্ড অ্যাম্বাসাডর। কিন্তু তবুও নিজেদের বাংলার জন্য ইস্পাত শিল্পকে মেদিনীপুরে স্থান দেওয়ার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছেন। স্পেনের মাদ্রিতে শিল্প বাণিজ্য বৈঠকে তৃতীয় ইস্পাত কারখানা তৈরি করার ব্যাপারে সেখানকার শিল্পপতিদের রাজি করিছেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০০৭ সালে একটি ছোট ইস্পাত কারখানা বাংলায় চালু হয়েছিল। এবারে কিন্তু একটি বড় ইস্পাত কারখানা তৈরি হতে চলেছে। আগামি ছয় মাসের মধ্যে একটি নতুন ইস্পাত কারখানা মেদিনীপুরে চালু হয়ে যাবে বলে মনে করছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ একটি ইস্পাত কোম্পানির বিপণন দূত। সেই সূত্র ধরে ইস্পাত শিল্পপতিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এবারে মাদ্রিতে ইস্পাত শিল্পপতি মেদিনীপুরে শালবনিতে একটি ইস্পাত কারখানা তৈরি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাকে সার্থক রূপ দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকার থেকে জানানো হয়েছে। ক্রিকেট খেলার থেকে অবসর নিয়েই তিনি শিল্প গড়ার কাজে মন দিয়েছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মিলে ইস্পাত শিল্পে লগ্নি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আসানসোল এবং পাটনার পরে এবারে মেদিনীপুরের শালবনিতে একটি ইস্পাত শিল্প কারখানা তৈরি হবে। শালবনিতে ইস্পাত কারখানা গড়তে ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চাকরি পাওয়ার সুযোগ থাকবে ছয় হাজারের। স্পেন সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর সঙ্গী হয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সকলের ধারনা ছিল সৌরভ ফুটবল খেলাতে উন্নত করতে স্পেনে গিয়েছেন। কিন্তু সৌরভের খেলাকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে ইস্পাত জগতে প্রবেশ করাটা সকলের কাছে আশ্চর্য লাগতে শুরু করেছে। সৌরভকে বিজেপি দলে টানার চেষ্টা করেছিল। তৃণমূল কংগ্রেসও বাদ যায়নি। তবে সৌরভ

বেশ কৌশল করে তিনি রাজনীতির জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এখনও তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন আমি খেলার জগতে মানুষ। দলীয় রাজনীতিটা আমি বুঝি না। ত্রিপুরা রাজ্যের দূত হলেও তিনি বাংলায় যাতে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠতে পারে তার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ত্রিপুরা বাংলা থেকে বেশি দূর নয়। মেদিনীপুরে শালবনিতে ইস্পাত কারখানা উৎপাদন শুরু হলে তার সুফল ভোগ করতে পারবে ত্রিপুরা থেকে শুরু করে ভারতের সব রাজ্যগুলি। শুধু মাত্র বাংলা এই ইস্পাত শিল্পের সুফল ভোগ করবে তা নয়। সারা ভারত এই ইস্পাত শিল্পের সুফলকে ভোগ করতে পারবে। স্পেনের শিল্পপতিদের বাংলার আগামি শিল্প সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পেনের শিল্পপতিরা বাংলার শিল্প সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলায় ইস্পাত শিল্প হবে আর কাচা মাল বাংলা থেকে স্পেনে যেতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শিল্প লেনদেন বৃদ্ধি পেতে পারে স্পেনের সঙ্গে বাংলার। বাম আমলে শালবনিতে জিঃদাল গোষ্ঠী অব্যবহৃত জমি ফেরত দিচ্ছে বাংলা সরকারকে। তার ফলে সেখানেই এই ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ডেউচা-পাঁচামিতে কয়লা খনি হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। গভীর সমুদ্র বন্দর রয়েছে। চন্দ্রযান মিশনের বিজ্ঞানীদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশই হচ্ছে বাংলার ছেলে। মেধার অভাব নেই। সামাজিক সুরক্ষা সেখানে রয়েছে। ভারতের চতুর্থ বড় অর্থনীতি হচ্ছে বাংলা। স্পেনের বস্ত্র শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার বস্ত্র শিল্পের জগত জোড়া নাম রয়েছে। বাংলার বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে মেলবন্ধন করে যদি বস্ত্র শিল্পের উন্নতি করা যেতে পারে তাহলে ব্যবসায়িক লাভ হবে বাংলার। নদিয়া, বাঁকুড়ার বস্ত্র নিদর্শন দেখানো হয়েছে সেখানকার বস্ত্র শিল্পপতিদের। মুর্শিদাবাদের সিল্কও দেখানো হয়েছে। বাংলার বস্ত্র শিল্পের নিদর্শন দেখে সেখানকার শিল্পপতিরা বাংলার বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগামি বাংলার শিল্প সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলার শিল্প উৎপাদন স্থানগুলি পরিদর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। টেম্পে গ্রুপো ইণ্ডিটেক্সকে সুলভে ১০০ একর জমি এবং অন্যান্য সহযোগিতা দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে জানতে পারা গিয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে বড় দিনের আগেই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। স্পেনের শিল্পপতিদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষন ব্যক্তি ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি একজন বিশ্বখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সেটা স্পেনের শিল্পপতি জানতেন। স্পেন ফুটবল খেলায় এগিয়ে রয়েছে। তারা বিশ্ব মানের খেলোয়াড় তৈরি করে। শিল্পের দিক দিয়ে স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলে আগামি দিনে ভারতীয় ফুটবল জগতে স্পেনের খেলোয়াড়দের খেলতে দেখা যাবে। তখন ভারতীয় ফুটবলের নাম ক্রমশ উন্নতি লাভ করতে থাকবে। ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলাকে উন্নতি করার ব্যাপারে সৌরভ ইতিমধ্যে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি ইডেন উদ্যানকে বিশ্ব কাপ খেলার উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তুলেছেন। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে উন্নতি করতে তিনি বাংলার ক্রীড়া দফতরের পশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

হেরিটেজ ধান্যকুড়িয়া রাজবাড়ি

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট এলাকায় টাকির কাছে ধান্যকুড়িয়া। এই স্থানে তিনটি জমিদার বাড়ি রয়েছে। এই তিনটি জীমদার বাড়ি হল গায়েন বাড়ি, সাউ বাড়ি এবং বল্লভ বাড়ি। তিনটি জমিদারদের জামিদারি ছিল বাংলাদেশে। ভারত ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে তাদের জমিদারি চলে যায়। চাষবাস এই অঞ্চলের প্রধান রোজগার। চাষ প্রধান এলাকা। জেলেরা রয়েছে। তারা নদী থেকে মাছ ধরে ব্যবসা করে। এই সব জমিদার বাড়িতে আজও প্রথা মেনে দুর্গা পুজো হয়। সেই সময়ে তিন পরিবারের সদস্যরা এখানে চলে আসে। তারা লক্ষনীপুজা পর্যত তেকে আবার যে যার কর্মস্থলে ফিরে যায়। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই সব বাড়িগুলি জমিদার বাড়ি নয়। এরা সবাই ছিলেন টাকি জমিদারদের নায়েব। জমিদারদের সন্তুষ্ট করে

এরা এই রকম বিশাল বাড়ি তৈরি করেছে। তবে এই সব বাড়িতে গৃহদেবতা রয়েছে। তাদের নিত্য পুজো হয়। বেস কয়েকটি বাড়ি আবার দূর্গের মতো। বাইরের শত্রুরা যাতে পরিবারের কাউকে আক্রমণ না করতে পারে এবং বাড়ির সম্পদ নিয়ে যাতে করে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য এই রকমভাবে দুর্গের মতো খিলান তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বন্দুক ধারী পাহাদার ছিল। আর ঠিল লেঠেল বাহিনী। নদী বেয়ে এক সয়ে ডাকাতরা এই গ্রামে প্রবেশ করতো। ডাকাতরা যাতে ডাকাতি করতে না পারে তার জন্যই দূর্গ এর মতো খিলান নির্ণাণ করা হয়েছিল। এখানে একটি রাসমঞ্চ তৈরি করা রয়েছে। এই রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের দূর্গগুলির মতো এই সব জমিদার বাড়িগুলি নির্মিত।

রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের একাংশ নেতাকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের একাংশ নেতাকর্মীরা। শনিবার সকাল থেকেই রতুয়া ২ ব্লকের মহারাজপুর এলাকার মালদা - রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলে তৃণমূলীদের এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের বর্ষীয়ান জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য শামসুল হককে কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর মোটা টাকা নিয়ে কাজ করেছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় দলেরই একাংশ নেতাকর্মীদের সড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভ। সকাল থেকে এই বিক্ষোভের জেরে মালদা - রতুয়ার রাজ্য সড়কের মহারাজপুর এলাকায় চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। তৃণমূলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভের সোচ্চার হন তৃণমূল পরিচালিত বর্তমান মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা শামসুল হকের অনুগামীরা। পরেই বিক্ষোভ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুখুরিয়া থানার পুলিশ । বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে দলের জেলা সভাপতির কাঠমানি নেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন বিক্ষোভকারী তৃণমূলীরা। উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মালদা জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। বিগত দিনে তৃণমূলের দখলে থাকা মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব সামলে এসেছেন রতুয়ার নির্বাচিত সদস্য শামসুল হক। কিন্তু এবারে

সেই কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে শামসুল হককে সরিয়ে অন্যজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল বলে অভিযোগ। এবারে শামসুল হক মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারী তৃণমূল নেতা শামসুল হকের অনুগামীদের অভিযোগ, এতদিন ধরে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদে থেকে গ্রামীন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করে এসেছেন শামসুল হক। তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এই ঘটনার পিছনে মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে। আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাই এদিন দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে বর্তমান মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা শামসুল হক কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেননি। মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, যারা এই অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই কর্মাধ্যক্ষ পদের দায়িত্বের তালিকা তৈরি হয়েছে। এখানে আমাদের কোনো হাত নেই । কোনো একটা ষড়যন্ত্র এই ধরনের বিক্ষোভের পিছনে কাজ করছে । দলগতভাবে সেটি তদারকি করে দেখা হবে, প্রয়োজনে দল কঠিন ব্যবস্থা নেবে।

নিরাপত্তার স্বার্থে রেললাইনে পিলার বসানো নিয়ে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রেলের উদ্যোগে নিরাপত্তার স্বার্থে রেললাইনের দুধারে পিলার বসানো নিয়ে উত্তেজনা। ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরার প্রমোদনগর এলাকায়। জানা যায়, গতকাল রেলের উদ্যোগে বাগডোগরার প্রমোদনগর ঢোকার মুখে রেলের ক্রসিংয়ে রেললাইনের দুধারে পিলার বসানো হয়। এর জেরে দুচাকা গাড়ি চলাচল করলেও বন্ধ হয়ে পড়েছে চারচাকার গাড়ি। পিলার লাগানোর জেরে এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স না ঢুকলে আগামী দিনে বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শনিবার সকালে এলাকায় ভিড় করেন স্থানীয়রা। রেললাইন বন্ধ হতে পারে এই আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে রেলপুলিশ থেকে শুরু করে বাগডোগরা থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। রেলের পক্ষ থেকে চলে মাইকিং। স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ ওঝা জানান, ২০১২ সাল থেকে এই সমস্যা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের কথা চিন্তা করে আগে থেকেই রেলকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এভাবে রেললাইনের দুধারে পিলার দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ায় প্রমোদনগরের হাজার মানুষের অসুবিধা হবে। হয় ফ্লাইওভার নয়তো আন্ডারপাস দেওয়া হোক। তবে রেল অবরোধ করা ঠিক নয় বলে তিনি জানান। গোটা বিষয়টি নিয়ে বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তকে স্মারকলিপি প্রদান করেন এলাকাবাসীরা।

৫২ তম টক টু মেয়র কর্মসূচিতে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার ৫২ তম টক টু মেয়র কর্মসুচিতে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র গৌতম দেব। মূলতঃ

শহরের রাস্তা ও পার্কিং নিয়েই অধিকাংশ মানুষ তাদের অভিযোগ জানায়। সমস্যার আশ্বাসও দেন মেয়র গৌতম দেব। তবে নিজের এলাকার বাইরের মানুষেরাও এবার ভরসা রাখছে মেয়র গৌতম দেবকে। বিগত সময় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক ছিলেন গৌতম দেব। উন্নয়নের কাজও হয়েছিল একপ্রকার দ্রুত গতিতে। তবে মানুষ আরোও উন্নয়নের আশায় গৌতম দেবকে সরিয়ে ভরসা রেখেছিল বিজেপির উপর। তাই জিতিয়েছিলেন শিখা চ্যাটার্জিকে। তবে দুবছরে হারে হারে টের পাচ্ছেন তারা। তাই কাজের সুরাহা নিয়ে টক টু মেয়রে সরাসরি মেয়রকে তাদের অসুবিধের কথা জানাচ্ছেন।

হিসাব-বহির্ভূত আয়ের জন্য কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগে রাজ্য পুলিশের এক কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত কনস্টেবলের নাম মনোজিত বাগীশ। বোলপুর থানায় কর্মরত ছিলেন ওই কনস্টেবল। তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হদিস পান রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। এর পর শনিবার মনোজিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খোদ কনস্টেবলের গ্রেফতারির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশের একটি সূত্রে খবর, আগে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত ছিলেন ওই কনস্টেবল। তার আগে তিনি ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশ এবং রাজ্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই কনস্টেবলের মোট আয় হওয়ার কথা ১০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। কিন্তু তাঁর বিপুল সম্পত্তির খবর মেলার পরে গত বছর তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০৪ টাকা। হাওড়ার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর কয়েকটি অ্যাকাউন্টের হদিস মেলে। তার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখাকে মামলা রুজু করার নির্দেশ দেন নবান্নের কর্তারা। এর পর বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর ফিক্সড ডিপোজিট্, গাড়ি-সহ প্রচুর সম্পত্তির খতিয়ান পান দুর্নীতি দমন শাখার তদন্তকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, অভিযুক্ত কনস্টেবল যে-মাইনে পান, তা থেকে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হওয়া অসম্ভব। এনিয়ে কলকাতার বিচার ভবনের বিশেষ আদালতে মামলাও হয়। অবশেষে সেই মনোজিতকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

বিসর্জনের সুবিধা ও দুর্ঘটনা রুখতে আত্রেয়ী নদীর পাড়ে বসছে হাইড্রলিক ট্রলি

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর বালুরঘাট ও তার আশপাশ এলাকার অন্তত ৯৫ শতাংশ প্রতিমা বিসর্জন হয় বালুরঘাট শহরের আত্রেয়ী বা সদর ঘাটে। দুর্গা, কালী, গণেশ, বিশ্বকর্মা - নানা পুজোর প্রতিমা বিসর্জনের অন্যতম এই ঘাটে নদী দূষণ বড় সমস্যা। পাশাপাশি প্রতিমা বিসর্জনে অনেক সময় জলে ডোবার মত ঘটনা সামনে আসে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে বালুরঘাট পুরসভার পক্ষ থেকে ওই গুরুত্বপূর্ণ নদী ঘাটে বসানো হচ্ছে হাইড্রোলিক ট্রলি। যার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩৩ লক্ষ টাকা। প্রতিমা বিসর্জনের সুবিধায় বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে বসানো হচ্ছে হাইড্রলিক ট্রলি । অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ট্রলিতে বিসর্জন হলে সহজে এড়ানো যাবে নদী দুর্ঘটনাও। এছাড়া নদী দূষণের মত ভয়াবহ সমস্যারও সমাধান মিলবে এই হাইড্রলিক ট্রলিতে। কাজ শুরুর আগে এমনই আশার কথা শোনালেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি দুর্গাপুজোর আগেই শেষ করার লক্ষ্য পুরসভার। হাইড্রলিক ট্রলি বসানো হলে এবারের পুজোর বিসর্জন অনেকটাই মসৃণ হবে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারাও। সম্প্রতি হাইড্রলিক ট্রলি বসানো হয় পুরসভার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, মেয়র পারিষদ অনুজ সরকার-সহ পুর আধিকারিকরা। এছাড়া সেচদপ্তর ও পুলিশের পক্ষ থেকেই আধিকারিকরা শামিল ছিলেন এই কাজের সূচনায়। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। দশমীর দিন বালুরঘাটের বহু দুর্গা প্রতিমা সদর ঘাটে বিসর্জন হয়। বহু লোকের সমাগম হয় । হাইড্রলিক ট্রলির মাধ্যমে বিপদমুক্ত এবং খুব সহজেই করা যাবে প্রতিমা নিরঞ্জন। সে কারণে পুজোর আগেই কাজ শেষ করার টার্গেট আমাদের। মানুষকে দেওয়া কথা রাখা হয়েছে বলে জানান চেয়ারম্যান।

পর্যটকদের জন্য খুলে গেল জঙ্গল, শুরু জঙ্গল সাফারি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। তিন মাস বন্ধ থাকার পর শুক্রবার থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে গেল ডুয়ার্সের অভয়ারণ্য এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল। আর জঙ্গল খোলার প্রথমদিনেই সাত সকালেই জঙ্গল সাফারি করতে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেল ডুয়ার্সের গরুমারা জঙ্গলে। গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া সহ বিভিন্ন জঙ্গল প্রতি বছর জুন মাসের ১৬ তারিখ থেকে পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কেননা বর্ষাকাল বন্যপ্রাণীদের প্রজননের সময় আর সেকারণেই বন্ধ থাকে জঙ্গল। আর সেই সময় যাতে জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করে কেউ তাদের উত্যক্ত করতে না পারে সেই কারণে জঙ্গল এই তিন মাস বন্ধ রাখা হয়। পুজোর আগে ইতিমধ্যেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন হোটেল, রিসর্টে পর্যটকদের বুকিং আসতে শুরু করেছে। তিনমাস পর পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশাবাদী পুজোর মরশুমে হয়তো ভালো ব্যাবসা হবে।

দ্বারকা নদ সংস্কারের দাবী তুললেন পরিবেশপ্রেমীরা

দুরন্ত বার্তা, খড়গ্রাম, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ কালের প্রবাহে কোথায় মজে যাচ্ছে আবার কোথায় ভরাট করে গড়ে উঠছে দোকান বাড়ি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে দ্বারকা নদ কিন্তু দেখার কেউ নেই। দ্বারকা নদী বাঁচাতে এক জোট হলেন পরিবেশ প্রেমীরা । খড়গ্রামের পুরাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী আলোচনার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নদী বিশেষজ্ঞ ড.সুর্যেন্দু দে , মিহির মন্ডলসহ মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও পরিবেশপ্রেমীরা। উল্লেখ্য দ্বারকা নদ ভারতের ভাগীরথী নদীর একটি উপনদ। দ্বারকা নদের উপত্তি ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা বিভাগে। সেখান থেকে মহম্মদবাজারের কাছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করে বীরভূম জেলার দেউচা এবং পরে ময়ূরেশ্বর ও রামপুরহাট থানা এলাকার মধ্যে দিয়ে খড়গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ক্রমশঃ দ্বারকা নদী আজ মজে যাচ্ছে। পলি মাটি ,আর্বজনা প্রভৃতি প্রতিদিনই প।ছে নদীতে। এই ভাবে চলতে থাকলে রা। বাংলার প্রাণ দ্বারকা নদী চিরতরে হারিয়ে যাবে। তাই অবিলম্বে প্রশাসনকে দ্রুত ব্যাবস্থা নেওয়ার আবেদন উঠেছে এই সভায় । জেলার নদী গবেষক সুর্যেন্দু দে বলেন। মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের গুরুত্বপূর্ণ নদী দ্বারকা। পরিবেশের তো বটেই তার সঙ্গে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে দ্বারকা নদ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রয়েছে। তাই তাকে বাঁচানো একান্তই প্‌ যোজন। পরিবেশপ্রেমী খড়গ্রামের পুরাপাড়া বাসিন্দা মিহির মন্ডল বলেন ১৯৭৬ সাল থেকে দেখেছি কুল কুল জলে বয়ে যেতো কত প্রকার মাছ খেলাতে দ্বারকা নদে। আজ কোথায় সব যেন শুকিয়ে গেছে ।

ফুট ওভার ব্রীজের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৯৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৯-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৩-এপি-II-২০২৩। কাজের নামঃ বাশবাড়ি, টিপকাই এবং ধুবড়ি ষ্টেশনে এফওবির (৩.০০ মিটার প্রশস্ত) ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৪,২০,৩৪,২৬২.৬১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৬০,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১০-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে-১০-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জরাজীর্ণ পাইপ লাইনের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৯৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৩-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৩৫-এপি-II-২০২৩। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশনে ঃ এসএসই/ডব্লিউ/।/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে এবি, এসপি, সুভাষ ও স্কুল কলোনির জরাজীর্ণ পাইপ লাইনের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০৩,৬৪,৫৯০.৫৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০১,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১০-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ১০-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইপোকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গাছে বেঁধে এক পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইপোকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার ইলোয়াবাড়ি এলাকায়। মৃত ওই যুবকের নাম পল্টু ওঁরাও (২৫)। বাড়ি গোয়ালপোখর থানার ধরমপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে ওই যুবক পাঞ্জিপাড়ার শান্তিনগর এলাকায় একটি প্লাই মিলে কাজ করত। প্রতিদিনের মতো শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ওই যুবক। রাতে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ইলোয়াবাড়ি এলাকা থেকে ওই যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। গভীর রাতে চিকিৎসা চলাকালীন ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন তাকে কেউ বা কারা তাকে বেধড়ক মারধর করেছে। ইসলামপুর মহকুমা ভর্তি রয়েছে। সকালে পরিবারের লোকজন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসলে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খুব ভালো ছিল ওই যুবক। কোনো খারাপ নেশাও ছিল ওই যুবকের। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ তাকে কি কারণে কেউ বা কারা কি কারণে মারধর করল বুঝে উঠতে পারছেন না। যারা এই কাজ করেছে তাদের শাস্তির দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা।

গভীর রাত পর্যন্ত ভাঙ্গন দুর্গতদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে গেলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত ভাঙ্গন দুর্গতদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে গেলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রায় ১১ ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ চালানোর পর গভীর রাতেই সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । আশ্বাস দিলেন ভাঙ্গন দুর্গতদের সহযোগিতা করার। তারপরেই ওই দিন গভীর রাতে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। উল্লেখ্য, রতুয়া ১ ব্লকের কান্তটোলা এলাকায় গঙ্গা ভাঙনে প্রায় ১১৬ টি পরিবারের ঘরবাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। তাঁদের পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে এই জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনেই বিক্ষোভ চলে। এক মাসের ঊর্ধ্বে ঘটনা হলেও প্রশাসন এবিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। ফলে শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ বিক্ষোভকারীরা জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসেন। কিন্তু জেলাশাসক দুয়ারে সরকার কর্মসূচির কারণে জেলা প্রশাসন ভবনে না থাকায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি বলে সূত্রের খবর। তাই সেই বিক্ষোভকারীদের আন্দোলনের শামিল হন সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি জেলাশাসককে হুঁশিয়ারি দেন এই ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে যদি জেলাশাসক দেখা না করেন এবং পুনর্বাসন না দেন তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। এবং যতক্ষণ না জেলাশাসক দেখা করবেন ততক্ষণ অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলা প্রশাসন ভবনের মূল গেট আটকে রেখে বিক্ষোভ চালাবেন এমনকি জেলা প্রশাসন ভবনের ঢোকার মূল রাস্তাটি অবরোধ করতে বাধ্য থাকবেন। এরপরই শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে ভাঙ্গন দুর্গতদের নিয়ে চলতে থাকে অবস্থান বিক্ষোভ। সাংসদের অভিযোগ, রতুয়ার কান্তটোলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ভাঙ্গন হচ্ছে। অথচ প্রশাসন কোনরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না । অসংখ্য ঘরবাড়ি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইসব অসহায় মানুষের পুর্নবাসনের দাবি নিয়ে এদিন শনিবারও বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

ব্রাউন সুগার সভা তিনজন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত দুর্গাগুড়ি এলাকা থেকে প্রায় ২ কেজি ব্রাউন সুগার সভা তিনজনকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে ঘটনা ধৃত তিনজন হল পরিমল রায়, বাবর আলী, জাফর আলী। এর মধ্যে পরিমল শিলিগুড়ির বাসিন্দা বাকি দুজন মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার বাসিন্দা। ঘটনায় একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বিজেপি নেত্রীর কাছে পাওয়া গেল নকল সোনার বাঁট

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপি নেত্রীর কাছে পাওয়া গেল নকল সোনার বাঁট। নকল সোনার বাঁট উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায়। উদ্ধার একটি সোনার দোকানের রশিদ। শহরের ঝলঝলিয়া বাজার এলাকায় একটি সোনার দোকানে এক মহিলা সোনার বাঁট পরীক্ষা করাতে গেলে সেটিকে নকল বলে জানিয়ে দেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে, ওই মহিলা বিনা সরকার কির্তনিয়া বিজেপির উত্তর মালদা কেন্দ্রের সহ-সভানেত্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। তারা নকল সোনার বাঁট উদ্ধার করেন। ওই মহিলা জানিয়েছেন, কোন এক রিক্সাওয়ালা গোলাপি রঙের কাগজে মোড়া সোনার বাঁট দেখিয়ে প্রতারণার চেষ্টা করেন। এর সাথে একটি সোনার দোকানের রশিদ দেখায় ওই রিক্সাওয়ালা । থানায় যাওয়ার কথা শুনে পালিয়ে যায় ওই রিক্সাওয়ালা। মহিলা ঝলঝলিয়া এলাকায় একটি সোনার দোকানে সেই বাঁট পরীক্ষা করালে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সেটিকে নকল বলে জানিয়েছেন। তিনি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে রিক্সাওয়ালা কে সনাক্ত করার দাবি জানান। খবর পেয়ে সোনার দোকানে পৌঁছান স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার। তিনি বলেন এর আগেও এই ধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। নকল সোনার সঙ্গে একটি সোনার দোকানের রশিদ উদ্ধার হয়। তিনি পুলিশের কাছে আবেদন করেন এই ধরনের প্রতারণা যারা করার চেষ্টা করছে তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার।

কাট ইন থ্রু জেবি/ লোকেশন বক্স-এর প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-২২-এলএমজি-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১৩-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ও এর স্থান ঃ লামডিং ডিভিশনের ডিফু, দলদলি, রাঙাপাহাড় ও বোকাজান স্টেশনে আর/রুম থেকে এল/হাট পর্যন্ত এসঅ্যান্ডটি কেবলের প্রতিস্থাপনের দ্বারা কাট ইন থ্রু জেবি/ লোকেশন বক্স-এর প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮২,৪৫,৪৩৬.৫২ টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৬৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৫-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

০৬ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_৩০_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ১৩-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল/জিএস/৩০_২০২৩-২৪/কে, কাজের নামঃ এবিএসএসঃ- "কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বুনিয়াদপুর স্টেশনে ০৬ এম প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা।" (ইলেকট্রিক্যাল/জেনারেল)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৮,০০,০৯৯.০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭৬,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৬-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং মণ্ডলে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-১৮-এলএমজি -২০২৩-২৪ তারিখঃ ১৩-০৯-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নাম এবং ইহার স্থানঃ জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/লামডিঙের অধীনে লামডিং মণ্ডলে ০৩ টি সংকটপূর্ণ স্থানে ডুয়েল ডিটেকশনের উপলব্ধতার দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৭০,৭৬,৪৪৩.৩১/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৪১,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। টেণ্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ফেরার পথে টাকা ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতি।

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোড়ামোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে এনজেপি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ৬০ হাজার টাকা তুলে টোটো করে বাড়ি ফিরছিলেন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়ামোড় সংলগ্ন রামনগর বস্তির বাসিন্দা ববিতা রায় ও শিলা দুবে। টোটোটি ডি এস কলোনি এলাকায় এলে পিছন দিক থেকে আসা একটি বাইকে দুই যুবক জোরপূর্বক তাদের হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। সেই ব্যাগে আগের ২০ হাজার টাকা সহ ব্যাঙ্ক থেকে তোলা ৬০ হাজার টাকা ছিল। মোট ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা। ঘটনার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় এনজেপি থানায় ছিনতাই এর অভিযোগ দায়ের করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই বিষয়ে ববিতা রায় জানান, গতকাল দুপুরে আমি ও আমার দিদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ডিএস কলোনি এলাকায় আমাদের মোট ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়। আমার ছেলে অনেকদিন থেকে অসুস্থ। বাইরে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাওয়ায় জন্য এই টাকা তুলেছিলাম। অনেক কষ্ট করে জমানো টাকা ছিনতাই হয়ে গেল।

ওটিপি শেয়ারিং ছাড়াই প্রতারণার শিকার এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ওটিপি শেয়ারিং ছাড়াই প্রতারণার শিকার হলেন জলপাইগুড়ির বেলাকোবার বাসিন্দা প্রভাত রায়। ঘটনায় গত শুক্রবার বেলাকোবা পুলিশ ফাড়িঁতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। লিখিত ভাবে গোটা ঘটনাটি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছেও কাছেও জানিয়েছেন। প্রতারিত প্রভাত রায় জানান, তিনি বেলাকোবার স্টেট ব্যাঙ্কের গ্রাহক। গত আগস্ট মাসের ২৭ তারিখ ব্যাঙ্কের পাসবুক আপডেট করাতে যান। আপডেটের পর পাসবুক দেখে চক্ষু চড়কগাছ। দেখেন ওই মাসের ১২ তারিখ এবং ১৩ তারিখ পর পর দুদিন তার অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার টাকা করে গায়েব হয়েছে। অর্থাৎ দুদিন মিলে মোট ২০ হাজার টাকা উধাও। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও খবর পাননি তিনি। কারণ মোবাইলে কোনো ওটিপি বা এসএমএস পর্যন্ত ঢোকেনি। এরপরই তিনি পুলিশের দারস্থ হন। বেলাকোবা পুলিশ

ফাড়িঁতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এবং লিখিত ভাবে বেলাকোবা স্টেট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চের ম্যানেজারকেও জানান। জানা গেছে তার অ্যাকাউন্ট থেকে ২০ হাজার টাকা মুম্বইয়ের কোনো গ্রাহক পরিসেবা কেন্দ্র থেকে আধার কার্ডের মাধ্যমে তোলা হয়েছে। প্রভাত রায় এমনিতেই দিন মুজুর। তবে সেভিং একাউন্ট থেকে এভাবে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি। এই বিষয়ে বেলাকোবা ব্রাঞ্চের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানিয়েছেন, পুলিশের থেকে এফআইআর লঞ্চ করা হয়েছে, কিছু দিন সময় লাগবে, বর্তমানে ঘটনাটির তদন্ত চলছে। তবে ওটিপি ছাড়াই কীভাবে এই প্রতারণা চলছে? অনেকেই জানাচ্ছেন, বায়োমেট্রিক চুরি করে এই কাজ করে চলেছে প্রতারক চক্র। কিন্তু এই বায়োমেট্রিক চুরি হচ্ছে কীভাবে? বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবা নিতে গেলে এখন আধার কার্ডের নম্বর ও বায়োমেট্রিকের ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখান থেকেই কোনওভাবে আধার নম্বর ও বায়োমেট্রিক তথ্য চলে যাচ্ছে সোজা প্রতারকদের হাতে। আর এই দুটি ব্যবহার করে কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে 'আধার এনাবেল পেমেন্ট সিস্টেম' ব্যবহার করে প্রতারকরা তুলে নিচ্ছেন গ্রাহকদের কষ্টে জমানো টাকা। এক্ষেত্রে গ্রাহকদের আরও সর্তক সচেতনতা থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

দুঃসাহসিক চুরি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ আসানসোল বানপুর ধরুকডাঙ্গা এলাকায় দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা সামনে আসছে। প্রায় যেখানে লক্ষাধিক টাকার সোনা গয়না আর প্রায় ক্যাশ ৮ হাজার টাকা মতন চুরি যায় বলে জানা যায় গেছে । পরিবারের অভিযোগ কোনরকম ভাবে বুঝতে পারা যায়নি বলেই জানান ঘুমের স্প্রে দিয়ে হয়তো বেঁহুশ করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করে আসানসোল বানপুরের হিরাপুর থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে।

মালদায় এবার থেকে ১০ মিনিট দাঁড়াবে আগরতলা রাজধানী এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ আগরতলা থেকে দিল্লিগামী একটি রাজধানী এক্সপ্রেস এ বার থেকে মালদা টাউন স্টেশনে থামবে। বিজেপির তরফে এমন প্রচারই করা হচ্ছে এলাকায়। ঘটনাচক্রে, রবিবার সকাল ৯টায় রেলের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে মালদা স্টেশনে। তবে কী বিষয়ে ওই বৈঠক, তা নিয়ে রেল কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, রাজধানী এক্সপ্রেসের কথা ঘোষণা করতেই রেল ওই বৈঠক ডেকেছে। দীর্ঘ দিন ধরেই মালদার মানুষ দিল্লি যাওয়ার জন্য রাজধানী এক্সপ্রেসের দাবি ছিল। আগরতলা-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসটি এত দিন বাংলায় ঢুকে কেবলমাত্র নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়াত। তার পরে আবার দাঁড়াত বিহারের কাটিহার জংশনে। মালদা থেকে দিল্লি যাওয়ার অন্য কয়েকটি ট্রেন আছে অবশ্য। কিন্তু তাতে সময় বেশি লাগে। তাই রাজধানীর মতো দ্রুতগামী ট্রেনের দাবি অনেক দিন ধরেই জানিয়ে আসছিলেন মালদাবাসী। তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেশিয়াকোল এলাকায় শ্যুট আউট কান্ডে গ্রেফতার যুবক

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ কেশিয়াকোল গুলি কাণ্ডের জাল গোটাচ্ছে বাঁকুড়া পুলিশ। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাহায্য নিয়ে ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রতাপ দাস নামে বছর বাইশের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর জানান জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী। প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর, দুপুরে বাঁকুড়ার কেশিয়াকোল এলাকায় দিনে দুপুরে চলন্ত একটি অল্টো গাড়িকে লক্ষ্য করে পিছন থেকে গুলি বৃষ্টি করে বাইকে থেকে দুই আততায়ী। ঘটনায় অল্টো গাড়িতে থাকা পশ্চিম বর্ধমানের এক তৃণমূল নেতা সহ তিন জন আহত হন। আহত তিনজন ছাড়াও ওই গাড়িতে ছিল সাদ্দাম শেখ নামে এক দুস্কৃতী ছিল। গুলি বৃষ্টির মাঝেই সাদ্দাম শেখ গাড়ি থেকে নেমে চম্পট দেয়। আজও সে অধরা। অপর দুজন কোনওক্রমে গাড়ির সিটের নীচে লুকিয়ে প্রাণে বাঁচেন। পরে ওই দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। দুই বাইক আরোহীর গুলিতে । ঘটনার পর আততায়ীরা এলাকা ছাড়ে। পরে পুলিশ একটি মোটর বাইক ও কাদা মাখা বন্দুক উদ্ধার করে। জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী এদিন বলেন, ঘটনার পরেই বাঁকুড়া শহরের কেরানীবাঁধা এলাকার বাউরীপাড়ায় ধৃতদের গাড়ি রেখে দিয়ে পাবলিক বাসে চেপে চম্পট দেয়। অভিযুক্তকে আসানসোল এলাকা থেকে গ্রেফতার করে অভিযুক্তের নামে ইতিমধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে, এমনকি এই ঘটনার কথাও সে নিজমুখে স্বীকার করেছে। তবে অধরা অভিযুক্তের খোঁজেও তল্লাশী চলছে বলে তিনি জানান।

খাওয়া-দাওয়া

খাবেন নাকি মেথি কা পরাঠা'? জেনে নিন স্পেশ্যাল রেসিপি

খুব একটা খাদ্যরসিক নন এমন কেউ রয়েছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। পাঞ্জাবি পরিবারের যখন তখন রকমারি পরোটা যে তাঁদের হেঁশেলে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে সব পরোটা আবার অনেকেরই পছন্দ নয়। তবে খেয়ে দেখেচেন কি মেথি কা পরাঠার। কীভাবে তৈরি হয় এই পদ? রইল রেসিপি। উপকরণ-৪ কাপ ময়দা আটা,২ কাপ মেথি পাতা (কুচি করে কাটা),০.৫ কাপ ফ্রেশ টক দই,১ চাচামচ হলুদ,২ চাচামচ আদাবাটা,১ চাচামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো,০.৫ চা-চামচ জিরেগুঁড়ো,নুন স্বাদমতো,১ চাচামচ জোয়ান,৪ চাচামচ সাদাতেল,জল পরিমাণমতো,১০ চাচামচ ঘি (ভাজার জন্য)। প্রণালী- প্রথমে একটা বড় পাত্রে ৪ কাপ ময়দা , টক দই ও মেথিপাতা, নুন এবং সমস্ত মশলাগুলো নিন। তাতে ২ চা-চামচ তেল মেশান। এবার ভাল করে মিশিয়ে জল দিয়ে ময়দাটাকে মেখে নিন। তারপর ভেজা কাপড় দিয়ে ওই পাত্রের মুখ বন্ধ করে ৩০ মিনিটের জন্য রাখুন। এবার দেখুন নরম হয়েছে ময়দার ডো-টা। লেচি কাটুন ছোট ছোট করে। এবার ময়দা ছড়িয়ে তারওপর বেলে নিন পরোটার আকারে। তারপর তাওয়ায় তেল বা ঘি গরম করে দু'পিঠ উলটে ভেজে নিন। রায়তার সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন। দেখেবেন পটাপট উঠে যাবে। একটাও বাঁচবে না।

পুজোর ভুরিভোজে থাক মুর্গ মোতি পোলাও, বানিয়ে ফেলুন বাড়িতেই

বাঙালির উসব মানেই কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া দাওয়া। দেখতে দেখতে প্রায় চলেই এল বাঙালির প্রাণের উসব দূর্গা পুজো। আর উৎসবের আবহে ভুরিভোজ হবে না তা কখনও হয়! এবার পুজোর স্পেশাল মেনুতে রাখতেই পারেন মুর্গ মোতি পোলাও। খুব সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এই পদ।

উপকরণ-আধা কেজি বাসমতি চাল, ২৫০ গ্রাম চিকেন কিমা, ২টো ডিম, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, একটা তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, পঁয়োজ কুচি, পেঁয়াজ বাটা, ধনেপাতা কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, ময়দা, বেসন, ১০-১২টা আমন্ড, পরিমাণমতো ঘি ও তেল, এক কাপ কমলালেবুর রস, স্বাদমতো নুন ও চিনি।

প্রণালী- প্রথমে বাসমতি চাল জলে ভালো ভাবে ধুয়ে নিয়ে ভিজিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। চিকেন কিমা ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। একটি বাটিতে চিকেন কিমা, পঁয়োজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, ময়দা, বেসন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং ধনেপাতা কুচি ভাল করে মাখিয়ে নিন। ডিম ফেটিয়ে চিকেনের মধ্যে দিয়ে আরও একবার ভাল করে মাখান। মাংসের এই মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প নিয়ে ছোটো বলের আকারে গড়ে ফেলুন। ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে চিকেন বলগুলো লালচে করে ভেজে নিন। অন্য একটি কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে পঁয়োজ বাটা, আদা বাটা

ও রসুন বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে এতে দিয়ে দিন চিকেন বলগুলো। খানিকক্ষণ রান্না করুন। মশলাটা বলের গায়ে ভাল ভাবে মেখে এলে নামিয়ে নিন। হাঁড়িতে পরিমাণমতো জল নিয়ে তাতে গোটা গরম মশলা ও তেজপাতা দিয়ে দিন। জল ফুটতে শুরু করলে তাতে ভিজিয়ে রাখা বাসমতি চাল দিন। চাল যেন বেশি সিদ্ধ না হয়। আধা সিদ্ধ হয়ে এলে ফ্যান গালিয়ে নিন। কড়াইতে সাদা তেল ও ঘি গরম করে এই আধসেদ্ধ চালটা দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। চিনি ও নুনও দিয়ে দেবেন এতে। ভাত ঠিকমতো ভাজা হয়ে গেলে হাঁড়িতে পুরো চালটা দিয়ে দিন। উপর থেকে খানিকটা কমলালেবুর রস ছড়িয়ে হাঁড়ি চাপা দিয়ে একটু দমে রাখুন। কিছুক্ষণ পর হাঁড়ির ঢাকনা খুলে চিকেনের বলগুলি দিয়ে দিন। আবারও খানিকক্ষণ দমে বসান। সবশেষে উপরে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন। তারপর গরম গরম পরিবেশন করুন মুর্গ মোতি পোলাও।

আসন্ন এশিয়ান গেমস ২০২৩-এর জন্য রাগবি সেভেনস মহিলা দলের অধিনায়ক শীতল শর্মা

১৬ সেপ্টেম্বরঃ রাগবি ইন্ডিয়া চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে যারা ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত চীনের ঝেজিয়াং প্রদেশের হ্যাংঝোতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ১৯তম এশিয়ান গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতি চার বছর পর অনুষ্ঠিত ইভেন্টে যে দলগুলি অংশগ্রহণ করতে চলেছে তাদের চূড়ান্ত তালিকায়, ভারতীয় দল এশিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়া মঞ্চে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে চাইছে। এই ৫০ দিনের ক্যাম্পের শেষে, রাগবি ইন্ডিয়া আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারে যে এটি আমাদের কাছে থাকা ক্রীড়াবিদদের সেরা প্রস্তুত স্কোয়াড। আমরা আমাদের কোচিং স্টাফদের কাছে ঋণী যারা আমাদের খেলোয়াড়দের এই অনন্য সুযোগের জন্য মানসিক, শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছে। আমাদের একটাই চাওয়া, আমাদের নারীদের পেছনে ফেলে না দেয়। আসুন আমরা সবাই তাদের পাশ দাঁড়াই। বলেছেন জনাব রাহুল বোস, সভাপতি - ভারতীয় রাগবি দল ঘোষণা অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত রাগবি সেভেনস স্কোয়াডে রয়েছে স্বেতা শাহি, সন্ধ্যা রাই (ভাইস ক্যাপ্টেন), মামা নায়েক, কল্যাণী পাতিল, বৈষ্ণবী পাতিল, লছমি ওরাওঁ, ডুমুনি মার্ন্ডি, হুপি মাঝি, শিখা যাদব, তরুলতা নায়েক, শীতল শর্মা (অধিনায়ক), এবং প্রিয়া বনসাল। আমরা একটি সম্পূর্ণ দল হিসাবে দেশের আশা বহন করি, যা এশিয়ান গেমসে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। বিরোধী দল যাই হোক না কেন, আমাদের শেখানো হয়েছে কখনো পিছপা না হতে। আমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রস্তুত এবং গত ৪০ দিনে ক্যাম্পে আমরা যে পরিশ্রম করেছি তার সব কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি হবে। কোচিং চমকার হয়েছে এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি এই ক্যালিবারের একটি টুর্নামেন্টের জন্য যেকোনো ক্রীড়াবিদ প্রশিক্ষণের জন্য সেরা। আমরা এশিয়ান গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উন্মুখ। বললেন, ভারতের জাতীয় মহিলা রাগবি দলের ক্যাপ্টেন শীতল শর্মা।

বাড়িতে সহজেই বানান সুস্বাদু মোদক, রইল রেসিপি

সামনের ১৯ সেপ্টেম্বর গণেশ পূজো। গণেশের প্রিয় খাবার মোদক। তাই তাঁর পুজো করবেন আর মোদক বানাবেন না, তা তো হতেই পারেন। তার চেয়ে বরং জেনে নিন সহজ পদ্ধতিতে কীভাবে বাড়িতেই বানাতে পারেন মোদক।

মোদক তৈরির উপকরণ- চালের গুঁড়ো- ১ কাপ,কোড়ানো নারকেল- ১ কাপ

গুড়-১ কাপ,ছোট এলাচ-১ চিমটি, নুন আধ চা চামচ,সাদা তেল আধ চা চামচ

মোদক তৈরির পদ্ধতি-হালকা আঁচে একটি প্যান বসান। তার মধ্যে কোড়ানো নারকেল দিয়ে দিন। এবার ভাল করে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে এক কাপ জল ফুটিয়ে নিন। জল ফুটে গেলে গুড় ঢেলে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি একটু ঘন করে নিন। ঘন হয়ে গেলে এবার ওই মিশ্রণের মধ্যে কোড়ানো নারকেল দিয়ে দিন। তাতে এলাচ গুঁড়ো দিন। একটু থকথকে মিশ্রণ তৈরি হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন।

এবার অন্য পাত্রে অল্প তেল, নুন দিয়ে গরম জলের সাহায্যে চালের গুঁড়ো মেখে নিন। বলের আকারে চালের গুঁড়ো পাকিয়ে নিন। মাঝে গর্ত তৈরি করুন। ওই গর্তের ভিতর নারকেলের পুরটি ঢুকিয়ে মুখ আটকে দিন। এবার গ্যাসে একটি বড় পাত্রে জল বসান। তার ওপর ফুটো ফুটো কোনও পাত্রে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি বলগুলি রাখুন। ভাপের মাধ্যমে ভাল করে বলগুলি সেদ্ধ করে নিন। ওই চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি বল সেদ্ধ হয়ে গেলেই মোদক তৈরি। এবার অনায়াসে আপনি গণেশকে তা নিবেদন করতে পারবেন।

সেন্ট্রাল রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন অর্গানাইজেশনে স্বচ্ছতা পাখওয়াদা এর উদ্বোধন

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ সেন্ট্রাল রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন অর্গানাইজেশনে স্বচ্ছতা পাখওয়াদা এর উদ্বোধন, প্রতি বছরের মতো এ বছরও পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকার নিয়ে. কোর ও এর প্রকল্পগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচ্ছন্নতা পাক্ষিক শুরু হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ০২ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত পরিচ্ছন্নতা পাক্ষিক পালিত হবে। সেংট্রাল রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন অর্গানাইজেশন, প্রয়াগরাজ এবং এর সমস্ত প্রকল্পে স্বচ্ছতা পাখওয়াদার সময় একটি বিশাল পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। এই প্রচারাভিযানের অধীনে, সেন্ট্রাল রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন অর্গানাইজেশনের সমস্ত অফিস এবং রেলওয়ে কলোনিতে প্রত্যেকের দ্বারা শ্রম দান করে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হবে। আজ জেনারেল ম্যানেজারকর্পস প্রমোদ কুমারের পরিচ্ছন্নতা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা পাক্ষিক শুরু হয়েছিল। এ উপলক্ষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পরিচ্ছন্নতার শপথ গ্রহণ করেন। স্বচ্ছতা পাখওয়াদার সময়, রেলের

কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণকে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হবে যাতে তারা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহযোগিতা করে। এছাড়া অফিস চত্বর, রেলওয়ের বাসস্থান ও অন্যান্য স্থানে রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে। এই পাক্ষিকে সংগঠিত কর্মসূচির রূপরেখা নিম্নরূপ ক্লিন ক্যাম্পাস ক্যাম্পেইনের অধীনে, ১৮-১৯,০৯,২০২৩ তারিখে মূল অফিস এবং আঙ্গিনা পরিস্কার করা হবে। ২০ থেকে ২২,০৯,২০২৩ পর্যন্ত মূল রেলওয়ে কলোনি পরিস্কার করা হবে। স্বচ্ছ নীর অভিযানের অধীনে, ২৫,০৯,২০২৩ এবং ২৬,০৯,২০২৩ তারিখে, মূল অফিসের ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ওয়াটার কুলার, ওয়াটার ফিল্টার সরঞ্জামগুলি যথাযথভাবে পরিস্কার করা হবে এবং পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করা হবে।২৭,০৯,২০২৩ এবং ২৯,০৯,২০২৩ তারিখে পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির আওতায়, মূল অফিস, রেস্ট হাউস এবং ক্লাবে পরিচ্ছন্নতা, জলের প্রাপ্যতা, লিকেজ পরীক্ষা এবং জল নিষ্কাশন পরীক্ষা করা হবে।

'আয়ুষ্মান ভব' প্রচারাভিযান পিএম-জেএওয়াই সম্পর্কে দৃষ্টি দেবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ 'আয়ুষ্মান ভব' প্রচারাভিযান প্রধান মন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএম-জেএওয়াই) সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়ার একটি নিবন্ধের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'আয়ুষ্মান ভব' প্রচারাভিযান দুর্দান্ত কাজ করবে। পিএম-জেএওয়াই সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে, স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট আইডি তৈরি করবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করবে। গ্রামগুলির পাশাপাশি শহুরে ওয়ার্ডগুলিতে স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহের পরিষেবা দূর্দান্তভাবে পালন করবে। ে

রেল মন্ত্রক চালু করেছে 'স্বচ্ছতা পাখওয়াদা-২০২৩'

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রেল মন্ত্রক আজ স্বচ্ছতা পাখওয়াদা ২০২৩ চালু করেছে। স্বচ্ছতা পাখওয়াদা - ২০২৩ উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীমতি জয়া বর্মা সিনহা, চেয়ারপার্সন এবং সিইও, রেলওয়ে বোর্ড, ১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ রেল ভবনে স্বচ্ছতা অঙ্গীকার পরিচালনা করে। স্বচ্ছতা অঙ্গীকার পুরো রেলওয়ে পরিবারের কাছে পরিচালিত হয়েছিল যার মধ্যে রেলওয়ের কর্মচারীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত রেলওয়ে জোন এবং বিভাগগুলির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পুরো রেলওয়ে পরিবারের দ্বারা নেওয়া স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতি পরিচ্ছন্নতার প্রতি প্রতিশ্রুতি, পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতি বছর একশো ঘন্টা ব্যয় করা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের বার্তা প্রচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। রেল মন্ত্রক ১৬ ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত স্বচ্ছতা পাখওয়াদা পালন করছে। রেল মন্ত্রক এটিকে স্ব-মোটো ০২ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে এবং মহাত্মা গান্ধীর জয়ন্তীর সাথে এটি শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বছর, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এবং জলশক্তি মন্ত্রকের যৌথ প্রচারাভিযান যেমন স্বচ্ছতা হি সেবা' প্রচারাভিযান (১৫.০৯.২৩ থেকে ০২.১০.২৩ পর্যন্ত) পালিত হচ্ছে। SHS-এর কার্যক্রম ভারতীয় রেলওয়ের স্বচ্ছতা পাখওয়াদা কর্মসূচির সাথে একীভূত করা হয়েছে।স্বচ্ছতা পাখওয়াদা-২০২৩-এর জন্য, পাখওয়াড়ার সময় স্বচ্ছ রেলগাড়ি, স্বচ্ছ স্টেশন, স্বচ্ছ আহার, স্বচ্ছ ট্র্যাক ইত্যাদির জন্য উৎসর্গীকৃত দিনগুলি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও PA সিস্টেমের মাধ্যমে ডিজিটাল মিডিয়াপাবলিক ঘোষণার মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা প্রচার চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। মানুষ বায়ো-টয়লেট ব্যবহার, একক ব্যবহারের প্লাস্টিক পরিহার এবং পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস পালন সম্পর্কে। পাক্ষিকের বৃহত্তর অংশগ্রহণ এবং আরও কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য, জলশক্তি মন্ত্রক (নোডাল মন্ত্রক) দ্বারা প্রতিটি মন্ত্রককে স্বচ্ছতা পাখওয়াদা পুরস্কারগুলি প্রদান করা হয়েছে যাতে পাখওয়াদা সময়কালে অনুকরণীয় কার্য সম্পাদনের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সংযুক্ত অফিস অধীনস্থ সংস্থাগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়।

ডেল টেকনোলজি এবং এলিয়েনওয়্যার ভারতের কলকাতা শহরে দ্বিতীয় গেমিং এক্সপিরিয়েন্স স্টোর চালু করলো

কলকাতা,১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ডেল টেকনোলজিস এবং এলিয়েনওয়্যার আজ ভারতে দ্বিতীয় গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোর উন্মোচন করলো। এটি কলকাতার ই-মলে অবস্থিত। স্টোরটি অত্যাধুনিক ডিজাইন বৈশিষ্ট্য, ইন্টারেক্টিভ জায়গা এবং গেমারদের একটি নিমগ্ন অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য পণ্য প্রদর্শনের একটি নিখুঁত মিশ্রণ। নতুন স্টোরটি ভারতীয় গেমিং সম্প্রদায়ের প্রতি ডেল-এর প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে এবং তাদের সর্বশেষ ডিভাইসগুলির সাথে প্রথম-শ্রেণীর অভিজ্ঞতা প্রদান করে। রাজ কুমার ঋষি, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কনজিউমার অ্যান্ড স্মল বিজনেস, ডেল টেকনোলজিস ইন্ডিয়া এবং অতুল মেহতা, সিনিয়র ডিরেক্টর এবং জেনারেল ম্যানেজার, ইন্ডিয়া কনজিউমার চ্যানেল, ডেল টেকনোলজিস ইন্ডিয়া, স্টোরের উদ্বোধন করেন। রাজ কুমার ঋষি, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কনজিউমার অ্যান্ড স্মল বিজনেস, ডেল টেকনোলজিস

ইন্ডিয়া, বলেন, ভারতে গেমিং ইন্ডাস্ট্রি ক্রমবর্ধমান এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ও কর্মজীবনের উপায় হয়ে উঠছে। ডেল এবং এলিয়েনওয়্যার গেমিং অভিজ্ঞতার বিকাশ এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সর্বদা এগিয়ে রয়েছে। কলকাতার নতুন গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোর এলিয়েনওয়্যার ব্র্যান্ডের উত্তরাধিকারকে আরও শক্তিশালী করে, পাশাপাশি এটিকে ই-স্পোর্টস গেম লিগ এবং গেমিং উৎসাহীদের জন্য একটি গন্তব্য করে তোলে। দিল্লির গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোরের মতোই, কলকাতার গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোর তার সৃজনশীল ডিজাইন বৈশিষ্ট্য এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলিকে একত্রিত করে খেলোয়াড়দের নিমগ্ন গেমিংয়ের আকর্ষণীয় জগতে নিমজ্জিত করতে। ব্যাটল জোন হল সেই জায়গা যেখানে খেলোয়াড়রা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং আনুষাঙ্গিক সহ সমগ্র গেমিং ইকোসিস্টেম পরীক্ষা করার সময় যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলের গেমারদের এখন শহরে একটি নতুন গন্তব্য হয়েছে যেখানে তারা সর্বশেষ শিরোনামগুলিতে সীমাহীন অ্যাক্সেস উপভোগ করার জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ সহ একটি ভবিষ্যত পরিবেশ পাবে। এই সমস্ত কিছুই গেমারদের মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, এক জায়গায় একটি সম্পূর্ণ গেমিং ইকোসিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। আজই আমাদের দোকানে আসুন- ই-মল, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, বউবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭২।

বিরোধীদের জোট ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ

বিলাসপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিরোধীদের আইএনডিআইএ জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগের মতে, বিরোধীদের জোট ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ, মানুষ কখনও তা বরদাস্ত করবে না। শনিবার ছত্তিশগ।রে বিলাসপুরে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে কেংদ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, তাঁরা সংবিধানের অবমাননা করতে চায়, মিডিয়ার কণ্ঠস্বরকে দমন করতে চায়, সনাতন ধর্মকে শেষ করতে চায়... আইএনডিআইএ জোটের নেতারা অহংকারে ভরা, জনগণ তাদের মেনে নেবে না।

ঢাকার ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভা

ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ কী দেবেন আর কী নেবেন- তার হিসাবনিকাশ নির্বাচনের আগেই পরিস্কার করতে হবে তা দ্রুত ঠিক করার দাবি করলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত। শনিবার তিনি বলেন, সংসদ নির্বাচন যতোই ঘনিয়ে আসছে, দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ততোই বা।ছে। কারণ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সাম্প্রতিক সময়ে নিয়মে পরিণত হয়েছে। অথচ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিশেষ আইন প্রণয়নসহ সরকারের কোনো নির্বাচনী অঙ্গীকারই এখনো অব্দি পূরণ করা হলো না। মনে রাখতে হবে, দেশের অন্তত একশটি আসনে নির্বাচনী ফলাফলের নিয়ামক শক্তি সংখ্যালঘুরাই। তাই কী দেবেন আর কী নেবেন- তার হিসাবনিকাশ নির্বাচনের আগেই পরিস্কার করতে হবে। তা না হলে নির্বাচনের মাঠে নামা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ হিংদু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ঢাকা মহানগর উত্তরের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ্যাড. দাশগুপ্ত একথা বলেন। ঐক্য পরিষদের মহানগর উত্তরের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অতুল চন্দ্র মণ্ডলের সভাপতিত্বে শনিবার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।মহানগর উত্তরের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হৃদয় গুপ্তর সঞ্চালনায় বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের কেংদ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শ্যামল কুমার রায় প্রমুখ।

Name Change

I, SHARMISTHA DAS (old name) D/O Kartik Sikdar Presently residing at Kusumba Shimultala Regent Sonarpur Flat No. 4E1 4th Floor P.o-Narendrapur P.S Sonarpur Dist-Baruipur 24 Pgs (S) Kolkata - 700103 West Bengal , India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ayush Singh , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. Ayush Singh and Chintu Singh both are same and one identical person.

Name Change

I, Chintu Singh (old name) S/O Rana Singh & Anita Singh Presently residing at 98 Shyannagar Road Sarju Enclave Block-A Flat-D 3re Floor P.O- Bangur Avenue P.S-Nager Bazar Dist-24 Pgs (N) Kolkata-700055 West Bengal , India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ayush Singh , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. Ayush Singh and Chintu Singh both are same and one identical person.

Name Change

I, MANISA BEGUM (old name) W/O MD MD ZAKIR UDDIN MOLLA Presently residing at JAITA JAGANNATH NAGAR ,MAHESTALA,DIAMOND HARBOUR-700141 West Bengal , India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MANISAH BEGUM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. MANISAH BEGUM and MANISA BEGUM both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি সামিম আহমেদ। পিতা জামাল উদ্দিন আহমেদ। গ্রাম দক্ষিণ বেড়ন্দরী। পোস্ট অফিস বি. বাগাড়িয়া। থানা কুলপি। জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পিন ৭৪৩৩৩২। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমি ০৪,০৯,২৩ তারিখ থেকে সামিম আহমেদ হালদার হলাম। সামিম আহমেদ ও সামিম আহমেদ হালদার একই ব্যক্তি।

Name Change

I,MD HAFIZUL ISLAM SK (old name) S/O Najrul Islam Sekh Presently residing at Lakshimikantapur Dosatina South Twenty Four Parganas West Bengal 743503, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HAFIJUL ISLAM SEKH vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. MD HAFIZUL ISLAM SK and HAFIJUL ISLAM SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, ABU SAID (old name) S/O MD GOLAM KUDDUS Presently residing at Vill-Tentulia P.O- Chhoto Jagulia, P.S- Duttapukur Dist- North 24 Parganas West Bengal 743294, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABU SAYEED, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. ABU SAYEED and ABU SAID both are same and one identical person.

একজন অসুস্থ যাত্রীকে সাহায্য করল মেট্রোর আরপিএফ

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ অন-ডিউটি মেট্রো কর্মীরা আবারও সঠিক সময়ে. মেট্রো প্রাঙ্গনে একজন অস্বচ্ছল যাত্রীকে সাহায্য করেছে। ১৪.০৯.২০২৩ তারিখে প্রায় ১০,৩৫ ঘটিকায়, প্রায় ৩৬ বছর বয়সী একজন যাত্রী হঠাৎ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। তিনি স্টেশনের কর্মীদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সতর্ক স্টেশন কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং তার সাহায্যে ছুটে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে আরও চিকিৎসার জন্য স্টেশন কর্মীদের সঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে, ডাক্তার তাকে উপস্থিত করেছিলেন এবং বাড়িতে যাওয়ার জন্য ফিট ঘোষণা করেছিলেন। এরপর তিনি সহকর্মীদের নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মেট্রো রেলওয়ের ট্র্যাফিক এবং আরপিএফ বিভাগের স্টেশন কর্মীদের দ্বারা প্রদত্ত সদয় এবং সময়মত সাহায্যের জন্য যাত্রী তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনের নতুন স্টপেজের সূচনা

মালিগাঁও, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে কুমেদপুর জং. স্টেশনে ট্রেন নং.১৩১৪৮১৩১৪৭ (বামনহাট-শিয়ালদহ-বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ডালখোলা স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১৪২১৩১৪১ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসের দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) শ্রী খগেন মুর্মু ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কুমেদপুর জং. স্টেশনে নতুন স্টপেজ সহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। অন্যদিকে, মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) দেবশ্রী চৌধুরী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ডালখোলা স্টেশনে নতুন স্টপেজ সহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানগুলিতে ডিভিশন থেকে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা ও অন্যান্য বিশিষ্ট

ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেন নং. ১৩১৪৮ (বামনহাট-শিয়ালদহ) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ২০.২০ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ২০.২২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং. ১৩১৪৭ (শিয়ালদহ-বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ০৩.৩৮ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০৩.৪০ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে।

ট্রেন নং. ১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ডালখোলা স্টেশনে ১৭.২৬ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ১৭.২৮ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং. ১৩১৪১ (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ডালখোলা স্টেশনে ০০.০৮ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০০.১০ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির যে সমস্ত যাত্রী রাজ্যের রাজধানীতে যাওয়া-আসা করেন তাঁদের জন্য এই দুটি ট্রেনের নতুন স্টপেজ বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

উন্নত প্রজাতির দেশী লাউ চাষ করে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ নিজস্ব অল্প বিস্তর জমিতে বর্ষাকালীন উচ্চ ফলনশীল দেশী লাউ চাষ করে আর্থিক সঙ্গতির মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছেন চাষীরা। সেরকমই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কচুয়া কান্দিপাড়া এলাকার চাষী সখী সোনা সরকার তার নিজস্ব অল্প বিস্তর জমিতে উচ্চ ফলনশীল উন্নত প্রজাতির দেশী লাউ চাষ করেছেন। এবং স্বল্প খরচের দ্বারা এই দেশী লাউ চাষ করে বর্তমানে বাজারে বিক্রি করে অনেকটাই অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন। সখি সোনা সরকার বলেন তার নিজস্ব অল্প বিস্তর জমিতে এই লাউ চাষ করেছেন। তিনি আরো বলেন জৈব রাসায়নিক প্রয়োগ এবং সামান্য কীটনাশক প্রয়োগের ফলে তিনি ফলিয়ে তুলেছেন দেশী লাউ। যা বাজারে বিক্রি করে অনেকটাই আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছেন তিনি। এছাড়াও শীতকালীন লাউ চাষের চাইতেও বর্ষাকালীন লাউ চাষে একদিকে যেমন বেশি ফলন পাওয়া যায় অন্যদিকে বাজারে বিক্রি করে অনেকটাই অর্থ সঞ্চয় করা যায়.বলেও অভিমত প্রকাশ করলেন চাষী সখি সোনা সরকার।

সুভাষ সরকারের ব্যক্তিগত সহকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপি কর্মীরই

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে দলীয় কার্যালয়ে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল কয়েকদিন আগেই। আর সেই ঘটনাকে সামনে রেখে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে গড়াল থানা অবধি। গত মঙ্গলবারের ঘটনা। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার। সেই মিটিং চলাকালীন বিজেপিরই কয়েকজন সেখানে চড়াও হন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তোলেন তাঁরা। যে ঘরে মন্ত্রী বৈঠক করছিলেন, বাইরে থেকে বিক্ষুব্ধরা দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। এই ঘটনায় বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুনীলরুদ্র মণ্ডল দলের ওই নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন বাঁকুড়া সদর থানায়। সেখানে নাম ছিল বাঁকুড়া বিধানসভার প্রাক্তন আহ্বায়ক কৌশিক সিংহের। সেই কৌশিক এবার পাল্টা সুনীলরুদ্র মণ্ডল ও সুভাষ সরকারের ব্যক্তিগত সহকারী শানু কুণ্ডুর নামে বাঁকুড়া সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। কৌশিক সিংহ তাঁর অভিযোগপত্রে লেখেন, 'আমরা জানতে পারি কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ কল্যাণী এইমস-সহ একাধিক ক্ষেত্রে লোক নিয়োগ হচ্ছে বা নেওয়া হবে। বিজেপির বর্তমান জেলা সভাপতি সুনীলরুদ্র মণ্ডল ও বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকারের ব্যক্তিগত সহকারী শানু কুণ্ডু এই নিয়োগে যুক্ত আছেন। এটাও খবর ছিল, এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টিতে সুভাষ সরকারের প্রত্যক্ষ মদত আছে।' কৌশিকের অভিযোগ, ১২ তারিখ এ নিয়ে তিনি বলতে যাওয়ায় সুনীলরুদ্র মণ্ডল ও শানু কুণ্ডু তাঁদের কুকথা বলেন, শারীরিকভাবে হেনস্থা করেন। এই বক্তব্যের যথার্থ তদন্তের দাবি করেন কৌশিক সিংহ। কৌশিক সিংহের কথায়, ''সাংসদের পিএ শানু কুণ্ডু ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাই। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে। আমরা তাই পুলিশকে জানিয়েছি, কেন আমরা বিক্ষোভ করেছিলাম।'' অন্যদিকে সুনীলরুদ্র মণ্ডল বলেন, ''চাকরি নিয়ে সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা, ভিত্তিহীন।'' তবে এ নিয়ে বাঁকুড়ায় জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু। তৃণমূলের শ্যামল সাঁতরার কথায়, ''২০২৪-এর ভোট যত এগিয়ে আসছে তত বিজেপির অন্দরের দুর্নীতি সামনে আসছে। বিজেপির নেতৃত্ব, কর্মীরা বাঁকুড়া জেলার সাংগঠনিক সভাপতির নামে এফআইআর করেছে। এটা লজ্জার ঘটনা। সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত।''

'ঢপবাজির রাজনীতির চক্করে পড়বেন না', সৌরভকে পরামর্শ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ বাংলার জন্য বিনিয়োগ টানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্পেন সফরে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। গতকাল মাদ্রিদে এক বাণিজ্যিক

সম্মেলনেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তিনি। মাদ্রিদ থেকেই সৌরভ ঘোষণা করেছেন, মেদিনীপুরে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলতে চলেছেন তিনি। সৌরভের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তবে একইসঙ্গে তিনি সৌরভকে পরামর্শ দিয়েছেন, ''উনি রাজনীতির চক্করে যেন না পড়েন। এই ঢপবাজির রাজনীতিতে যেন না পড়েন।'' মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ এদিন আরও বলেন, ''সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গিয়েছেন বাংলার স্বার্থে। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, উনি যাতে সফল হন। এতে বাংলার মানুষের লাভ হবে। যদি সম্ভব হয়, আরও যাঁরা তারকা রয়েছেন, যাঁরা বাংলার ভাল চান, তাঁদেরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজে লাগান। তাঁদের ইমেজ কাজে লাগিয়ে যদি কোনও শিল্প আসে, কোনও কাজ হয়, তাতে বাংলার লাভ হবে। শুধু ছবি তুললে কোনও লাভ হবে না।'' উল্লেখ্য, স্পেন সফরে গিয়ে সেখানকার শিল্পপতিদেরও বাংলায় বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই আবার রাজ্যে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন রয়েছে। তার আগে এদিন খড়্গপুরে দিলীপ ঘোষ জানিয়ে দিলেন, ''বাংলায় জমি তো আছেই। সিপিএম যে জায়গাগুলি তৈরি করেছিল, সেখানে শিল্প হয়নি, বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলিতে শিল্প করা হোক। কিন্তু রেললাইন, বিমানবন্দর বা হাইওয়ে তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে জমি চাইছে, সেই জমি রাজ্য সরকার দিতে পারছে না। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রকল্প আটকে থাকছে।'' রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই বিষয়ে বলেন, ''দিলীপবাবুর যা মনে হচ্ছে উনি বলছেন। কোথায় কে কী বিষয়ে ঘোষণা করবেন, সেটা কি শিখতে হবে নাকি! সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গোটা ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন বিশ্বে। তাঁকে কোথায় কী বলতে হবে, সেটা কি শিখতে হবে নাকি! আসল কথা হল, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষও বিনিয়োগ করছেন।''

নাবালিকা দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় দুজনকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ নাবালিকাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ মামলায় দুজনকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ আর্থিক জরিমানার সাজা দিলেন ধর্মনগরে অবস্থিত উত্তর জেলার বিশেষ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা। মামলার বিবরণে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের ২৭ আগস্ট পাশের বাড়ি থেকে জল আনতে গিয়েছিল এক নাবালিকা। তখন ওই নাবালিকাকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে যায় গন ওরাং, পিন্টু ওরাং ও বাসিয়া ওরাং নামের তিন যুবক। তাকে পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তিন যুবক। ঘটনাটি ঘটেছিল দামছড়া থানার অন্তর্গত সুন্দিবাসা এলাকায়। পরবর্তীতে নির্যাতিতার তরফে দামছড়া থানায় একটি দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয় তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(ডি) এবং পকসো আইনের ৬ ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে দামছড়া থানার পুলিশ। আটক করা হয় তিন অভিযুক্তকে। উত্তর জেলার বিশেষ আদালতে চলে এই মামলার দীর্ঘ শুনানি। বিচার প্রক্রিয়া শেষে ২১ জন সাক্ষীর প্রদত্ত বয়ানের ভিত্তিতে অবশেষে গন ওরাং ও পিন্টু ওরাংকে দোষী সাব্যস্ত করে আজ শনিবার এই মামলার রায় দান করেন বিচারক। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের অভাবে এই মামলা থেকে বেকসুর খালাস পায় বাসিয়া ওরাং। বিশেষ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা অন্য দুজনকে ৩৭৬ ধারায় ২০ বছর কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। অর্থ অনাদায়ে ছয় মাসের অতিরিক্ত কারাবাস। অনুরূপভাবে পকসো আইনের ৬ ধারায় একই সাজা ঘোষণা করেন বিচারক। নাবালিকা দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডে এ ধরনের সাজা ঘোষণায় সমাজে একটি কঠোর বার্তা যাবে যে অপরাধ করলে কেউ পার পাবে না, অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী।

উগান্ডা থেকে মুঘল আমল, ৬০ দেশের শতাধিক বিরল মুদ্রা পুলিশকর্মীর কাছে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার জলপাইগুড়ির এক পুলিসকর্মীর বাড়িতে! নিজের শখ পূরণ করতেই প্রাচীন এই মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করছেন জেলা পুলিসকর্মী দেবজিত সেন। তাঁর কাছে মুঘল সাম্রাজ্যের মুদ্রার পাশাপাশি রয়েছে অন্তত ৬০ টি দেশের বিভিন্ন রকমের মুদ্রা ও নোট। গত প্রায় দুদশক সময় ধরে এগুলি সংগ্রহ করেছেন দেবজিত। নিজের এই শখের সংগ্রহের রহস্য বলতে গিয়ে দেবজিত বলেন, পুলিসে চাকরি পাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন রকমের মুদ্রার নেশা চেপে বসে। তখন যেখানেই যাই একটা দুটো করে মুদ্রা ও নোট সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। শুনলে অবাক লাগতে পারে, দেবজিত সেনের সংগ্রহে রয়েছে অন্তত ৬০টি দেশের বিভিন্ন রকমের মুদ্রা ও নোট। নিজের বাড়িতেই এই মুদ্রাভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন দেবজিত। দেশ- বিদেশের মুদ্রা জমানোই এখন তাঁর অন্যতম নেশা। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আফ্রিকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারতেরও দুষ্প্রাপ্য সব নোট ও মুদ্রা রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। বাংলায় লেখা পাকিস্তানের নোট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইটেম তাঁর সংগ্রহের। এভাবেই ধীরে ধীরে সংগ্রহের ভাণ্ডারে শতাধিক রকমের মুদ্রা জমা হয়েছে। তাঁর কাছে রয়েছে মুঘল আমলের মুদ্রা, তুর্কি মুদ্রাও। এছাড়া মধ্যযুগের বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রাও রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। আফ্রিকার উগান্ডা- সহ প্রায় ৬০ টি দেশের মুদ্রা জমিয়েছেন তিনি। একেকটি মুদ্রার একেক রকম মূল্য ও আকৃতি। মুদ্রাগুলির অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া তাঁর কাছে রয়েছে পরাধীন ও স্বাধীনোত্তর ভারত ও পাকিস্তানের অনেক রকমের নোট ও মুদ্রা। দেবজিতের এই মুদ্রাভাণ্ডার চাক্ষুষ করতে অনেকেই তাঁর বাড়িতে এসে দেখে যান এগুলি।

বিশ্বকর্মা পুজো থাকলেও ঘুড়ি ব্যবসায়ীদেরও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বর্তমানে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো । আর এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি। দুপুর থেকে বিকেলে আকাশে উড়তে থাকে রং বেরঙের নানান ঘুড়ি। এই দিন কত ধরণের যে ঘুড়ি দেখা যায় আকাশে তার ঠিকানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হামেশাই এই দিন আকাশে ঘুড়ির লড়াই দেখা যায়। এই ঘুড়ি আকাশে উড়াতে ব্যবহৃত হয় লাইলন সুতো। কিন্তু বর্তমানে নদীয়া জেলায় লাইলন সুতো প্রশাসন থেকে ব্যান করা হয়েছে। তাই লাইনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে সাধারণ সুতো। আর যার ফলে পুজোর দিন প্রচলিত প্রচলনে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সুতো ব্যানের কারণ। আকাশে পাখির মতো ঘুড়ি ওড়াতে সাধারণত লাইলন সুতোকে ব্যবহার করা হয়। না হলে সঠিকভাবে ঘুড়ি আকাশে ওড়ানো সম্ভব না বা ঘুড়ির লড়াইয়ে কেউ টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে নদীয়া জেলায় প্রশাসন থেকে লাইলন সুতো ব্যান করা হয়েছে। এই লাইলন সুতোকে চিনা মাঞ্জা বলা হয়। কারণ এই সুতোর ওপর মাঞ্জা দিতে এক ধরনের কেমিক্যালের প্রলেপ দেওয়া হয়। যা সাধারণত কাঁচের গুঁড়ো ও সাবুর গুড়ো দিয়ে তৈরি।

যার ফলে এই চিনা মানজা বা লাইলন সুতোর দ্বারা বিভিন্ন পশুপাখি সহ মানুষও বহুবার আহত হয়েছে। যার ফলে প্রশাসন একাধিকবার মাইকিং করে এই লাইনের সুতো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নদীয়া জেলায়। এই সুতোর ব্যবহার বন্ধ করায় শুধু প্রচলিত প্রথার ওপর ব্যাঘাত ঘটেনি সঙ্গে ঘুড়ি ব্যবসায়ীকদেরও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বর্তমানে। ঘুড়ি ব্যবসায়ীদের দাবি প্রতিবছর এই দিন প্রচুর সংখ্যক ঘুড়ি এই পুজো উপলক্ষ্যে তৈরি করেন ও তা সঠিক মূল্যে তা বিক্রিও করেন। বর্তমানে এই লাইলন সুতো বন্ধ হওয়ায় আগের মত সেই পরিমাণ ঘুড়ি কেউ ক্রয় করে না। তাদের এও দাবি শুধু সুতো ব্যান করায় নয় বর্তমানে অধিকাংশ বাচ্চারা মোবাইলে আসক্ত হওয়ায় তাদের ঘুরে ব্যবসায়ে প্রতিনিয়ত ব্যাঘাত হতেই চলেছে।

ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লি সফররত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা আজ শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সাক্ষা করেছেন। দুজনের মধ্যে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি যে সব প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে সেগুলির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০-র বৈঠক সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। সাথে ডা. সাহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকা তাঁর জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু, সাব্রুমে মৈত্রী সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল, আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প ও জাতীয় সড়কের কাজ নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বিনিয়োগের আদর্শ পরিবেশ রয়েছে। শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন ডা. সাহা। প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচির রূপায়ণ ও আগামীদিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে রূপায়িত উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য ও আগামীদিনের পরিকল্পনার কথা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা করেন। আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এ সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণ ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে কিছু পরামর্শও দিয়েছেন। তাছাড়া বৈঠকে সম্প্রতি রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বলে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানান, প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত ইতিমধ্যেই একটি ভব্য ও সফল জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন সম্পন্ন করে বিশ্বে নয়া কীর্তি স্থাপন করেছে। তাঁর বিচক্ষণ মার্গদর্শনে বিগত এক দশকে উন্নয়ন ও বিকাশের নয়া মানদণ্ড রচিত হয়েছে গোটা দেশে। তিনি প্রকৃতার্থে আমাদের সকলের মার্গদর্শক। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে দেশ ও রাজ্য বিকাশের দিশায় এগিয়ে চলছে। রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়ন ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুফল পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রীর দিগনির্দেশনা মেনে কাজ করবে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময়ও সমাজের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কীভাবে বিকাশ সাধন করা যায় সেই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেন। বিশেষ করে সড়ক, রেল যোগাযোগ, বিমান যোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। ত্রিপুরার প্রতি এই আন্তরিক মনোভাবের দরুন রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আজমল সুপার ৪০'-এর ভর্তি-পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ 'আজমল সুপার ৪০'-এর ভর্তি-পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হবে স্কলারশিপ। শনিবার আজমল ফাউন্ডেশনের সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজ উদ্দিন আজমল আগামী ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ভর্তি-পরীক্ষার কার্যসূচী ঘোষণা করেন। ভর্তি-পরীক্ষার জন্য আবেদন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ১৫ ডিসেম্বর। তিনি জানান, 'আজমল ফাউন্ডেশন' পরিচালিত 'আজমল সুপার ৪০' প্রত্যেক বছরের মতো এবারও ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৩০টি কেন্দ্রের বেশি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা। রাজ্যের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুবিধা প্রদানে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এই ভর্তি-পরীক্ষা। যাতে রাজ্যের সব স্থানের মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী 'আজমল সুপার ৪০'-এর সুবিধা লাভ করতে পারেন। এ ছাড়াও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে স্কলারশিপ। উল্লেখ্য, আজমল ফাউন্ডেশনের ন্যাসরক্ষী মওলানা বদরুদ্দিন আজমল এবং মুখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজউদ্দিন আজমল গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিকিসক এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার উদ্দেশ্যে 'আজমল সুপার ৪০' নামে এক মিশনের যাত্রা আরম্ভ করেছিল। সিরাজ উদ্দিন আজমল জানান, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ যারা হবেন,সেই সব মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এই ভর্তি-পরীক্ষার মাধ্যমে আজমল সুপার ৪০-এর একাদশ শ্রেণিতে নাম ভর্তি করার সুযোগ পাবেন। নামভর্তি পরীক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শিত ৪০ জন আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ শিক্ষার্থীদের মৌখিক সাক্ষাকারের মাধ্যমে বিনামূল্যে নামভর্তির সুযোগ প্রদান করা হবে। মূখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজ উদ্দিন আজমল আরও জানান, বিশেষ করে তফশিলি জাতি-জনজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের ৫০ শতাংশ রেহাই দেওয়া হবে। এ ছাড়া মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। অষ্টম, নবম এবং একাদশ শ্রেণির মোট ১৫০ নম্বরের ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গণিত ৪০ নম্বর, বিজ্ঞান ৬০ নম্বর, ইংরেজি ২৫ নম্বর এবং সাধারণজ্ঞানবুদ্ধি বিকাশে ২৫ নম্বর। একইভাবে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর যাঁরা নিট এবং জেইই পরীক্ষার জন্য এক বছরের কোচিং নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সেই সব শিক্ষার্থীদের জন্যও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে নামভর্তি পরীক্ষা। সাংবাদিক সম্মেলনে আজমল ফাউন্ডেশনের মুখ্য ন্যাসরক্ষী সিরাজুদ্দিন আজমল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ড. খসরুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার ড. এমআরএইচ আজাদ, আজমল সুপার ৪০-এর প্রজেক্ট হেড আব্দুল কাদির সহ আজমল ফাউন্ডেশন ও আজমল সুপার ৪০-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃংদ।

চোপড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জের এলাকায় চলল গুলি, মাথা ফাটল ৩ শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমডাঙ্গি এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জের মাথা ফাটল তিন শ্রমিকের। এলাকায় চলল গুলি। শনিবার ঘটনাটি ঘটে । জানা গিয়েছে, রেললাইনে পাথর সরানোর কাজ করানো নিয়ে তৃণমূলের দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, এদিন সকালে এক পক্ষ কাজে বের হলে অন্য পক্ষের লোকজন শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। ঘটনায় জখম হন পাঁচ শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুইজনের আঘাত গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিন ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।

চা-বাগানের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে উদ্যোগী হলো ক্ষুদ্র চা চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ চা-বাগানের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে এবার উদ্যোগী হলো ক্ষুদ্র চা চাষিরা। চা বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি পর্যটকদের রাত্রি যাপনের জন্য কটেজ তৈরি সহ অনেক রকমের সুব্যবস্থা করেছেন জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কয়েকটি চা-বাগানের মালিকপক্ষ। বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য পাহাড় ও অরণ্যের পাশাপাশি চা বাগানের সাথে পরিচিতি ঘটানোর নানা প্রক্রিয়া রয়েছে উদ্যোগী ছোট চা বাগানগুলোতে। কয়েকটি ছোট কটেজ তৈরি করে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বাগানের মধ্যেই পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। এছাড়া কিভাবে কাঁচা চা পাতা তোলা থেকে শুরু করে চা তৈরি করা হয় তা হাতে কলমে দেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের গাছ কাছ থেকে দেখা ও জানার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এককথায় চা বাগানের প্রকৃতির মাঝে দুটো দিন কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বছর কয়েক আগে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে হোম স্টে তৈরির প্রস্তাব রেখেছিলেন। তাই হোম স্টের পাশাপাশি

ফার্ম স্টে গড়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে এভাবেই বাস্তবায়িত করছেন জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরা। ছোট চা বাগানের মধ্যে এভাবেই ভ্রমণদুয়ার খোলার দিকে নজর রয়েছে চা চাষিদের। হোম স্টের মাধ্যমে খাবারের সুব্যবস্থাও রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, সমস্ত প্রক্রিয়াকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। এই হোম স্টে-গুলিতে থাকলে কীভাবে চা তৈরি করা হয়, সেই বিষয়ে জানতে পারবে পর্যটকরা। এর ফলে একদিকে যেমন স্বল্প খরচের মধ্যে এই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা, তেমনই এই ফার্ম স্টের মাধ্যমে চা চাষিদের অর্থ উপার্জনেরও একটি নতুন দিক খুলে যাচ্ছে।এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ী অলক চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা উত্তরবঙ্গে তথা জলপাইগুড়িতে যখন আসেন তখন চা বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চা বাগান পর্যটকদের কাছে একটি আবেগের জায়গা। সবুজে ঘেরা জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই চা বাগান অরণ্য আর পাহাড় বারবারই যেন পর্যটকদের আকর্ষিত করে।

বাঁকুড়ায় হিন্দি দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ মহাসমারোহে বাঁকুড়ায় পালিত হল হিংদি দিবস। শনিবার মধ্যাহ্নে বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তনে রাষ্ট্র ভাষা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিষদের শিক্ষন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্র গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত শ্রুতি লিখন, কবিতা পাঠ, ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন স্থানাধিকারিকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ সমাজসেবী দেবেন্দ্র আগরওয়াল, কৈলাস খান্ডেলওয়াল, বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতির সম্পাদক প্রদীপ নাগ, পরিষদের সদস্য ভাস্কর সিনহা, কার্যকরী সদস্য কেশব মোদী, দুর্গা প্রসাদ পোদ্দার, পবন ড্রোলিয়া, বজরং শর্মা, এবং হিন্দি শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক অশোক কুমার দানা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দেবেন্দ্র আগরওয়াল রাষ্ট্র ভাষা প্রসারে রাষ্ট্রভাষা পরিষদকে সর্বোতভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি প্রদীপ নাগ হিন্দি ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন।

হেরোইন পাচারের ছক, পুলিশের জালে ২

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ বাসের মধ্যেই মাদক পাচারের চেষ্টা চলছিল। পাচারকারীরা হয়ত ভেবেছিলেন তাদের পথ মসৃণ থাকবে। কিন্তু না! হল না। পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই পাচারকারী। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার হল অভিযুক্তরা। শুক্রবার মধ্যরাতে দুর্গাপুর স্টেশন বাসস্ট্যান্ড থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচশো গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহার থেকে নদিয়ায় পাচারের জন্য ওই মাদকগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতদের নাম হাসিবুল শেখ (৩৫) ও বদরুদ্দিন শেখ (২৩)। তারা সকলে নদিয়ার কালীগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তদের আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। তবে শুধু দুর্গাপুর নয়, আজ কোচবিহার থেকেও বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। যার বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, মণিপুরের এক মাদক ব্যবসায়ী ও তার দলবল মাদকগুলি পাচারের ছক কষেছিল। উদ্ধার হওয়া মাদকের মধ্যে রয়েছে ৪ কেজিরও বেশি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং এক কেজিরও বেশি ব্রাউন সুগার।

BIDHANNAGAR MUNICIPALITY CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 467/PWD/ROAD/BMC Dated: 15.09.2023
(ii) NIT No. 468/PWD/ROAD/BMC, Dated: 15.09.2023
e-Tender has been invited for Repairing of bituminous and concrete road at different location within ward 21,23,26,27, Boro-IV under-BMC. For details, Please follow Tender Id (i) 2023_MAD_571097_1 to 15 (ii) 2023_MAD_571109_1 to 6 in www.wbtenders.gov.in Office Notice Board Last date of Bid Submission - 07/10/2023 up to 3.00P.M.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

e-TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the Pradhan Chorpahari GP, R.N.PUR-I P.S Purulia. e-Tender No.: 02 of 2023-24, Date: 11/9/2023 For 2(Two) nos. Scheme. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Chorpahari Gram Panchayat

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নম্বর পিসিএমএম / সিএলডব্লু / এইচডব্লুএইচই / ই-প্রোক্রিওমেন্ট / ২৩ / ৫০ তারিখ ১৩.০৯.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে, পিসিএমএম / সিএলডব্লু / এইচডব্লুএইচ নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক বিড আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নিম্নোক্ত ই-টেন্ডারগুলি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির জন্য উপকরণ সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্যসম্ভাব্য / সরবরাহকারীদের www.irps.gov.in ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলো ই-টেন্ডার এই দরপত্রের জন্য ম্যানুয়াল অফার বিড কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে. বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য ওয়েবসাইট দেখুন. **ক্রম না, দরপত্র নম্বর, সপের বিবরণ, পরিমাণ, কারণে, টেন্ডার খরচ ঃ** [২৩৫] ২৫২৩৫০৫৪, সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং এমটি / ২২৯৮ তারিখ ০৫.০৪.২০২৩ কোড ৯৮৯৮৭৯৮৯৮ সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৩ ফেজ টিএম টাইপ ৬ এফআরএ এবং ৬০৬৮ এবং ৬ এফএক্সএ -৭০৫৯-এর স্টেটর কয়েল ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আনুষাঙ্গিক সহ কয়েল স্প্রেডিং মেশিনের সরবরাহ, ইনস্টলেশন পরীক্ষা এবং মিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। **নথি অনুযায়ী** ২৬.১০.২০২৩, টাকা ০.০০ [২৩৬] ২৫২২৫০৫২এ, কর্ডলেস টর্ক রেঞ্চ ১(ইঞ্চি) বর্গ ড্রাইভ ২৫০-১৫০০ এনএম। সংযুক্ত অ্যানেক্সার-এ অনুসারে বিশদ বিবরণ/ পছন্দের মেক / ব্র্যান্ড আই টিওআর কিউ, বিওএসসিএইচ, পিএএনএএসওএনআইসি, পিওডব্লুআর ৭০০ বা শালিমার অনুরূপ টেন । **নথি অনুযায়ী ঃ** ২৭.০৯.২০২৩, টাকা ২০.০০।

পিআর ১ / ১৬১ পিসিএমএম / সিএলডব্লু / হাওড়া

আমাদের লাইক করতে www.facebook.com/clwrailways

Onda -II Gram Panchayat
Patrahati Makarkole, Onda , Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIe-T-06/2023-24
(Tender ID-2023_ZPHD_570767)

Pradhan , Onda -II invites percentage rate e-Tender for 6 no. works , last Date of documents download & Bid submission is 26th September 2023 at 18.30 for details please visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE DUNDAR GRAM PANCHAYAT
(UNDER RAIPUR PANCHAYAT SAMITY)
BIRUDI HALUDKANALI BANKURA
TENDER NOTICE

E-NIT Memo No-443 dt-13/09/23, 444 dt-13/09/23 & NIT Memo No-445 dt-13/09/23 446 dt-13/09/23 447/dt-13/09/23 Pradhan Dundar GP invited Tenders from experienced bidders for execution of total 28 nos works under 15 th CFC (23-24) & SBM (G)-II for more details visit https://wbtenders.gov.in and Office of the Dundar GP

Sd/-
Pradhan
Dundar Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.- CHAKALTORE , PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA

E-Tendras are invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:- Purulia (W.B) ie WBPUR/CGP/NIET-4/23-24 DATED- 14.9.2023 MEMO NO 308/CGP. Documents download/sale start date 15.09.2023 From 3.30 PM Bid Submission closing date 22/09/2023 (up to 5.00 PM) Date of Opening of E-Tender on 25/09/2023 (at 11.00 AM) at G.P Office Meeting Hall.

AND

TENDERS ARE INVITED BY THE PRADHAN CHAKALTORE G.P ie NIT No. : 05 (2023 - 24)CGP DATED 14.09.2023 VIDE MEMO NO. 307/CGP Date of Sale of Tender FROM 20.09.2023 TO 21.09.2023 (From 11.30 AM to 4.00 PM). Last date of dropping of sealed Tender Form on 25.09.2023 (up to 1.00 PM) Date of Opening of Tender on 25.09.2023 (at 1.30 PM) . GP Office Meeting Hall. For more details contact with the undersigned in office hours.

Sd/-
Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

Moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No :- 281/MoshGP/2023 Date:- 15/09/2023

NIT No- 07/MoshGP/2023-24 (2nd Call)
NIT No - 11/MoshGP/2023-24
NIT No- 12/MoshGP/2023-24
Pradhan , Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for Construction Works, with in Moshiara GP details of which are available at www.wbtendres.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO-Moshiara Dist.- Bankura .

SD/-
Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-10/2023-24
(Memo No.: 514/Panch,,Dated: 15/09/2023)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer , Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of seven (07) nos. work within Bally Jagacha PanchayatSAmity, Howrah. Details are Available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.inand Office Notice Board.

Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

ফাইনালের আগে চোট অক্ষরের

তড়িঘড়ি কলম্বোয় ডাক পড়ল ওয়াশিংটন সুন্দরের

কলম্বো, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ রবিবাসরীয় এশিয়া কাপের ফাইনালের আগে ভারতীয় শিবিরে চোটের ছায়া। তড়িঘড়ি তাই ভারত থেকে ডেকে পাঠানো হল ওয়াশিংটন সুন্দরকে। ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে চোট পেয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। সাকিব আল হাসানদের বিরুদ্ধে দলকে জেতানোর জন্য শেষের দিকে মরিয়া লড়াই করেন অক্ষর। কিন্তু শেষ অবধি জেতাতে পারেননি ভারতকে। তবে ওই ম্যাচে চোট পাওয়ায়, তাঁর ফাইনালে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অক্ষর প্যাটেলের চোটের কারণেই ভারত থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরকে ডেকে পাঠিয়েছে ভারতীয় টিম। চোটের কালো মেঘ শ্রীলঙ্কা শিবিরেও। এক লঙ্কান স্পিনার চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন এশিয়া কাপের ফাইনাল থেকে। কে তিনি? জানা গিয়েছে ভারতীয় অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একাধিক চোট পেয়েছেন। তিনি ৩৪ বলে ৪২ রান করেন। ১টি উইকেটও নেন তিনি। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে অবশ্য অক্ষর প্যাটেলের চোটের ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু চোটের কারণে তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই কারণে ভারত থেকে ওয়াশিংটন সুন্দরকে ডেকে পাঠিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। ওয়াশিংটন সুন্দর আসন্ন এশিয়ান গেমসে ভারতীয় টিমের অংশ। বেঙ্গালুরুর এনসিএতে ছিলেন। এশিয়া কাপের ফাইনাল হওয়ার পর ভারতে ফিরে তিনি আবার বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিবিরে যোগ দেবেন।

তামিলনাড়ুর অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর দেশের হয়ে ১৬ ওডিআইতে খেলেছেন। করেছেন ২৩৩ রান এবং নিয়েছেন ১৬টি উইকেট। লঙ্কান শিবিরে চোটের কবলে পড়েছেন দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র মহেশ থিকশানা। তিনি এশিয়া কাপের ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শানাকা জানিয়েছেন, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন মহেশ থিকসানা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার-৪ পর্বের ম্যাচে চোট পান মহেশ থিকসানা। সেই চোট নিয়েই বল করেছিলেন তিনি। কিন্তু চোট গুরুতর হওয়ায় তিনি ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহেশ থিকসানার পরিবর্তে ফাইনালের আগে স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে সাহান আরাচাচিগেকে।

রোহিতদের হারানোর স্ট্র্যাটেজি ফাঁস করলেন শানাকা

কলম্বো, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা। অনেক তারকা খেলোয়াড় ছাড়াই এশিয়া কাপে খেলতে এসেছে শ্রীলঙ্কা। তা সত্ত্বেও ফাইনালের টিকিট তারা জোগাড় করে নিয়েছে। তাও ডু ওর ডাই ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে শিরোপা জয়ের পথটা খুব একটা সহজ হবে না ভারতের কাছে। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শানাকা বলেছেন যে, তাঁর দল এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং ফাইনালের দিনই তাঁরা পিচ দেখে একাদশ বাছবেন। অধিনায়ক আরও যোগ করেছেন যে, ভারতের বিপক্ষে ফাইনাল ম্যাচে জয়ের জন্য প্রতিপক্ষের টপ অর্ডারের উইকেট ফেলাটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। একজন আত্মবিশ্বাসী অধিনায়ক শানাকা ফাইনালের আগে বলে দিয়েছেন, ''আমরা অবশ্যই পুরো প্রস্তুত।'' তিনি যোগ করেছেন, ''একাদশ নির্বাচন পুরোপুরি পিচের উপর নির্ভর করছে। টুর্নামেন্টে পিচগুলি একটি বড় ভূমিকা পালন করছে, তাই আমরা সেই অনুযায়ী দল বেছে নিচ্ছি। ভারতের বিরুদ্ধে বোলারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের আগেই ভারতের শীর্ষ ব্যাটারদের উইকেট তুলে নিতে হবে এবং এতে খেলার রাশ আমাদের হাতে আসবে।'' তিনি যোগ করেছেন, ''আমরা সঠিক সময়ে শীর্ষে পৌঁছেছি। ছেলেরা সেরাটা দিতে মরিয়া।''

বিশ্বকাপে গলার কাঁটা সূর্য বদলির খোঁজ শুরু

কলম্বো, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ সুযোগ তিনি পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করতে পারছেন না। এশিয়া কাপের সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে ভারত রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে তরুণ তুর্কি তিলক ভার্মার ডেবিউ হয়েছে। তিনি যেহেতু ওডিআই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেই, তাই তাঁর ডেবিউ ম্যাচের পারফরম্যান্স নিয়ে অতটা আলোচনা হয়নি। কিন্তু ওডিআইতে ভারতের মিডল অর্ডারে সূর্যকুমার যাদব ফের এক বার ভরসা দিতে ব্যর্থ হলেন। যা রীতিমতো ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে মাথাব্যাথার। টি-টোয়েন্টিতে স্কাই স্টার। কিন্তু ওডিআইতে কেন এখনও তিনি ছন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না? তা নিয়ে আলোচনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সূর্যকে নিয়ে যখন আশঙ্কার কালো মেঘ জমছে, ঠিক তখনই কলম্বোর প্লেনে চেপে বসেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। যদিও এশিয়া কাপের ফাইনালের জন্য ব্যাকআপ হিসেবে তাঁকে ভাবা হয়েছে। কিন্তু, ওয়াশিংটন সুন্দরকে হঠাৎ এই ডাক অন্য ইঙ্গিতও দিচ্ছে। বিশ্বকাপে

মিডল অর্ডারে সূর্যর প্রয়োজন হলে তিনি আদৌ জ্বলে উঠবেন কিনা, তা নিয়ে আপাতত চিন্তিত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলেছেন, টি-২০ আর ওডিআই ক্রিকেটের মধ্যে তফাটা সূর্যকুমার যাদবকে বুঝতে হবে। টি-২০ ক্রিকেটে আগ্রাসী মেজাজ দেখানো যায়। কিন্তু ওডিআইতে শুরু থেকেই আগ্রাসন দেখানো মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কয়েকটা ওভার ক্রিজে কাটিয়ে সেট হতে হয়। দলের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। এবং পারফর্ম করে দেখাতে হয়। সেখানেই সূর্য বাকিদের অবাক করছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাকিব আল হাসানের বলে সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হন স্কাই। ৩৪ বলে ২৬ রান করে মাঠ থেকে বেরোতে হয় তাঁকে। সূর্যর এ ভাবে আউট হওয়া নিয়ে ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার দীপ দাসগুপ্ত বলেন, ''সূর্য ব্যাটিং আমাকে অবাক করে দিয়েছে। একে দেখে মনে হচ্ছিল ও শুধু সুইপ শট খেলতে চাইছে। ও তো স্পিনের বিরুদ্ধে খুব ভালো ব্যাটিং করে। ওর কাছে বিভিন্ন শট রয়েছে। এটা জানি যে একদিনের ক্রিকেটে সূর্য ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করতে পারছে না। তবে ও যে ডেলিভারিতে আউট হল সেটা আউট হওয়ার মতো বল মোটেও ছিল না। ওই ডেলিভারিকে এক্সট্রা কভার, মিড অফের উপর দিয়েও মেরে দিতে পারত। কিন্তু সূর্য তা করেনি। তাই ওর ব্যাটিং আমার অদ্ভুত লেগেছে।'' সূর্যকুমার যাদব নিজে এশিয়া কাপের আগে জানিয়েছিলেন, ওডিআই ক্রিকেটে রান করা রপ্ত করার জন্য তিনি কোচ রাহুল দ্রাবিড়, অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। এশিয়া কাপে মাত্র ১টি ম্যাচ খেললেন। ফাইনালে সম্ভবত সুযোগ পাবেন না। বিশ্বকাপে যদি তিনি খেলার সুযোগ পান, আর তাতে সফল হতে না পারেন তা হলে হয়তো সূর্যর ওডিআই কেরিয়ারে ইতি পড়ে যেতে পারে।

কোপা-বিশ্বকাপ জিতেছেন, তাও মেসির আক্ষেপ কোন অপ্রাপ্তিতে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

খেতাবের আড়ালে সব সময় কি আক্ষেপ লুকিয়ে থাকে? ট্রফি, বিশ্বকাপ, দলগত সাফল্য হোক আর ব্যক্তিগত, এই আক্ষেপ কি ফিরে ফিরে আসে? যত বড় প্লেয়ারই হোন না কেন, কেউই সব জিততে পারেন না। সব মাইলফলক পার করা হয় না। পা পড়ে না সমস্ত পাহাড় চূড়ায়। এই তালিকায় পেলে-মারাদোনা থেকে ডন ব্র্যাডম্যান-সচিন তেন্ডুলকর, রজার ফেডেরার-সেরেনা উইলিয়ামসরাও আছেন। থাকবেন পরবর্তী প্রজন্মের মহাতারকারা। ঠিক যেমন আছেন লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপের ফাইনাল হেরেছিলেন ব্রাজিলের মাটিতে। কোপা আমেরিকা জিতে কাটিয়েছিলেন ট্রফি না জেতার অভিশাপ। কাতার বিশ্বকাপ জিতে কিংবদন্তিদের তালিকায় পাকাপাকি লিখিয়ে ফেলেছেন নাম। সেই তাঁর আক্ষেপ কী? টিস্যু পেপারে প্রাথমিক চুক্তিপত্রে সই করে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছিলেন ১১ বছরের মেসি। ফুটবলের ইতিহাসে সেই গল্প অমর। বার্সার যুব অ্যাকাডেমি থেকে দ্রুত জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রথম দলে। রোনাল্ডিনহোর মতো তারকা ধীরে ধীরে জায়গা করে দিয়েছিলেন পরবর্তী তারকাকে। বার্সার হয়ে হোক আর আর্জেন্টিনা, যা ট্রফি জিতেছেন, ফুটবলের ইতিহাসে আর কেউ জেতেননি। ১০বার লা লিগায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। চারবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ২বার ফরাসি লিগ সঙ্গে কোপা আর বিশ্বকাপ। সঙ্গে সাতবার ব্যালন ডি'অর।

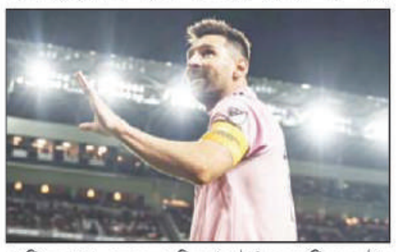

প্রাপ্তির শো-কেসে মেসির 'নেই' বলে কিছু নেই। তবু আক্ষেপের অজানা কাহিনি রয়ে গিয়েছে। তখন মাত্র ১৮ বছর বয়স তাঁর। ২০০৬ সাল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠেছিল বার্সা। উল্টো দিকে আর্সেনাল। প্রেম-কবিতার শহর প্যারিসে ম্যাচ। ফাইনালে মেসির সে দিন নামা হয়নি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে। ম্যাচটাতে পিছিয়ে পড়েও ২-১ জিতেছিল বার্সা। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সেলিব্রেশনে যেতে চাননি মেসি। এতটাই মন খারাপ হয়েছিল তাঁর। সেদিনের কথা মনে পড়লে মেসি এখনও বলেননি, ''এখন ভাবলে খারাপ লাগে। সেলিব্রেশনে যাওয়া উচিত ছিল আমার। আসলে কত বড় একটা ঘটনা ক্লাব ঘটিয়ে ফেলেছিল, বুঝতেই পারিনি বোধহয়। অন্তত বেঞ্চে গিয়ে বসা উচিত ছিল। কিন্তু এত মন খারাপ হয়েছিল যে, কিছুই ভালো লাগছিল না।'' মেসির সেরা গোল? ২০০৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ছিল। ওই ম্যাচে হেডে করা গোলটার কথা তুলে ধরেন। মেসি ফ্রি কিক থেকে দর্শনীয় গোল করেন, বিপক্ষের ফুটবলারদের কাটিয়ে অবলীলায় গোল করে দেন তৃপ্তি। তখন ম্যাজিশিয়ান মনে হয় তাঁকে। কিন্তু মেসি এই সব গোল নয়, সেরা গোলের তালিকায় রেখেছেন একটি হেডে করা গোলকে। তাঁর কথায়, ''রিও ফার্দিনান্দের মতো ডিফেন্ডার থাকা সত্ত্বেও আমি হেডে গোল করছি, ভাবাটাই কঠিন। তেমনটাই ঘটেছিল। সে দিন দেখেছিলাম, কেউ আমাকে মার্কিং করেনি। জাভির বলটা উড়তেই দেরি করিনি। গোলটা সব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। টিমের জন্য, আমার জন্য। যে কারণে ওটাকেই সেরার তালিকায় রেখেছি।''

রোনাল্ডোকে বিশেষ সুবিধা, তীব্র বিতর্কে ফুটছে ইরান!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে একঝলক দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ইরান। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এর আগে খেলার সুযোগ মিলেছে। কিন্তু পার্সিপোলিস এফসির ভক্তরা, বিশেষ করে ফুটবল ভক্তরা মুখিয়ে রয়েছেন সিআর সেভেনের জন্য। বিশ্বের অন্যতম সেরা সুপার ১৯ সেপ্টেম্বর তেরহানে খেলবেন। আল নাসেরের বিরুদ্ধে পার্সিপোলিস কেমন খেলে, তার থেকেও বড় চর্চা চলছিল, রোনাল্ডোর মতো তারকারা কি আদৌ ইরানের মতো অবরুদ্ধ দেশে যাবেন খেলতে? জটিলতা কাটানোর জন্য ইরান সরকার বিশেষ সুবিধা দিতে চলেছে আল নাসেরের ফুটবলারদের। মূলত রোনাল্ডো যাতে ইরানে পা দেন, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। আর তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে ইরানিদের মধ্যে। দেশের জনতা যে সুবিধা পান না, তা কেন দেওয়া হবে রোনাল্ডোকে, প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ইরানে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে কড় নিয়ম। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশি হেফাজতে মাসা আমিনির মৃত্যুর পর দেশের নানা জায়গার পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিরুদ্ধবাদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। সরকারবিরোধী নানা

গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইন্টারনেট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অধিকাংশ ওয়েবসাইট সেখানে খোলা যায় না। বিশেষ করে হোয়্যাটস অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম খোলা যায় না। এমনকি ভিপিএন ব্যবহার করে যাতে নিষিদ্ধ ওয়েবসাইটে ঢুকতে না পারে আমজনতা, তা কড়া নজরে রাখে ইরানের টেলিকম বিভাগ। এমন পরিস্থিতি থাকলে রোনাল্ডো সহ আল নাসেরের অন্যান্য তারকারা ইরানে নাও আসতে পারেন, এমন আশঙ্কাতেই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। দেশবাসীর জন্য নিয়ম যাই হোক না কেন, রোনাল্ডো চাইলে যে কোনও ওয়েবসাইট সার্ফ করতে পারেন। তাঁর জন্য বরাদ্দ থাকবে বিশেষ সিম। যতদিন ইরানে থাকবেন, ততদিন এই সুবিধা পাবেন তিনি। পার্সিপোলিস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রেজা দার্ভিস বলেছেন, ''আমি দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল কোম্পানি ইরান-সেলের সঙ্গে কথা বলেছি। আল নাসেরের প্লেয়ারদের ব্যবহার করার জন্য বিশেষ সিমকার্ড দিতে চাই, তা ওদের বলেছি। যাতে প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে কোনও অসুবিধা না হয়।'' এতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন ইরানিরা। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, দেশের সরকার তাঁদের জন্য একটা নিয়ম রেখেছে। যেই এ দেশে আসুন না কেন, তাঁকেও এই নিয়মই পালন করতে হবে। রোনাল্ডোকে তা হলে কেন বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিলছে না।

ভুলের পুনরাবৃত্তি আর চাই না, এশিয়ান গেমসের আগে বললেন কৃষাণ

এশিয়ান গেমসে নামার আগে হরমনপ্রীত সিংয়ের ভারতীয় হকি টিম কী ভাবছে? চিন থেকে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট জোগাড় করে নিতে চান তাঁরা। সেই সঙ্গে তরুণ টিমের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল, দুইই বাড়ানোর লক্ষ্যে নামতে চান তাঁরা। ২৪ সেপ্টেম্বর উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ এশিয়ান গেমসে। কঠিন প্রতিপক্ষের মুখে পড়তে হবে, ভালো করেই জানেন ভারতীয় প্লেয়াররা।

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ এসেছিল। ৪০ বছর পর হকিতে ফের উত্থান হয়েছে ভারতের। এশিয়ান গেমসে নামার আগে হরমনপ্রীত সিংয়ের ভারতীয় হকি টিম কী ভাবছে? চিন থেকে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট জোগাড় করে নিতে চান তাঁরা। সেই সঙ্গে তরুণ টিমের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল, দুইই বাড়ানোর লক্ষ্যে নামতে চান তাঁরা। ২৪ সেপ্টেম্বর উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ এশিয়ান গেমসে। কঠিন প্রতিপক্ষের মুখে পড়তে হবে, ভালো করেই জানেন ভারতীয় প্লেয়াররা। একই সঙ্গে এশিয়ান গেমসেই পরীক্ষা দিতে চাইছেন হরমনপ্রীতরা। টিমের গোলকিপার কৃষাণ বি পাঠক চিন উড়ে যাওয়ার আগে মুখ খুললেন। এশিয়ান গেমসে সুযোগ পাওয়ার পর কী প্রতিক্রিয়া ছিল কৃষ্ণণের? 'ওটা একটা গর্বের মুহূর্ত ছিল। আমার কাছে যেমন, আমার পরিবারের কাছেও। নিজের কেরিয়ার দেখলে বিশ্বাসই হয় না, দেশের হয়ে আমি ১০০টা ম্যাচ খেলব। দেশের হয়ে আবার এশিয়ান গেমস খেলার সুযোগ পাব, ভাবিইনি। এটা সারা জীবন ধরে উপভোগ করার মতো একটা ব্যাপার। আমরা এশিয়ান গেমসে ম্যাচ ধরে এগোতে চাইছি।

কোনও টিমকে গুরুত্বহীন ভাবার জায়গা নেই। সব টিমই খুব ভালো। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।'' ঘরের মাঠে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। তাতেই যে মনোবলব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে ভারতীয় হকি টিমের, সন্দেহ নেই। কৃষ্ণণ বলছেন, ''আমাদের প্রস্তুতি চমৎকার হয়েছে। এশিয়ান গেমস একটা বড় টুর্নামেন্ট। সেই মতো আমরা তৈরি। একই সঙ্গে ৪-৫টা গোলকিপিং সেশন করেছি ডেনিসের সঙ্গে। আরও কয়েকটা হবে। আমরা মূলত বেসিক নিয়েই বেশি কাজ করছি। আগের টুর্নামেন্টে যে ভুলত্রুটি করেছি, সেগুলো নিয়েও কাজ হয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে ডেনিস আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী সমস্যা রয়েছে আমাদের, কী ভাবে সেটাকে মেটানো যায়।'' এশিয়ান গেমসে যাতে সেরাটা দিতে পারেন, সেই মতো পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কৃষ্ণণের কথায়, ''এশিয়ান গেমসে আমরা সেরাটাই দিতে চাই। আমরা সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু কঠিন টিমের সঙ্গে খেলেছি। যে কারণে টিমের শক্তি আর দুর্বলতা খুঁজে বের করতে সমস্যা হয়নি। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতায় টিমের মনোবলও তুঙ্গে। মূল ফোকাস, যে ভুল করেছি, তা যেন আর না হয়।''

কেমন হলো নেইমারের সৌদি অভিষেক

রিয়াধ, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ সবাইকে চমকে দিয়ে গ্রীষ্মের দলবদলে পিএসজি ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে পাড়ি জমান নেইমার। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় নেইমারের অভিষেকের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল আল হিলালকে। এর মধ্যে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন নেইমার। রেকর্ড গড়া এক গোলে পেলেকে ছাড়িয়ে ব্রাজিলের হয়ে গোল করায় সবার ওপরে উঠেও যান এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। জাতীয় দলের হয়ে দায়িত্ব শেষ করেই নেইমার যোগ দেন আল হিলাল শিবিরে। আর গতকাল রাতে হয়ে গেছে তাঁর অভিষেক। সৌদি প্রো লিগে নেইমার পেয়েছেন মনে রাখার মতো এক অভিষেকও। যেখানে তাঁর দল আল হিলাল রিয়াদের বিপক্ষে জিতেছে ৬-১ গোলের ব্যবধানে। নিজে গোল না পেলেও সতীর্থের গোলে ঠিকই সহায়তা করেছেন প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকা। রিয়াদের প্রিন্স ফয়সাল বিন ফাহাদ স্টেডিয়ামে সবার চোখ ছিল নেইমারের

অভিষেকের ওপর। তবে একাদশে নয়, তিনি ম্যাচ শুরু করেন বেঞ্চ থেকে। ৬৪ মিনিটে আরেক ব্রাজিলিয়ান মাইকেল অলিভিয়েরার পরিবর্তে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মাঠে নামেন নেইমার। তবে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মাঠে নামার আগেই অবশ্য আল হিলাল এগিয়ে ছিল ২-০ গোলে। নেইমার নামার পর আক্রমণের ধার যেন আরও বেড়ে যায়। ৪ মিনিট পরই স্কোরশিটে নাম লেখান নাসের আলদাওয়াসারি। এই গোলের উৎস ছিলেন নেইমারই। তাঁর দুর্দান্ত এক 'ফ্লিক' থেকেই তৈরি হয়েছিল আক্রমণটি। এর মধ্যে হুটহাট দেখা মিলছিল নেইমার-ঝলকেরও। ৮৪ মিনিটে আল হিলালের গোলের সঙ্গে সরাসরি জড়ায় নেইমারের নাম। বক্সের বাইরে তাঁর কাছ থেকে বল পেয়েই দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন আরেক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ম্যালকম। এরপর আল হিলাল পেনাল্টি পাওয়ায় প্রথম গোল করার সুযোগ এসেছিল নেইমারের সামনে। কিন্তু সেই সুযোগ নিজে না নিয়ে সালেম আলদাওয়াসেরিকে দেন নেইমার। গোল করে দলের হয়ে ব্যবধান ৫-০ করেন সালেম। যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটে নেইমারের শট প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক রুখে দেওয়ার পর ফিরতি শটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের ৬ষ্ঠ গোলটি করেন সালেম। পরে সান্ত্বনার এক গোল পায় আল রিয়াদ। শেষ পর্যন্ত ৬-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল হিলাল। জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে নিজের অভিষেক-অনুভূতির কথা জানিয়েছেন নেইমার। সেখানে একাধিক ছবি পোস্ট করে নেইমার লিখেছেন, 'অভিষেকে পাওয়া এই জয়ে খুবই আনন্দিত। ট্রিবিউট দেওয়ার জন্য ভক্তদের অনেক ধন্যবাদ।'

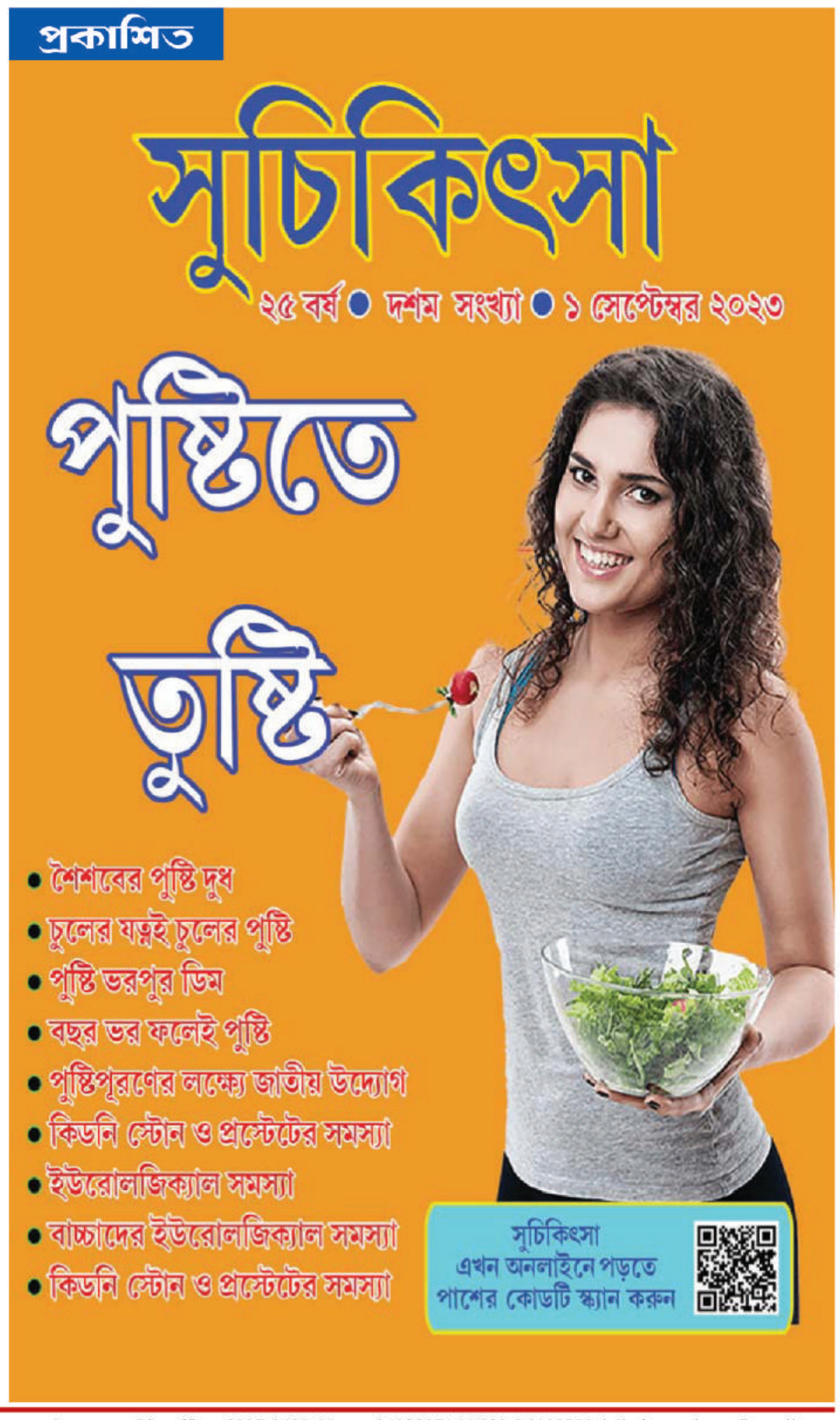

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501